# কুতপের দন্তবিকাশ

হাস্যকর

উপন্যাস

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
কলিকাতা

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী
অঙ্কিত প্রচ্ছদ

দাম বারো আনা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীভোলানাথ বসু
বি, এন, পাবলিশিং হাউস,
৩২ নং ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

শ্রীমান্ ধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী
কল্যাণীয়েষু

# কৃতান্তের দন্তবিকাশ



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### অমল আর বুবু

অমল চিলকোঠায় তার পড়ার ঘরে বসে একমনে কি লিখছে, এমন সময়ে তলা থেকে বুবুর গলা তার কানে এল :

"অমল, অমু—এই অম্‌লা !"

ছাদের কার্নিশ থেকে মাথা বাড়িয়ে সে সাড়া ছায়—"ওপরে আয় ।"

বুবু তিন লাফে তেতলা পেরিয়ে আসে।

"কিরে, এত সকালে ?"

বুবু সে-কথার জবাব দেয় না,—"কি, এখনো তোর শেষ হয়নি লেখাটা ?"

"উঁহু। সাবজেক্ট ঠিক করতেই কি কম মাথা ঘামাতে হয়েছে !"

"আমি তো কি নিয়ে লিখ্‌ব, এখনো ঠিক করেই উঠ্‌তে পারিনি !" বুবু প্রকাশ করল, "বাপু, কম্পিটিশনের 'এসে' লেখা কি চাট্টিখানি কথা !"

"বলিস্ কিরে, এখনো লেখাই সুরু করিস্ নি ?" অমলের চোখ প্রায় কপালে ওঠে, "কাল যে সাব্‌মিট্ করার শেষ দিন !"

"তা কি করব ! লিখ্‌তে হবে 'অন্ সাম্ নিউ সাব্‌জেক্ট'—এই 'কণ্ডিশন্'। তা অত নতুন সাব্‌জেক্ট পাই কোথায় ?" বুবু একটু থামে, "তা এবারকার মেডেলটা তুইই নে নাহয়।"

অমল এক গাল হাসে, "তা নেব বোধ হয়।" তার চোখে নিঃসংশয়তার চাকচিক্য !

"কি সম্বন্ধে লিখেছিস্ দেখি ?" বুবু আগ্রহ প্রকাশ করে।

"গরু সম্বন্ধে।"

"গরু !" বুবু আকাশ থেকে পড়ে। "বলিস্ কি, য়্যাঁ ?" তারপরে দম নেবার জন্য একটু থামে, "গরু কি একটা নতুন সাবজেক্ট হোলো ?"

"দাদার ঠিক-করা সাবজেক্ট। দাদা বলে সাবজেক্টের আবার নতুন পুরাতন কি ? সবই নতুন আবার সবই পুরোনো। লিখতে পারলেই হোলো। দাদা বলে—" অমল চোখ-কপাল কুঁচ্‌কে স্মৃতিশক্তি আলোড়নের চেষ্টা করে, "কি একটা বেশ ভালো পদ্য বল্‌ল, মনে করি দাঁড়া। হ্যাঁ—

সেই পুরাতন ডালে পুরাতন কাকে
পুরানো আওয়াজ ছাড়ে নতুন প্রভাতে।"

"কবিতাটা আমার জানা জানা, কোথায় শুনেছি যেন মনে হচ্ছে। যাক্ গে—" বুবু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, "কিন্তু বাপু, প্রভাতটা নতুন হোলো যে ?"

অমল দমে না, "হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো প্রভাত দুপুরে, দুপুর বিকেলে,

বিকেল রাত্রে বদ্‌লে যায়। নতুন জিনিস টেঁকে না।  কিন্তু পুরাতন ডাল, কাক আর ডাক তিনটেই টেঁকসই। কথাগুলো ভালো ভালো, রচনার মধ্যে কোথাও লাগিয়ে দেব ভাব্‌ছি কিন্তু লাগাবার জায়গা পাচ্ছি না।"

আমার দাদা একজন কথাশিল্পী, জানিস্?

"তোর দাদার কথা বুঝি?"

"হুঁ।" অমল গর্ব্বের সঙ্গে জবাব ছায়, "আমার দাদা একজন কথাশিল্পী, জানিস্?"

বুবু ঘাড় নাড়ে, "জানি ; কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লেখেন। দিদি পড়ে' বলে, কিচ্ছু হয় না।"

অমল চটে যায়, "তোর দিদিরও যা সব কবিতা বেরোয় একদম্ র‍্যাবিশ। দাদা আমাকে কদ্দিন বলেছে তোর দিদিকে বল্‌তে। তুই বলে দিস্।"

রাগের মাথায় অমল ঠিক সত্য কথা বলে না। ওর দাদা অনেকদিন ওর কাছে বুবুর দিদির কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এমন কি, বিশেষ করে' বলে' দিয়েছে পর্য্যন্ত, যে যখন ও বুবুদের বাড়ী যাবে, তখন যেন মনে করে' তার কবিতার অভিমতটা বুবুর দিদিকে ভালো করে' জানিয়ে দেয় এবং ঐ সঙ্গে সুযোগ পেলে দাদার গল্প সম্বন্ধে তার মতটাও সুকৌশলে সংগ্রহ করে' আনে। কিন্তু এম্‌নি মন অমলের, যে বুবুর বাড়ী গেলে, সমস্তটাই যেন একেবারে ক্যারমবোর্ডের ওপর গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে, কাব্য-আলোচনার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

বাড়ী ফিরলে দাদা জিজ্ঞেস করেন—"কিরে, গেছলি বুবুদের বাড়ী ?"

—"এতক্ষণ ছিলাম তো !"

—"বুবুর দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

—"বাঃ, বুবু, বুবুর দিদি আমরা সবাই ক্যারম্ খেল্‌লাম এতক্ষণ !"

প্রসন্ন প্রত্যাশায় দাদার মুখ ভরে ওঠে—"তা, বলেছিলি কবিতার কথাটা ?"

"ঐ যাঃ, একদম্ ভুলে গেছি।" ক্ষণেকের জন্য মুষ্‌ড়ে পড়লেই

অমল চাঙ্গা হয়ে ওঠে, "কিন্তু দাদা, বুবুর দিদিকে আজ পর পর তিনবার নীল্ গেম্ দিয়েছি, জানো ?"

কিন্তু অমলের দাদা মুষ্‌ড়ে পড়েন—"দূর্! তোর একদম্ মেমারি নেই! কি করে যে পাস করবি তাই ভাবি।" ভাইয়ের সম্বন্ধে আন্তরিক হতাশা গোপন করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে।

অমল অনুযোগ করে, "ওর দিদিরও মেমারি নেই বলো! সেও তো তোমার গল্পের কথাটা তুল্‌তে পারে? তাহলেই তো আমার সব মনে পড়ে যায়! তোমার ওপিনিয়নটাও ওকে জানিয়ে দিই, ওরটাও জেনে নিই। কিন্তু দাদা, সত্যি বল্‌ছি, একদিনও তোমার গল্পের সম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না।"

"কোনো শিক্ষিত মেয়ে কি সাহিত্য-আলোচনা করে কখনো, জিজ্ঞেস্ না কর্‌লে? তুই কি আমার গল্পের কথা তুলেছিস্, যে বল্‌তে যাবে? দায়ে-পড়ে' সাহিত্যিক আর গায়ে-পড়ে' সমালোচক সে-কেবল্ আমাদের পুরুষদের মধ্যে।"

'দায়ে-পড়ে' আর 'গায়ে-পড়ে'—কথা দুটো অমল মনে রাখবার চেষ্টা করে, গরুর কিম্বা না হলে নিদেন-পক্ষে কোনো ঘোড়ার রচনা লিখতেও দাদার উক্তির শেষ লাইনটা যুতমত কোথাও লাগিয়ে দেবে, ভেবে রাখে। দাদাকে আশ্বাস ছায়—"কাল ঠিক বল্‌ব, তুমি দেখো।"

—"কি বল্‌বি মনে আছে তো ?"

অমল প্রবল ঘাড় নাড়ে—"হ্যাঁ আছে।"

—"কি বল্‌ত ?"

খানিকক্ষণ মনে করার দুশ্চেষ্টা করে' অমল বলে—"সে হবে

এখন্। কাজের সময়ে তখন ঠিক মনে পড়ে যাবে। আমার বেশ মনে আছে, কতকগুলো কথা তালগোল পাকিয়ে বলে দিলেই হোলো।”

—“ছাই হোলো! নাঃ, তোর মস্তিষ্কের অবস্থাটা ঠিক বর্দ্ধমান নয়। বর্দ্ধমানে একটা ষ্টেশন্ আছে অর নাম মেমারি ষ্টেশন্। সেই ষ্টেশন্টারই অভাব তোর মাথায়। কিছু হবে না তোর।”

অমল মেমারি ষ্টেশনের ব্যাপারটা মনে মনে নোট্ করে। যদি কোনো রচনায় নাই লাগানো যায়, ক্লাসের কারুর ওপর কথাটার সদগতি করা যাবে। ওর নিজের কিছু হোক্ আর নাই হোক্, তা নিয়ে দুর্ভাবনা বা দুঃখবোধের চেয়ে দাদার সম্বন্ধে ওর গর্ব্ববোধ বেশি। কিরকম সব চোস্ত চোস্ত কথা,—দাদা নয় তো, যেন চলন্ত ডিক্সনারী। চলন্তিকা একখান্! অমল যত শোনে তত বুঝবার চেষ্টা করে, যত কম বোঝে ততই ওর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

—“বল্ছি, ভালো করে শোন্। এইবার নিয়ে ত্রিশবার বলা হোলো। যদি না মনে থাকে, কাগজে টুকে নিতে তো পারিস্, আর তা ছাড়া মুখস্ত করতেই বা কতক্ষণ লাগে! বল্‌বি—”

অমল ভালো রকম উৎকর্ণ হয়, দাদার কোনো বাণী ভুলে যাওয়া ভয়ানক অপরাধ, সে-অপরাধ এবার সে ক্ষালন করবেই, একেবারে বদ্ধপরিকর!

—“বল্‌বি যে আমার দাদা বলেছেন, আর আমার দাদা একজন উঁচুদরের কথাশিল্পী, তিনি আপনার কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন যে, এতদিন বঙ্গবাণীর পদ্মবনে মত্তহস্তীর সিংহনাদই শুনে এসেছি, কিন্তু এতদিন পরে বীণাপাণির বাণীমূর্চ্ছনায়—”

অমল ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়—"বুবুর দিদিকে আমরা তো বীণাদি-ই বলি।"

—"তবে যে মঞ্জুলি দেবী বলে' কবিতায় লেখে?"

—"মঞ্জুলি হোলো গে ভালো নাম, বীণাদি খারাপ নাম।

—"তাহলে তো ভালোই, বেশ মিলে গেছে। এখন মন দিয়ে শোন্, সব হয়ত ভুলে গেলি আবার। বল্‌বি যে আমার দাদা বলেছেন, আর আমার দাদা একজন উঁচুদরের কথাশিল্পী, তিনি আপনার কবিতা সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন যে এতদিন বঙ্গবাণীর পদ্মবনে মত্তহস্তীর সিংহনাদই শুনে এসেছি, কিন্তু এতদিন পরে বীণাপাণির বাণীমূর্চ্ছনায় যথার্থ কাব্যপরিমলের আলোক আস্বাদ করলাম। কেমন, মনে থাক্‌বে ত?"

অমল বাক্যটা ধারণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সংশয়ের ধারণা তার থেকে যায়।—"মত্তহস্তীর সিংহনাদটা বাদ দিলে হয় না, দাদা? ওটা ভারি জোর সমস্কৃত।

"ঐটেই হোলো আসল! ওটা গেলে আর থাক্‌ল কি?"

"আচ্ছা, ওর বদলে পাগ্‌লা হাতীর চিঁহি চিঁহি বল্‌লে হয় না?"

"সব মাটি করলে দেখছি! সমস্ত মানেই ওলোট-পালোট হয়ে যাবে তাহলে। আমি সিংহনাদ ছাড়তে পারি না, তবে যদি তোর সুবিধা হয় মনে করিস্ 'পদ্মবনের' জায়গায় বরং 'গুল্‌বাগিচা' করতে রাজি আছি। তাহলে হবে—'বঙ্গবাণীর গুল্‌বাগিচায় এতদিন মত্তহস্তীর সিংহনাদ—"

"আচ্ছা, ঠিক বলে দেব। মত্তহস্তীর সিংহনাদ ...ত ?" অমল দাদাকে উৎসাহ দেয়।

দাদা বিশেষ ভরসা পান না—"উঁহু, কথাটা তুই মুখস্ত করে ফ্যাল্। যখন খট্‌কা লেগেছে, তখন গোলমাল হতে কতক্ষণ ?"

অমলকে বাধ্য হয়ে বিড়্‌বিড়্ করে মত্তহস্তীর সিংহনাদ ছাড়তে হয় পাঁচ ছ' ডজন, তবে দাদার কাছ থেকে রেহাই পায়।

কিন্তু পরের দিন আবার সেই দশা! বুবুর ওখানে মত্তহস্তীর কথা একদম ভুলে গিয়ে ক্যারম নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বাড়ী ফিরে ফের "সিংহনাদ" শুনতে হয়।

এইসব কারণে অমল বিরক্ত হয়েই ছিল, এখন বুবুর কথায় হ্যারিকেনের বার্ণারে যেন কেরোসিনের ছিটে লাগে। সে দপ্ দপ্ করে' বল্‌তে থাকে—"হ্যাঁ, বলে দিস্ যে অ্যাদ্দিন আমরা বাংলা সাহিত্যে বেশ আরামে বসবাস করছিলাম, কিন্তু যেদিন থেকে না তোর বীণাদি কবিতা লিখতে সুরু করেছে সেদিন থেকে আর শান্তি নেই। কবিতার সিংহনাদ না শুনে যত রাজ্যের হাতি ঘোড়া সব ক্ষেপে গিয়ে হরদম কেবল মূর্চ্ছা যাচ্ছে। আমার দাদা তোর দিদির কবিতা পড়েওনা। দেখতে পেলেই ছিঁড়ে ফ্যালে। ওরকম বিশ্রী লেখা আবার মানুষে পড়ে ?"

দম নেবার জন্য অমল একটু থামে। বুবু কি বল্‌বে ভেবে পায় না। অমলের বক্তৃতা তাকে রীতিমত ঘাব্‌ড়ে দ্যায়।

—"হ্যাঁ, আর একথাও বলে দিস্ যে আমার দাদা বলেছে। আর আমার দাদা একজন কথাশিল্পী। খুব উঁচু—উঁচু, হুঁ, খুব উঁচু ডালের।"

"বল্‌বইত।" বুবু জোর গলায় সায় ছায়, "দিদির কবিতার জ্বালায় আমিও অস্থির! আমার তো পড়াশুনার দফা রফা। একটা লিখে

এইবার নিয়ে ত্রিশবার বলা হোলো…

ফেলেছে কি অমনি আমায় শুন্‌তে হবে, না শুনিয়ে দিদি ছাড়ে না। দিনরাত যদি পত্থই শুন্‌ব, তো পড়ব কখন? আমি আজই বল্‌ব দিদিকে, নিশ্চয় বল্‌ব।"

বুবুর সমর্থনের সর্ব্বান্তঃকরণতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দিদির উপদ্রবের বিরুদ্ধে কি ভাবে অভিযান করা যায় অনেকদিনই একথা সে ভেবেছে, আজ অমলের দাদার উপলক্ষ্য গ্রহণ করাই সে সবচেয়ে সমীচীন মনে করে।

"আর কবিতাও কি কম লিখেছে দিদি? চারটে খাতা বোঝাই। এমন কি আমার কি মনে হয় জানিস—?" বুবুর কণ্ঠস্বর রহস্যের ভারে চাপা পড়ে।

অমল উৎকর্ণ হয়ে এগিয়ে আসে—"কি?"

"ঐ কাক-ডাকা কবিতাটা না? যেটা তোর দাদা মুখস্থ করেছে রে—"

"হ্যাঁ, কি হয়েছে তার?"

"আমার খুব সন্দেহ, ওটাও দিদির লেখা।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### বুবুর দিদি ও অমলের দাদা

বাগ্‌যুদ্ধের পর বাগ্‌শান্তি স্থাপিত হয়, বন্ধুকৃত্যের কথা অমলের মনে পড়ে। প্রাতরাশের প্রশ্ন ওঠে।

"ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ করেছিস্‌, এত সকালে বেরিয়েছিস্‌?"

আলোচনাটা ক্রমশঃ আলোর দিকে ফিরছে দেখে বুবু উল্লসিত হয় —"একবার খেয়েছি অবিশ্যি, তবে আরেকবার খেতে আপত্তি নেই।"

ইলেক্‌ট্রিক্‌ হীটারে অমল এক কেট্‌লী জল চাপিয়ে ছায়। হর্‌লিকের শিশি, ওভাল্‌টীন আর চিনির কৌটো দেরাজ থেকে বার করে। বিস্কুটের টিন্‌টাও টেবিলের ওপর রাখে।

"দেখিস্‌, এবার আমি ঠিক্‌ মেডেল্‌ মারব ঐ এসে-তে।"

কেট্‌লীর জলের মত, বুবুর মনেও তখন বেশ উৎসাহ জেগেছে, সে সতর্ক হয়, এমন কোনো তর্ক তুল্‌তে চায় না যাতে খাদ্য-পানীয়ের দিক-পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে।

বুবুর নিরুত্তরতায় অমল মনে জোর পায়—"সত্যি, লিখে যা আনন্দ পেয়েছি, কী বল্‌ব! দাদা বলে, লিখে যদি আনন্দ পাস্‌, বুঝবি তোর লেখা হয়েছে ফাস্‌ কেলাস্‌।"

বুবু অমলের দাদার কথাটা খাঁটি কিনা মনে মনে খাটাবার চেষ্টা করে। বিস্কুটের টিন্‌টা দেখে অবধি তার মনে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হয়েছে, বিস্কুটগুলো ফাস্‌কেলাস্ কি না কে জানে! আসন্ন পরীক্ষার ফল দিয়েই সত্যতার বিচার করবে সুতরাং অমলের এ-কথারও জবাব দিতে সে ব্যস্ত হয় না!

"দাঁড়া, দুটো ডিম নিয়ে আসি দাদার দেরাজ থেকে। হাফ্ বয়েল্ হবে।" অমল অন্তর্হিত হয়।

বুবু মনে মনে ভাবে, আহা, তার পড়ার ঘরে যদি এরকম একটা হীটার থাকৃত, তাহলে যখন তখন চা, টোস্‌ট, ওভাল্‌টীন্, কোকো করে' খেতে কী ফূর্ত্তিটাই না হোতো! কিন্তু হায়, তার তো দাদা নেই অমলের দাদার মতো। তার দাদাই নেই একেবারে। তার বরাতে শুধু এক দিদি, দিদির কাছে যা কিছু সুবিধা সে কেবল সেই ভাই-ফোঁটার দিনে, বছরের বাকি ৩৬৪ দিন দিদি কোনো কাজেই লাগে না। কিন্তু দাদা—!

দাদার কথা ভাব্‌তে বুবুর জিভ্ সরস হয়!

সরস হবার কথাই বই কি! দাদা মানেই যে চপ্ কাটলেট্ কেক্ পুডিং চকোলেট্! চানাচুর আর সল্‌টেড্ অ্যাল্‌মণ্ড্! আইস্‌ক্রিম্ আর পাইন্‌আপেলের সরবৎ! কম্‌লানেবু আর গোলাপজাম! ফুট্‌বল্-ম্যাচ্ আর ম্যাটিনী-সার্কাস্! বায়স্কোপ্ এবং আরো কতো স্কোপ্! অবশ্যি দাদার মত দাদা যদি হয়! তাহলে ভাই হওয়ার মত আনন্দ আর নেই। তা না হয়ে যদি কেবল ভাইকে ধরে মারে আর দিনরাত ফরমাস্ খাটায় তেমন দাদা—দাদা নামের কলঙ্ক;

তাকে দাদা না বলে' ওরই সহজপ্রাপ্য সুলভ এবং সর্ব্বপ্রকারে যুতসই মিল্ দিয়েই সম্ভাষণ করা উচিত।

হ্যাঁ, দাদা বল্‌তে হয় তো অমলের দাদাকে। অমন দাদা পাওয়া আর সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোটর সাইকেল উপহার পাওয়া প্রায়
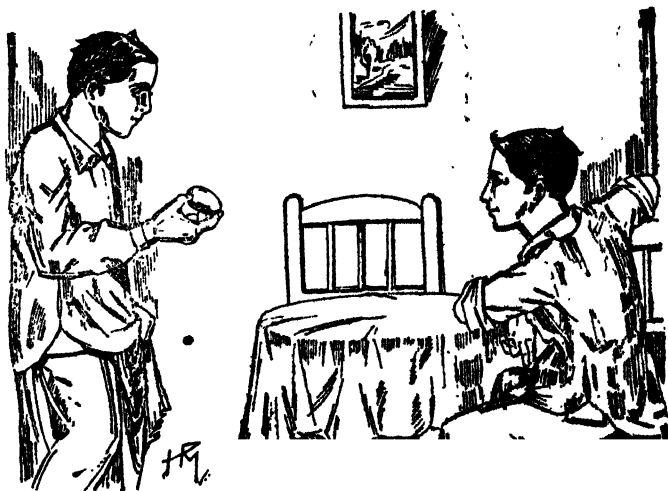
ডিম হস্তে অমলের প্রাদুর্ভাব হয়

একরকমের সৌভাগ্য! বেচারা অমলের মা বাবা নেই, এমন কি একটা দিদিও নেই; কিন্তু এক দাদাতেই ওর সব দুঃখ ঘুচিয়েছে।

অমলের দাদা অমলকে যত সব যাবার মত জায়গায় আর খাবার মত জায়গায় সঙ্গে করে' নিয়ে যায়। কত কি উপহার দেয় ওর জন্মদিনে—গল্পের বই আর ছবির বই তো স্তূপাকার হয়ে উঠেচে। রিষ্ট্ ওয়াচ, ক্যামেরা, সাইকেল, ফাউণ্টেন্ পেন্—কী ওর নেই?

কত রঙের কত রকমের কত ডিজাইনের জামা কাপড় জুতো! অমল যা চায় তাই পায় দাদার কাছে।

এই রকম একটা দাদা থাক্‌তো বুবুর! তাহলে কি মজাই না হোতো!

বুবুর আত্মগত দাদৃভক্তির আতিশয্যে অকস্মাৎ বাধা পড়ে, ডিম হস্তে অমলের প্রাচুর্ভাব হয়।

"দাদা আরো দিলে, রুটি আর মাখন—"

"তুই চাইলি বুঝি? কেন আমার জন্যে এত—" ভদ্রতা-সুলভ সঙ্কোচ-প্রকাশের প্রয়োজন যেন বুবু অনুভব করে।

"দাদার কাছে কিছু চাইতে হয় না আমাকে। চাইবার আগেই দাদা কেমন করে টের পেয়ে যায়। কথাশিল্পী কি না!"—দাদাকে সার্টিফিকেট্ দিতে পেরে আত্মগর্ব্বে অমলের বুক ফুলে ওঠে।

মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা বুবু কাটিয়ে ওঠে—"এনেছিস্ বেশ করেছিস্। দে আমায়, কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে রাখি ততক্ষণ। জোর্ ব্রেক্‌ফাষ্ট হবে।"

"যা বলেছিস্। দাদাকে গিয়ে বল্লুম, দাদা, আরেকবার ব্রেকফাষ্ট করব, দু চারটে ডিম নিচ্ছি। দাদা বল্লে, শুধু ডিমে কি হবে, ডিম্ হবে! ফার্পো-ব্রেড্ আর পল্‌সনের মাখনের টিন্‌টাও নিয়ে যা একবারে। আবার তো ছুটে আস্‌বি। দাদা এখন গল্প লিখছে কি না, গল্প লেখার সময়ে ছুটোছুটি পছন্দ করে না।"

"ছুটোছুটি করে' কি গল্প লেখা যায় কখনো? গল্প তো বসে বসেই লিখতে হয়।" বুবু অমলকে সমর্থন করে।

"আহা, দাদা তো বসেই লেখে। আমায়ো ছুটোছুটি করা তখন নিষেধ।"

"দিদির কবিতা কিন্তু ভাই ছুটোছুটি না করলে বেরোয় না।"

অমল অবাক হয়—"কি রকম? ছুটোছুটি করে' কবিতা?"

"সে মারামারি ব্যাপার! কবিতাও কিছুতে আসবে না দিদির মাথায়, দিদিও ছাড়বে না সহজে। ভাবগুলো আকাশে ওড়ে কি না, অনেকটা পাখীর মত, অদৃশ্য পাখী—" গুরুতর কাব্যকথা গম্ভীরতর মুখে অমলকে বোঝাবার প্রয়াস পায় বুবু, "ধরতে গেলেই তারা উড়ে পালায়, তেড়ে গিয়ে ধরতে হয়। সারা ছাতময় দিদি তাই পায়চারি করে' বেড়ায়। যেমনি একটা লাইন্ ধরা পড়ে, অমনি তাকে খাতায় এনে টুকে ফ্যালে, তারপর ফের আবার পায়চারি!"

অমল কম বিস্মিত হয় না—"বলিস্ কি?"

"ঐ রকম। বাবা হাসেন আর—আর বলেন, বিনির কবিতার ঠ্যালায় আমাদের বাড়ী আল্‌গা হয়ে গেল!"

"আমার দাদা পা নাড়ে না পর্য্যন্ত—গল্প লেখার সময়ে।"

অমলের দাদার অমানুষিক শক্তির পরিচয়ে বুবু স্তম্ভিত হয়—"আমার দিদি যেমন পা নাড়ে, তেমনি হাত নাড়ে, তেমনি আবার মাথা নাড়ে।"

"কই, ক্যারম খেলার সময়ে কিছু বোঝা যায় না তো!"

"সব সময়ে কি হয়? বাবা বলেন, কবিতায়-পাওয়া একরকম হিষ্টিরিয়া—যখন ধরে তখন ধরে। অন্য সব সময়ে ভালোমানুষের মত!"

"ধর্, যে-সময়ে ব্যায়রামটা চেপে ধরে, তখন যদি পাখী ধরতে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়ে যায়?"

"আশ্চর্য্য নয়! কোন্‌দিন যাবে হয়ত!"

"আচ্ছা এক কাজ করবি। তোর দিদিকে পায়ে দড়ি বেঁধে পায়চারি করতে বলিস্, আর দড়িটা ছাদের রেলিংএ শক্ত গেরো দিয়ে রাখিস্"—গম্ভীর বিজ্ঞতার সঙ্গে অমল উপদেশ দেয়, "হ্যাঁ, তাহলে আর ভয়ের কারণ থাকবে না, ভাব ধরতে' গিয়ে চাই কি ছাদ থেকে করুক্, কি, হাইজাম্প্-লংজাম্প যাখুসি দিক। এমন কি দমকা হাওয়া তোর দিদিকে যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তার যো-টিও থাক্‌ল না।"

"হুঁ, তাহলে হয় বটে।" বুবু ঘাড় নাড়ে, "ছাতে পাওয়া না গেলেও, বাড়ীর আশে-পাশে কোথাও না কোথাও দিদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবেই। তখন কূয়ো থেকে জল তোলার মত টেনে তোলো, ব্যস্!"

অমল অকস্মাৎ প্রশ্ন করে—"আচ্ছা যারা কবিতা লেখে, তারাই তো কবি? যেমন রবীন্দ্রনাথ?"

"হুঁ, কেন?"

"তোর দিদিও তাহলে একটা কবি? মেয়েরাও কবি হতে পারে তো? তোর দিদিও একটা কবি তাহলে?"

"দিদি তো তাই বলে আমাকে।"

"আমার দাদাও বলে।" কথাটা বলে' অমল একটু অপ্রতিভ হয়, শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা করে, "দাদা বলে না ঠিক, তবে কখনো কখনো ভুলে বলে' ফেলে। তাহলে এক কাজ করিস্।"

"কি ?"

"তোর দিদি যখন ঝুল্‌তে থাক্‌বে সেই সময়ে চট্ করে' আমায় একটা খবর দিবি।"

"কেন বল্‌ত ?"

যদি পাখী ধরতে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়ে যায়

"আমি গিয়ে টেনে তুল্‌ব।"

বুবু বিস্ময়ে হতবাক্ হয়—"কি হবে তাহলে ?"

অমল রহস্যটা পরিষ্কার করে—"কোনো কবিকে এপর্য্যন্ত কেউ টেনে তুলেছে বলে শোনা যায় নি। বাংলা দেশে ত নয়-ই, বোধহয় পৃথিবীতেও না। আমার রেকর্ড থাকবে।"

এতক্ষণে বুবুর বোধগম্য হয়। রেকর্ডটা সেও রাখ্‌তে পারে, কারণ খবরটা প্রথম তারই পাবার কথা—কিন্তু বন্ধুর জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে সে প্রস্তুত হয়। "আচ্ছা দেব তোকে খবর। নিশ্চয় দেব।"

"হাঁ, দিস্। কবি মানুষকে টেনে তোলা খুব মজার হবে নিশ্চয়। আর তা ছাড়া—" কথাটা প্রকাশ করবে কি না অমল ইতস্ততঃ করে।

বুবু উদ্‌গ্রীব হয়—"কি, বল্ না।"

"দাদা প্রায়ই বীণাদির ফটো চায়। একটা ক্যামেরাই আমায় কিনে দিলে ঐজন্যে। কিন্তু বীণাদির ফটো তোলার কথা আমার মনেই থাকে না। রোজ ভাবি, যখন তোদের বাড়ী যাব, ক্যামেরা নিয়ে যাব, আর রোজই ভুলে যাই। খেল্‌তে বেরুলে আর কিছুই আমার মনে পড়ে না।"

"কেন, আমার তো তুই অনেক ফটো তুলেচিস্!"

"কুড়িখানা। তা তোর কুড়িখানা ফটোই আমি দাদাকে দিতে চেয়েছিলাম বীণাদির ফটোর বদলে। দাদা কিন্তু নিতে রাজি হয় না, বলে তোর বন্ধুর ফটো, তুইই রেখেদে।"

"আমার সেই হাফ্‌প্যাণ্ট্-পরা এয়ার্‌গান্-হাতে বুক-ফোলানো ফটোটা দেখিয়েছিলি?"

"হাঁ. সেখানাও।"

"নিলে না? আশ্চর্য্য! ওর চেয়ে ভালো ফটো আবার হয় নাকি? দিদির ফটো আর এমন কি অদ্ভুত হবে?"

"তাই তো আমি ভেবে পাই না। দাদার তো আমি তেষট্টিখানা ফটো তুলেছি—"

"দেখেছি, অনেক ডিফারেন্ট্ পোজে, খাচ্ছে, গল্প লিখ্ছে, মাথা চুলকোচ্ছে, দাঁত খুঁট্ছে, কলম কামড়াচ্ছে, আপন মনে নিজের কান মল্ছে, নিজেই নিজের কান মলে দিচ্ছে, আবার নাকে নস্তি দিয়ে হ্যাঁচ্চোঃ হ্যাঁচ্—"

গল্প লিখ্ছে, মাথা চুলকোচ্ছে, দাঁত খুঁট্ছে, কলম কামড়াচ্ছে

বুবুর তালিকাটা অমল সংক্ষিপ্ত করে' আনে—"হ্যাঁ, কত রকম। তবু দাদা খুসি নয়। তাই তোকে বল্ছি কথাটা মনে রাখ্তে।"

"আচ্ছা রাখ্ব।"

"আমি ভারী ভুলে যাই কিনা! যখন তোর দিদি-খোলার

খবরটা নিয়ে আস্‌বি এখানে, তখন—তখনই ক্যামেরার কথাটাও মনে করিয়ে দিবি আমাকে। বুঝ্‌লি ?"

"বেশ।"

"টেনে তোল্বার আগে তোর দিদির একটা ফটো তুলে নোব।"

"তোর দাদাকে দেবার জন্যে ?"

"হুঁ। পোজ্‌টা নেহাৎ মন্দ হবে না, কি বলিস্‌ ?"

"চমৎকার হবে। ফটোর তলায় লিখে দিস্‌ 'কবিতার খাতা হস্তে দোদুল্যমান'—উঁহু, দুল্‌বে না তো—লিখবি, 'কবিতার খাতা হস্তে ঝোঝুল্যমান বীণাদি'।" বুবু খুব উৎসাহ প্রকাশ করে। "সে বেশ হবে।" কল্পনা-নেত্রে সেই দারুণ মজার দৃশ্যটা যেন সে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়।

বন্ধুর আশ্বাসে এতক্ষণে অমল কিছু পরিমাণে নিশ্চিন্ত হতে পারে। আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ছায়, বলে,—"দাদা ভারি খুসী হবে, ফটোটা পেলে।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### গোরু সম্বন্ধে নতুন আবিষ্কার

উচ্ছ্বসিত জলের কেট্‌লীটা টেবিলের উপর রেখে অমল বলে, "ছুটো ডিম হাফ্‌বয়েল করা যাক্। আর ছুটো ডিমের পোচ করি, কেমন ?

বুবু আন্তরিক সহানুভূতি জানায় এ প্রস্তাবে।

গরম জল-ভর্ত্তি কাপের মধ্যে ছুটো ডিম সন্তর্পণে রেখে, হীটারের উপর মাখনাক্ত প্যান্ চাপায় অমল। "খুব সামান্য মাখন দেব কিন্তু, দেখবি কেমন ফাস্‌কেলাস পোচ্ হয়।"

"খেয়ে আনন্দ হলেই বুঝ্‌তে হবে যে পোচ্ ফাস্‌কেলাস হয়েচে।" বুবু যোগ ছায়।

অমল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, বুবুর জবাবটা যেন জানা জানা, কথাটাকে তারই উত্তরাধিকৃত সম্পত্তি বলে' যেন সন্দেহ হয়। "উঃ, জবাবটা তোর নিজের নয়, কোথায় পেলি একথা ? আমার দাদার কথা থেকে চুরি করেছিস্।"

বুবুর রাগ হয়, দাদার সব-কিছুর মত দাদার কথাও যেন অমলের আমলের মধ্যে—ওরই নিজের বৈষয়িক ব্যাপার—তাতে আর কেউ হাত

দিতে পারে না। অথচ এ-জবাবটা তারই নিজস্ব মাথা খাটিয়ে প্রায় বের করা। সে বলে, "কেন, তোর দাদা ছাড়া কি আর কেউ কথা বলেনা ?"

"বল্‌বেনা কেন ? কিন্তু কথা বল্‌তে তারা জানেনা, বাক্যব্যয় করে মাত্র।" বুবুর উষ্মা দেখে অমল হাসে। "অকারণে অনর্থক বাক্য ব্যয় করে কেবল। আরো চারটা ডিম আন্‌লে হোতো—দুটো সেদ্ধ, আর দুটোর অম্‌লেট—বেশ হোতো কিন্তু, কি বলিস্ ?"

"ঘোড়ার ডিম হোতো।" বেশ জোরের সঙ্গে জবাব দ্যায় বুবু। "এটাও কি তোর দাদার কথা ? বলে দে না হয় ! বলে' দিলেই হোলো। তোর দাদার বের করা ঘোড়ার ডিম, বলে ফ্যাল্।"

"আহা রাগ করিস্ কেন ? দাদার কতকগুলো বাছা বাছা কথা তোকে ইউজ্ করতে দেব—তুই এসে-তে লাগাস্, খুব নম্বর পাবি।" অমল বন্ধুর সঙ্গে রফা করতে চায়।

বুবু গোঁজ হয়ে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

রাগ ভাঙাবার যে-কৌশলটা ভালো জানা আছে, তাই প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করে অমল। "দ্যাখ্‌ত কি রকম হয়েচে পোচ্‌টা ?" প্যান্ থেকে কাঁটায় করে' আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে একটা পোচ্ তুলে নেয়, বুবুকে হাঁ করতে বলে। অমল জানে, এর চেয়ে সদ্যফলপ্রদ অব্যর্থ উপায় আর নেই। দাদা এই করেই অমলের রাগ ভাঙিয়ে থাকে। রাগান্বিত ব্যক্তিকে হাঁ করতে বলো আর অমনি চকোলেট্, কি টফি, সন্দেশ বা যে কোনও সুখাদ্য টক করে' মুখের মধ্যে ফেলে দাও—এক মুহূর্ত্তে সব একেবারে জল। অবশ্য সেই রাগান্বিত ব্যক্তির

হাঁ-এর মধ্যে ফেল্‌তে হবে, নিজের মুখে দিলে চল্‌বে না,—এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা খাদ্য-দ্রব্যের কেমন এক দুঃস্বভাব আছে, প্রায়ই দিক্‌-ভুল করে' বসে।

দাদা বলে, মনের মধ্যে রাগ হলে মুখের মধ্যে একরকম গ্যাস্‌ জমে। হাঁ করলে তা অবশ্য দেখা যায় না, যেহেতু গ্যাস্‌ মাত্রই হচ্ছে অদৃশ্য। সেই সময়ে কোনো মিষ্টি জিনিস মুখে পড়লে গ্যাসোদ্গম স্থগিত রাখে—তার মানেই রাগ পড়ে যাওয়া।

পোচ্‌টা মুখের মধ্যে নিয়ে বুবুর সংক্ষিপ্ত আর্ত্তনাদ শোনা যায়, সেই মুহূর্ত্তেই সেটাকে সে গিলে ফেলে, ধারাবাহিক চর্ব্বনের দ্বারা তার রসাস্বাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চেষ্টা করে না।

"নাঃ, ফাস্‌কেলাস্‌ নয়, খেয়ে মোটেই আনন্দ হোলো না। উঃ, কি গরম, বাপ্‌, মুখটা পুড়েছে!"

"তোর মুখ কোনো কাজের নয়। এর চেয়ে গরম চা খাই আমরা।"

"চা খাওয়া যায়, চা হচ্চে গিল্‌তব্য জিনিস্‌, পোচ্‌ তা নয়।"

অমল আর কথা বাড়ায় না, কেননা বুবুর মুখের মধ্যে আবার গ্যাসের সঞ্চার হতে পারে, সেক্ষেত্রে আর একটি মাত্র পোচ্‌ অমলের সম্বল, সেটা তার নিজের শেয়ারের, কাজেই অমলকে সাবধান হতে হয়।

দুটো কাঁচের গেলাসে গরম জল ঢালে অমল, তাতে হর্‌লিক্সের দুধ আর চিনি মিলিয়ে দু চামচ করে ওভাল্‌টীন্‌ মেশায়। একটা গেলাস এগিয়ে দেয় বুবুর দিকে—"অনেকটা কোকোর মতো খেতে, খেলে খুব লিখতে পারা যায়, তাই দাদার ভারী পছন্দ।"

এক চুমুক খেয়ে বুবু বলে, "তোর দাদার খুব ভালো পছন্দ।"

দাদার প্রশংসায় খুসি হয়ে সে এক পিস্ রুটি বেশি দিয়ে ফ্যালে বুবুকে। "দাদা কি বলে জানিস্ বুবু? যতই ব্রেক্‌ফাষ্ট্ করোনা কেন ফাষ্টকে কোনোদিন ব্রেক্ করতে পারবে না। উপবাসকে কখনো ভাঙা যায় না; যতই ভাঙ্‌বে ততই ওর জোর বাড়্‌বে। আরো অনেক কথা বলে দাদা, সে-সব সহজে মুখে আসে না, মনে করে' করে' বল্‌তে হয়।"

ড্রয়ার থেকে অমল একটা নোট্‌বই বার করে। "দাদার সব ভালো ভালো কথা আমার টোকা থাকে, যখন সময় পাই একবার করে' পড়ি। এক একদিন যা মজা হয়—"

মজার কথায় বুবু সোজা হয়ে বসে—"কি রকম?"

"দাদা তো জানে না যে আমি দাদার কথাশিল্পগুলো টুকে রাখি আর মুখস্থ করি। এক একদিন দাদার কথাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে' এমন অবাক করে দিই দাদাকে!"

"দাদা কি বলে শুনে?" সেদ্ধ ডিমে কামড় দিতে দিতে বুবুর প্রশ্ন হয়।

"কি রকম যেন বিষণ্ণ হয়ে যায়, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। ঘাড় নাড়ে আর বলে, দুর্লক্ষণ আছে দেখছি, তোর মধ্যেও আছে। তুইও না কথাশিল্পী হয়ে পড়িস্, আমার ভয় হয়।"

"ভয় কিসের?"

"আমিও তো সেই কথাই বলি, 'ভয় কিসের?' দাদা বলে ভয়ঙ্কর রকমের ভয়। থাইসিস্ হওয়া আর কথাশিল্পী হওয়া

...ন মারাত্মক। আমি বল্লি, বাঃ, তুমি হয়েচ যে। দাদা জবাব ছায়, আমি কি আর সাধ করে' হয়েছি। থাইসিস্ হলে আর উপায় কি, কিন্তু ভাই-বন্ধুর হলে সহ্য করা যায় না।"

"কুকুরে কামড়ালে যেমন ফুঁড়ে ছায়, য়্যান্টি টিটানাস্ না কি, তেম্‌নি কথাশিল্পে কামড়ালে কোনো ইন্‌জেক্‌শন্ নেই?" বুবু

আমি কথাশিল্পী হতে চাই দাদার মতো

কৌতূহল প্রকাশ করে। "য়্যান্টি-কথাশিল্পীক্ কিছু? কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস্ করব না হয়।"

"দাদা জিজ্ঞেস্ করেছিল। ডাক্তার বলেছে, ছেলেবেলার খারাপ স্বাস্থ্য থেকে সাহিত্যিক জন্মায়। তাই আমার জন্যে কড্‌লিভার,

কালজানা আর কোয়েকার ওট্স্ আনা হয়েছে। আমি দেরাজে রেখে দিয়েছি, ওই পর্য্যন্ত,—ভুলেও ছুঁইনা ভয়ে। ওসব খেলে নাকি আমার হাড় শক্ত হবে, গায়ে রক্ত হবে, আর মাথা পোক্ত হবে।"

রুটি ছিঁড়্তে ছিঁড়্তে বুবু বলে, "কেন তোর হেল্থ্ বেশ ভালোই তো!"

"আরো ভালো হবে।" পোচ্টাকে সমাদরে রুটির টুক্রোর উপর ছড়িয়ে দিয়ে উভয়কে একসঙ্গে মুখের মধ্যে অভ্যর্থনা করে অমল। "দাদার ইচ্ছা আমি নামজাদা ডাক্তার কি খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার কিম্বা কল্‌কাতার মেয়র-টেয়র, এম্‌নি একটা কিছু হই। আমি কিন্তু কি হতে চাই জানিস্?"

মাখন-রুটিতে বুবুর মুখ জোড়া, প্রশ্নের অবকাশ পায় না, ইঙ্গিতের দ্বারা ঔৎসুক্যের ভাব প্রকাশ করে।

"আমি কথাশিল্পী হতে চাই দাদার মতো। আমার দাদা যা হবে আমি তাই হবো।"

বুবু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে, "কিন্তু দিদি যা যা হবে তা হবার উপায় নেই আমার। পদ্য-টদ্য আমার আসেই না। অনেক চেষ্টা করেছি, কথাগুলো কিছুতেই মিল্‌তে চায় না!"

"এমন আর শক্ত কি!" অমল বলে, "দিল্লীর সঙ্গে বিল্লী মিলিয়ে দে-

"উঁহু, দিল্লীর সঙ্গে লাড্ডু হবে যে!" বুবু বাধা দ্যায়।

"মিল্‌ল কই তাহলে? দিল্লীর সঙ্গে বিল্লী—মানে না হোক্, মিল্ হলেই হোলো। আর মানেই বা না হবে কেন? এই বেড়াল

বেহারে গেলেই বিল্লী হয়ে যায়। বিল্লী মানে হচ্ছে খোট্টা বেড়াল। তারপর—তালশাঁসের সঙ্গে কালোহাঁস।"

বুবুও উৎসাহিত হয়, "তালকাণার সঙ্গে নাক-কাণা!"

"নাক আবার কারুও কাণা হয় নাকি? তালকাণার সঙ্গে মিল হোলো কালজানা। ডাক্তার তালকাণা, খেতে দিল কালজানা। ছাখ্ কেমন পদ্য হয়ে গেল! এই রকম দশ বারো কি কুড়ি লাইন পর পর লিখ্তে পার্লেই যে কোনো কাগজে ছাপ্তে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।"

বুবু আশঙ্কা প্রকাশ করে, "তুই কথাশিল্পী তো হবিই—আবার কবি না হয়ে যাস্! দিদির সঙ্গে তোর ভয়ানক মিলে যাচ্ছে।"

"কবি হতে আমি চাই না। কবি আবার মানুষে হয়? তা ছাড়া কবি হতে গেলে যেরকম ছাতময় ছুটোছুটি কর্তে হয় তুই বল্লি, সে বাপু, আমার পোষাবে না। আমি দাদার মত গল্প লিখ্ব বসে বসে।"

"কবিদের কিন্তু নাম বেশি। আমাদের সাহিত্যপাঠে কতগুলো পদ্য বল্তো? কিন্তু গল্প একটাও নেই।"

বুবুর কথাটা অমল বিবেচনা করে' ছাখে। "আচ্ছা দাদাকে বলে' দেখ্ব। দাদা যদি কবি হতে রাজি হয় তাহলে নাহয়—" নোট্বইটার একটা পাতায় অমল নিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "দাদার কথাটা শোন্ এখন। ব্রেক্ফাস্ট্ করার সম্বন্ধে। খুব দামী দামী কথা।"

বুবু উৎকর্ণ হয়। উদ্যত ওভালটীনের গ্লাস নামিয়ে রাখে।

"হ্যাঁ, তোকে বল্‌ছিলাম না?" নোট্‌বুক্ থেকে পড়্‌তে থাকে অমল, "উপবাসকে কখনো ভাঙা যায় না, যত ভাঙ্‌বে, ততই ওর জোর বাড়্‌বে। ততই ওকে আবার ভাঙ্‌তে হবে এবং ততই ও হবে আরো জোরালো। বল্‌তে গেলে, ভাঙা ভাঙা উপবাসের টুক্‌রোগুলোকে জোড়া দেওয়ার নামই আমাদের জীবন! ঐ কাজের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। যেদিন উপবাস আর আমাদের ভাঙ্‌তে হয় না, সেদিন আমরা নিজেরাই ভাঙা পড়ি, পৃথিবীর বাস—উপনিবাস—আমাদের তুল্‌তে হয় সেদিন।"

বুবু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাস্‌টা মুখে তোলে।

অমল তাকায় ওর দিকে—"মানে বুঝ্‌লি কিছু?"

"একদম্ না।"

"আমিও কিছু বুঝিনি।" অমল স্বীকার করে', "কিন্তু কথাগুলো খুব ভালো। কোথায় লাগানো যায় বল্‌ত?"

"হেড্‌পণ্ডিতের টিকিতে।"

"টিকিতে!" অনাকাঙ্খিত উত্তরে অমল হাঁ হয়ে যায়!

"টিকিতেই তো লাগাতে হবে। তাহলেই চোখে পড়্‌বে পণ্ডিতের। মাসের মধ্যে পনের দিন উপোষ করে' মরে, একটা তিথি-পর্ব্বের ছুতো পেলেই হোলো। শিক্ষা হবে বেচারার!"

বুবুর প্রস্তাবটা প্রণিধান করে অমল, "দূর, আমি বল্‌চি, কোনো রচনায়-টচনায় লাগানো যায় কিনা!"

"টিকিও তো একটা রচনা! হেড্‌পণ্ডিতের টিকি হেড্‌পণ্ডিতের নিজের রচনা।"

বুবুর কথা অমলের মনঃপূত হয় না। "উহু, সে হয় না।"

হবার দিকে যে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে, বুবু সেকথা মেনে নেয়। হেড্‌পণ্ডিত যে জ্ঞান থাকতে নিজের রচনায় অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন, একথা কখনই ভাবতে পারা যায় না। তবে নাকে নস্যি দিয়ে চেয়ারে কাৎ হবার পর তাঁর ঘুমের সুযোগ নিয়ে রচনায় রচনায় যোগাযোগ সম্ভবপর হলেও হতে পারে। কিন্তু অতখানি সৎসাহসের পরিচয় দিতে অমল প্রস্তুত নয়—দাদার বাণী প্রচারের জন্যও না।

"এসে-কম্পিটিশনের একজন বিচারক আবার হেড্‌পণ্ডিত।" এই মারাত্মক সত্যে বুবুর মনোযোগ সে আকর্ষণ করে।

"তাহলে টিকিতে কথাশিল্প লাগিয়েচ কি, তোমার মেডেলের দফারফা!"

অমল সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে, "উহুঁ, ওকে বেগ্‌ড়ানো ঠিক্ হবে না।"

"আরো মুস্কিল এই যে তোর এসের সাব্‌জেক্ট যে নতুন, এম্‌নিতেই হেড্‌পণ্ডিত একথা মান্‌তে চাইবে না, তার ওপরে আবার যদি টিকিতেও গোলমাল বাধে—ওর নিজের রচনাও গুলিয়ে যায়—"

"পাগল? সাব্‌জেক্ট সম্বন্ধে আমি একদম্ নিশ্চিন্ত—"

"বিচারকদের মান্‌তেই হবে যে গরু একটা নতুন বিষয়?"

"আল্‌বৎ।" অমল যা কিছু জোর সমস্ত তার কণ্ঠে প্রয়োগ করে, "গরু চিরপুরাতন আবার চিরনূতন! গরু চিরন্তন—"

—দাদার কথাটা এই অজুহাতে চালানোর সুযোগ পেয়ে আন্তরিক আহ্লাদিত হয় অমল। বুবু বিস্ময়ে বদন-ব্যাদান করে' থাকে।

"গরুর তুই কি জানিস্?" অমল বলেছিল, সহসা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে; হাত-পা নেড়ে আওড়াতে সুরু করে দ্যায়,—

"গরু অনাদি,—গরু অব্যয়,
গরু বিশ্বের চিরবিস্ময়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর সে যে পুরুষোত্তম সত্য,
গরু তাথিয়া তাথিয়া নাচিয়া নাচিয়া ফিরিছে স্বর্গমর্ত্ত্য!"

শেষের লাইন্ আবৃত্তির সময়ে উদয়শঙ্করের অনুকরণের অভ্রভেদী চেষ্টা করে অমল। কড়িকাঠস্পর্শী লম্ফ ঝম্প লাগিয়ে দ্যায়।

ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর সুইচ্ টিপ্‌তে গিয়ে, কথা নেই বার্ত্তা নেই, শক্ খেলে লোকে যেমন ভড়্‌কে যায়, অমলের আকস্মিক উত্তেজনায় বুবুর তেমনি চমক্ লাগে। কী না জানে অমল! যৎকিংঞ্চিৎ যে গোরু তার সম্বন্ধেই বা কম কি? তার চোখের সাম্‌নে যেন অগাধ জ্ঞানের সমুদ্র ঢেউ খেলিয়ে নাচ্‌ছে, এবং সে তার তীরে বসে' দু একটা নুড়ির টুক্‌রো কুড়োতে পাচ্ছে মাত্র। অমলের অপরিসীমতার সঙ্গে নিজের অজ্ঞতার, অসামান্য সামান্যতার তুলনা করে' ওর মুখ-চোখ ম্লান হয়ে আসে। নিজেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে তার মনে হতে থাকে।

বাস্তবিক, কী অদ্ভুত এই অমল! কোনোদিন ও যেন ফুরোয় না, প্রতি মুহূর্ত্তেই ও নতুন! এতকাল তো ওকে দেখ্‌ছে, কিন্তু প্রতিদিনই যেন ওর ভেতর থেকে নতুন কিছু বেরিয়ে আসে।

এবং বেরিয়ে আসে একেবারে আচম্‌কা, কোনো নোটিশপত্র না দিয়ে—এমন কিছু যা ভাব্‌তে পারা যায় না, হঠাৎ চোখে ধাঁধাঁ লাগায়।

বুবু মনে মনে ঘাড় নাড়ে, হুঁ, ওর দাদা,—ওর দাদার জন্যই অমলের এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা এবং কাণ্ডকারখানা!

উদয়শঙ্করের অনুকরণের অমলের অভ্রভেদী চেষ্টা

সেখান থেকেই ওর প্রতিদিনকার যোগান্‌! হায়, বেচারা-বুবুর বরাতে কেবল একমাত্র দিদি, সেও আবার গল্পে কথা বল্‌তে জানেনা আর মিলিয়ে যেসব কথা বানায়, খাতার বাইরে কোথাও তারা খাপ্‌ খায় না, নিত্যকার ব্যবহারেও লাগানো যায় না

তাদের—না 'এ'সের মধ্যে, না 'এসের' বাইরে। সেসব কথাদের রোজগার করাই শক্ত, রোজগার কাজে লাগানো কত কঠিন আরো।

কিন্তু এই অমল। কখনো হাউইএর মত আকাশে উড়্ছে, কখনো ফুলঝুরির মত ভেঙে পড়্ছে, কখনো বা তুব্ড়ির মত কথা ছাড়্ছে, প্রথমে তোমার মনে হবে আবোল-তাবোল, কিন্তু সে সব কথার মানে আছে রীতিমত, পরে তা জানা যায়, কখনো আবার বোমার মত—যেমন এই এইমাত্র,—সশব্দে ফাট্ছে। অমলের এই যে হক্চকানো ঝক্মকানো,—এর জন্য ওর দাদ্ভাগ্যই দায়ী। বুবুরও যদি এমনি একটা দাদা থাক্তো, তাহলে সেও এইরকম 'নিত্যনতুন' এবং 'চিরবিস্ময়' হতে পারত, জগদীশ্বর-ঈশ্বর হওয়াও তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ছিলনা,—বুবুর মানসিক ঘাড় প্রবলভাবে নড়্তে থাকে,—হুঁ, এক কথায় যাকে বলা যায় গরু, তাই সে একজন হতে পারত।

অমলের গরুত্বের জন্য হঠাৎ আজ ওর অন্তরে যেন হিংসা হয়। সে মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে, "হ্যাঁ, ভারিতো! মাথার পরে দাদা থাক্লে গরু হওয়া কিছু শক্ত নয়। সবাই হতে পারে অমন গরু! দিদি হয়েই যে সব মাটি করেছে আমার।"

অমল তার চিন্তাধারায় বাধা দেয়, "কি রকম্ শুন্লি?"

"গরু যে এত উঁচু জিনিস জান্তাম না তো।" ক্ষুব্ধকণ্ঠে বুবু বলে।

অমলের গুরুত্ব-ঘোষণার পর থেকে গরু সম্বন্ধে তার চিরদিনের ধারণা বদ্লে যায়, এতদিনের অবজ্ঞাত-লোক থেকে গরু যেন অপূর্ব্ব মহিমায় আজ আত্মপ্রকাশ করে, গরুকে নতুন করে', ভালো করে,'

আরো আপনার করে' জানে, গরু নতুন করে' শ্রদ্ধার পাত্র হয় বুবুর। গরু এবং অমলের দাদা, দুজনেই।

"জান্‌বি কি করে'? এসব জান্‌তে হলে অনেক বই পড়তে হয়—এই রকম মোটা মোটা বই! দাদা কত পড়ে—দিন-রাত।" সহসা কেমন সংশয়ের ছায়াপাত হয় অমলের মনে, "এঁ কবিতাটাও কি তোর দিদির লেখা?"

বুবু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে, "হবে হয়ত। এখনো ত শোনায়নি আমায়।"

"তোর দিদিকে আর এমন কবিতা লিখ্‌তে হয় না। গড়্‌গড়্‌ করে' পড়া যায়, ধড়ফড় করে' বলা যায়, হাঁক্-ডাক্ করে' আওড়ানো চলে। এমন কি গাওয়া, নাচা, লাফানো যায় কবিতাটা। তোর দিদির অমন কবিতা আছে আর?"

"অনেক অনেক!" বুবুর চোখে-মুখে বিভীষিকা ব্যক্ত হয়ঃ "দৌড়তে দৌড়তে চ্যাচানো যায় দিদির কবিতা!"

"তবে এটাও তোর দিদিরই হবে।" অগত্যা অমলকে দুঃখের সঙ্গে রায় দিতে হয়। "আমার দাদা কথ্‌খনো কবিতা লেখে না। দাদা ছুটোছুটির একদম্ এগেন্‌ষ্টে।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### গো-রচনার ধাক্কা

ব্রেক্‌ফাষ্ট-পর্ব্ব সমাধা করে' অমল নিকটবর্ত্তী সোফায় গিয়ে সটান্ হয়, বুবু চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার পাশে।

অমল হাত বাড়িয়ে রেডিয়োর চাবিটা খুলে দিতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে বাঙালীর ছাদে বিলাতের অর্‌কেষ্ট্রা বাজ্‌তে থাকে। যে দুঃখের কুয়াসা বুবুর মনে জমে উঠেছিল, কন্‌সার্টের আলোয় আস্তে আস্তে সেটা মিলিয়ে যায়। বুবু আবার নিজেকে হাল্‌কা বোধ করে, তার অনুভব হয়, সে যেন চেয়ার ছেড়ে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে, সুরে সুরে হাওয়ায় হাওয়ায় দুল্‌ছে যেন।

কন্‌সার্ট থাম্‌তেই বুবু যেন আকাশ থেকে পড়ে, আবার সে চেয়ারে এসে ঠ্যাকে, কঠোর ইঁট-কাঠের জগতে ফের যেন ফিরে আসে। মনের মধ্যে ছোট বড় নানান্ সমস্যা আবার তাকে বিচলিত করতে থাকে।

"আমার একটা খট্‌কা আছে ভাই।" বুবু বলে, "বিচারকেরা সব তোর দাদার মত ওরকম বইপড়া নয়তো, গরু সম্বন্ধে অতশত কি তারা জানে? পুরোনো সাব্‌জেক্ট্ বলে' তোর লেখাটা 'পাশ' কর্‌তেই চাইবে না হয়ত।"

"গরুর 'এসে' বলেই বরং পাশ্ করবে আরো।" অমল জবাব দ্যায়, "দাদা বলে বিচারক মাত্রই হচ্ছে সমালোচক আর সমালোচক মাত্রই গরু। সমালোচক আর গরু এক ক্লাসের। সুতরাং গরুর রচনা পাশ্ না করে পারে কখনো? ফেলো-ফিলিং যাবে কোথায়?"

"হুঁ, কথায় বলে ফেলো-ফিলিং। তা বটে।" বুবু স্বীকার করতে বাধ্য হয়। "তোর আমার মধ্যে যেমন। ধর্, যদি সমালোচক সম্বন্ধেই একটা এসে লিখ্তিস্, গরুরা কি তা য়্যাপ্রুভ্ না করে' পারত?"

"তবেই বোঝ্। দাদা মিছে কথা বলে না।"

"সত্যি! আমার দিদির যেমন চলৎশক্তি তোর দাদার তেমনি—তেমনি বলৎশক্তি!" বহুদিনের পরিপুষ্ট প্রগাঢ় সম্ভ্রম এক বাক্যে বুবু ব্যক্ত করে' ফ্যালে।

রেডিয়োর ভেতর থেকে অকস্মাৎ হাঁউ-মাঁউ ধ্বনি নির্গত হতে থাকে। "বিলিতি চিড়িয়াখানা থেকে ব্রড্কাষ্ট করছে বুঝি?" বুবুর সাগ্রহ প্রশ্ন শোনা যায়।

"উঁহু, কোনো সায়েব-টাহেব গান ধরেছে হয় তো!"

"সায়েব? কি রাক্ষুসে গান রে বাবা!" চিড়িয়াখানার নয় জেনে বুবুর উৎসাহ লোপ পায়, "বন্ধ করে' দে। দূর্ দূর্! তোর এসেটা না হয় পড়্ শুনি।"

"পাশের বাড়ীর ওস্তাদী গান শুন্তিস্ যদি, তাহলে বল্তিস্। সে এক মারামারি ব্যাপার! মহরমের লাঠিখেলার মতো। কতো

কায়দা, কতো তার প্যাঁচ্!" রেডিয়োটা বন্ধ করে' দিয়ে এসের খাতাটা নিয়ে আসে অমল। ছজনে মিলে পড়্তে শুরু করে :

"গরুর একটা মাথা, মাথায় ছটো শিং, ছটো চোখ, ছটো কান, একটা গলকম্বল এবং একটা লেজ আছে।..."

বুবু বিস্মিত হয়, "লেজ্টা কি গরুর মাথায় ? জান্তাম্ না তো !"

"তা কেন ? লেজ মাথার দিকে কেন হবে ? লেজ হচ্ছে ল্যাজের দিকে।"

"কিন্তু তুই তো লিখেছিস্ গরুর মাথায় এই সমস্ত !"

"কেন, আমি তো ছ-ভাগ করে দিয়েছি। শিং থেকে গল-কম্বল পর্য্যন্ত মাথার দিকে, তার পরেই 'এবং' আছে যে। 'এবং' দেখ্লেই বুঝ্বি যে আর একটা সেন্টেন্স্। একেবারে আলাদা বাক্য।"

"ওঃ!" বুবু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রচনায় মনোযোগ ছায়।

"কিন্তু ছঃখের বিষয়, গরুদের কোনো নাক নেই, আমাদের মত।..."

বুবু এবার তার বিস্মিত দৃষ্টি খাতা থেকে তুলে নিয়ে অমলের নাকে স্থাপিত করে, "কি রকম ? এমন সব জলজ্যান্ত নাক, আর বল্ছিস্ তোদের নাক নেই ?"

অমলও কম অবাক্ হয় না—"নাক থাক্বে না কেন ? বলিস্ কি তুই ?" নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজের নাকে সে হাত ছায়।

অমলের নাসিকা-প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিলনা, কেননা তার নাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুবুর সন্দেহ ততটা গাঢ় নয় যাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের

আবশ্যক করে। সে মাথা নাড়ে—"আহা আমি কি তাই বলছি? তুই নিজেইতো বলেছিস্ সেকথা?"

বন্ধুর সম্বন্ধে মনের হতাশা চেপে রাখা এবার শক্ত হয় অমলের পক্ষে। "না, তুই কিচ্ছু ভাষা বুঝিস্ না। ঐ সেন্‌টেন্‌স্‌টার
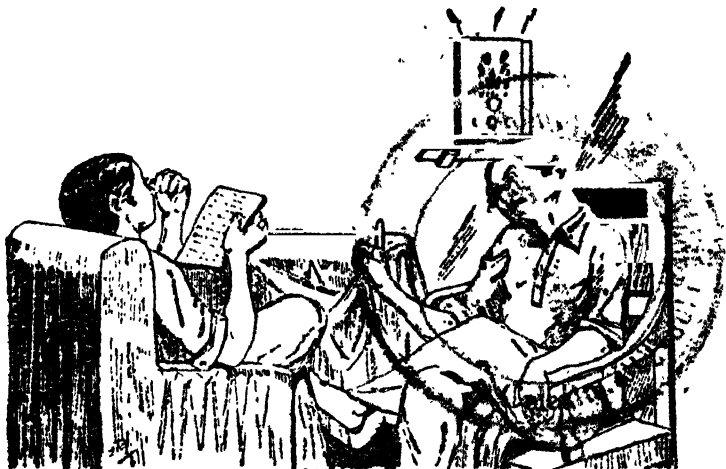
গরুদের কোনো নাক নেই আমাদের মত

মানে হোলো আমাদের নাকের মত নাক গরুদের নেই। কথাটা আমি ঘুরিয়ে বলেছি, সোজা কথা ঘুরিয়ে বলার নামই হচ্ছে ষ্টাইল্। এসব কি আর ইস্কুলে শেখায়? দাদার কাছে শিখতে হয় এসব।"

বুবু শুধু বলে—"তা বটে!" মনের আক্ষেপ সে মনেই চেপে রাখে। দাদাহীনতার দুঃখ দাদাবান্‌দের কাছে বলে' কি লাভ?

"কেন, পষ্ট করে' দিয়েছি তো — পরের সেন্‌টেন্‌সেই।" অমল অনুযোগ করে।

বুবু পড়ে' চলে—"কিন্তু দুঃখের বিষয়, গরুদের কোনো নাক নেই আমাদের মত। অনেকটা চীনাম্যান্‌দের যেমন। নাকের জায়গায় দুটো কেবল ফুটো দেখতে পাওয়া যায়।"

অমল এখানে বাধা দ্যায়—"দাদা বল্‌ছিল চীনাম্যান্‌দের নামটা বাদ দিতে।"

"আর্সোলা খায় বলে ?"

"গরুর সঙ্গে তুলনা কর্‌লে ওরা চট্‌তে পারে। ওরা হোলোগে স্বাধীন জাত, আর গরুরা পরাধীন জাতির মধ্যে গণ্য।"

"আমি অনেক চীনেম্যান্ দেখেছি কিন্তু চটা চীনেম্যান্ কখনো দেখিনি।"

"চীনেম্যান্ খেপ্‌লে কি হয় কে জানে।"

"ওটা বাদই দে তাহলে।"

রচনা-পাঠ সুরু হয়: গরুর পাগুলো ভারি সরু সরু—হাতীর পায়ের মত নয়। সেজন্য গরুরা কোনো অসুবিধা ভোগ করে কিনা জানা যায় নি। ভগবান বোধহয় ওদের দেহে কবিতা মিলাবার জন্যই ঐরকমটা করেছেন। গরু আর সরু। যাই হোক্ এই পাগুলো গরুর ভ্রমণের সময়ে খুব সাহায্য করে। এবং গরুর ল্যাজ্‌টা, যেটা তার মাথার অপর প্রান্তে, একেবারে দক্ষিণ মেরুতে, সেটা আমাদের চোখে নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হলেও, মশা-মাছি তাড়াবার পক্ষে গরুর বিশেষ কাজে লাগে।...

দাঁড়িতে পৌঁছে বুবু হাঁপ ছাড়ে—"বাবা কতবড় একটা সেন্‌টেন্‌স্! কি করে' লিখেছিস্ ?"

"হুঁ! ওরই নামতো ষ্টাইল্!" অমল আত্মপ্রসাদ জাহির করে।

"গরুরা পরের উপকার কর্‌তে ভারি মজ্‌বুত। গরুমাত্রেই পরোপকারী। এমন কি গরু যখন নাম বদ্‌লে ফেলে বলদ্ হয় তখনো তার এই স্বভাব বদ্‌লায় না। গরুর অপর নাম হোলো বলদ্—" বুবু এখানে থামে—"এ লাইন্‌টা কেটে দিয়েছিস্ যে?"

"দাদা দিয়েছে!" অমল দুঃখ জ্ঞাপন করে। "কেটে, এমন একটা শক্ত কথা বসিয়েছে—পেল্লায় এক শব্দ, আমি তার মানেই জানিনা। এগ্‌জামিনার্‌রা জান্‌লে হয় এখন!"

বুবু পড়্‌তে থাকে—"ষাঁড়ের অপভ্রংশ বলদ্। ওরা আমাদের জমি চষে' ছায়। কিন্তু কি রকম নিঃস্বার্থপর ভেবে ছাখো। জমি চাষ করে বটে কিন্তু জমির মালিক তারা নয়। তাথেকে যে সব ধান ও চাল জন্মায় তারও কোনো দাবী তারা রাখে না। এমনকি সে-সব তাদের খাদ্যই নয়। তারা কেবল খড় খেয়ে থাকে। কিম্বা, ধান খেলেও নিজের জমি ছেড়ে পরের জমিতে গিয়ে ধান খায়। মারও খায়। এইজন্যই মহাদেব আরো বিস্তর জানোয়ার থাক্‌তে, বলদ্‌কেই নিজের যোগ্য বাহন বলে' বেছে নিয়েছেন। প্রায় সময়েই তাঁকে বলদের উপর চেপে থাক্‌তে দেখা যায়। মহাদেবের যে কোনো ফটোই তুমি ছাখোনা কেন, দেখতে পাবে, বলদ্ এবং মহাদেব দুজনেই সশরীরে একাধারে বিরাজ করছেন।…" দম নিতে বুবু থামে, কিন্তু সপ্রশংস উচ্ছ্বাস দমিয়ে রাখ্‌তে পারে না—"অমল, এ-জায়গাটা তোর ভারি ভালো হয়েছে। সত্যি!"

বুবুর গুণ-গ্রাহিতায় অমল মুগ্ধ হয়—"আরো কতো ভালো পাবি। পড়ে ভাখ্ না।"

"মেডেল্‌টা মারবি মনে হচ্ছে।"

"আমারো তাই সন্দেহ।" অমল মাথা নাড়্‌তে থাকে।

"...গরু আমাদের অতি পরিচিত ব্যক্তি। অতি শিশুকাল থেকে আমরা গরু দেখে আস্‌ছি। গরুকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এক যাদের শিং আছে আর এক যাদের শিং নেই। যাদের শিং নেই তাদের ছেলেবেলা থেকেই নেই, অনেকের আবার বাছুর অবস্থায় শিং থাকে না কিন্তু গরু অবস্থায় শিং গজায়। মানুষের মধ্যে যাদের চোখ নেই, কান নেই, তারা যেমন দুঃখিত, শিং-হীন গরুরাও যে তেমনি দুঃখ-কাতর একথা আমি জোর করে' বল্‌তে পারি। তারা গরু বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না, নিজেদের সমাজে শিং নাড়তে পারে না, লজ্জায় মাথা নীচু করে' থাকে। গুঁতো খেয়ে বেড়ায় কিন্তু কারুকে গুঁতোতে পারে না। শুনেছি গরুর নাকি একপাটি দাঁত। এসম্বন্ধে আমার নিজের কোনো মতামত নেই। কেন না আমি কখনও কোনো গরুকে হাঁ করতে কি হাই তুল্‌তে দেখিনি। বোধহয় মানুষ কাছে থাক্‌লে ওরা হাই তোলেনা, কিম্বা তোলা আপাততঃ স্থগিত রাখে, পাছে কেউ দাঁত দেখে ফ্যালে। একপাটি দাঁত একেবারে না থাকা নাকি লজ্জার বিষয়! শুনেছি আমার ঠাকুর্দ্দার নাকি ছিল না, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি—বাবাকেই চোখে দেখিনি তো ঠাকুর্দ্দা। গরুরা হাঁচে কিনা জানিনা, হাঁচিয়ে দেখ্‌লে হয়। একদিন এক গরুর নাকে নস্যি

দিয়ে দেখ্‌ব। নস্যির ফলাফল এবং দাঁত দুইই একসঙ্গে পরিষ্কার হবে।...” বুবু এখানে খুব উৎসাহ বোধ করে—“হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিস্‌তো। কিন্তু আমি যখন থাক্‌ব, তখন।”

অমল বলে—“আচ্ছা।”

“আমি বাবার নস্যির ডিবে সরিয়ে রাখ্‌ব আজ। আর আমাদের বাড়ীর পাশেই খোট্টা গোয়ালাদের খাটাল্‌। আজ বিকেলে যখন যাবি—কেমন?” উৎসাহের আতিশয্যে বুবু উছ্‌লে ওঠে।

“বেশ।”

“কিন্তু আমাদের একটিপ্‌ নস্যে কি গরুর কিছু হবে? যা ওদের নাক! যেরকম প্রকাণ্ড! লম্বায় নেই বটে, কিন্তু চওড়ায় বেশ।”

“গোটা ডিবেটাই চালিয়ে দেব নাহয়।” অমল অম্লানবদনে বলে।

“উঁহু, তাহলে বাবা রাগ কর্‌বেন। একদম্‌ খোয়া গেলে কি রক্ষে আছে? একবার ডিবে হারিয়ে যেতে বাবা আমাকে ধরে' নস্যির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।”

অমলের চোখ বড়ো হয়—“য়্যাঁ? বলিস্‌ কি? একেবারে গুঁড়ো করে'?”

“দস্যি বলে।” বুবু উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত, “এবার হারালে হয়ত আমাকেই নস্যি করে' ফেল্‌বেন!”

“নস্যি আর দস্যি—বেশ ভালো মিল তো! টুকে রাখ্‌তে হবে।” খাতার এক কোণে অমল পেন্‌সিল চালায়।

বুবু আবার সুরু করে: “কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, গরুর

পাগুলো আসলে গরুর পা নয়। ওগুলো গরুর হাত। অর্থাৎ গরুরা নাকি চতুর্ভুজ।...”

এবার বুবুর বিস্ময় বুবুর বিশ্ব ছাপিয়ে ওঠে—“বলিস্ কি? কোন্ পণ্ডিত রে? আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিত বুঝি?”

“আমাদের ইস্কুলের পণ্ডিত না। ইস্কুল ছাড়া কি পণ্ডিত নেই? এ হচ্ছে ইস্কুলের বাইরের পণ্ডিত। নামজাদা পণ্ডিত।”

“কি নাম শুনি?”

“নাম এখনো ঠিক করিনি। একটা বসিয়ে দিতে হবে দেখে শুনে। হুয়েনসাং কি ফাহিয়ান্, লংফেলো কি বিদ্যাসাগর—যা হয় একটা।”

“সে আবার কি?”

“দেখিস্‌নি উঁচুদরের লেখায় কত সব কোটেশান্ দেওয়া থাকে? অমুক পণ্ডিত বলেছেন, অমুক বৈজ্ঞানিকের মত এই—। দেখিস্‌নি কখনো?”

“দেখেছি, সে তো সব সত্যি কথা।”

“সত্যি না ছাই! সব বানানো! অম্‌নি দিতে হয়—নাহলে ‘এসে’ জম্‌কালো হয় না।” অমল সজোরে নিজের মত জাহির করে, “কোটেশান্ না হলে আবার এসে! ষ্টাইল্ তো কাকে বলে জানিস্‌ই না, তা ছাড়া তুই একদম্ কিচ্ছু জানিস্ না। তোকে নিয়ে যে কি করব! এসে মানেই হোলো এই যে, তুই পরের কথা নিজের বলে’ চালাবি আর নিজের কথা পরের নামে চালাবি।”

“তাতো জানি!” বুবু আম্‌তা আম্‌তা করে, “কিন্তু একেবারে

একজন পণ্ডিতের নামে নিজের কথাটা চালানো—" সে একটু কিন্তু-কিন্তুই হয়।

"কেন আমি কি কোনো পণ্ডিতের চেয়ে কম যাই ?" বুবুকে একেবারে নির্ব্বাক করে' ছায় অমল। "শব্দরূপটা বল্‌তে হোলো

সেকেন্ পণ্ডিত বল্লেন, উঁহু, একটু ভুল হচ্ছে

তাহলে—নরঃ নরৌ নরাঃ, নরম্ নরৌ নরান্, নরেণ, নরাভ্যাম্—।" ভ্যামের পর অকস্মাৎ থেমে যেতে হয় অমলকে, কিন্তু সে সহজেই নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে "পততি-টা বল্‌ব ? পততি পততঃ পতন্তি, পতসি পতথঃ পতথ, পতামি—পতাব—পতাম। বলিস্‌তো সমস্ত উপক্রমণিকাটাই আউড়ে যেতে পারি।"

বুবু সভয়ে বাধা দেয়—"এসের কাজটা শেষ করি আগে।"

"...সেই সব পণ্ডিতদের মত্ এই, ক্ষুর পায়ে থাক্‌বার জিনিস্ নয়,

অন্ত কোন জন্তুর পায়েই ক্ষুর নেই, কুকুর কিম্বা বেড়ালের পায়ে। অমন যে হাতী, অমন যে পায়াভারী, তার পায়েও ক্ষুর নেই। মানুষের পায়েও ক্ষুর দেখা যায় না। কিন্তু হাতেই সাধারণতঃ ক্ষুর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেক মানুষের হাতে আমরা ক্ষুর দেখে থাকি, সেই থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে গরুরা কোনো কালে মানুষ ছিল এবং মানুষরা ছিল গরু।"

বুবু বলে—"এখানে তুই সেকেন্‌ পণ্ডিতের সেই কথাটা চালিয়ে দিতে পারতিস্‌। নিজের নামে কি সেকেন্‌ পণ্ডিতেরই নামে।"

"কোন্‌ কথাটা ?"

"সেই যে ব্যাকরণের ঘণ্টায় সেদিন বল্লেন। হীরু ব্যাকরণ বল্‌তে বলে ফেলেছিল বাকরণ—"

"হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে। আর সেকেন্‌ পণ্ডিত বল্লেন, উঁহু, ঈষৎ ভুল হচ্ছে, কথাটা বাকরণ নয় হাম্বাকরণ। হীরু জিজ্ঞাসা কর্‌ল, হাম্বা কেন সার্‌ ?"

"আর উনি বল্লেন, কেন বুঝ্‌তে পারছ না ? আমরা তো ছেলে পড়াই না, গরু তাড়াই। আর গোরুকে যতই তাড়া দাও, সে কি ব্যা করতে পারে ? তাহলে ভ্যাড়া হয়ে যাবে যে।"

"তা এ-কথায় চালাবার মতো কি আছে ? আমি তো ভ্যাড়ার এসে লিখিনি।"

"কেন, 'মানুষেরা ছিল গোরু' এর পরে এইটে যোগ করে দেনা যে এমনও অনেক পণ্ডিতের ধারণা, যেমন আমাদের ইস্কুলের সেকেন্‌ পণ্ডিতের, যে এখনও অধিকাংশ মানুষ গোরুই রয়ে গেছে, যথা—যেমন,

উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের হীরু ব্যা করতে পারে না এবং—"

"আর হীরু এসে আমাকে ধরে' চাঁটাক্। ব্যা না করতে পারুক্, ব্যাদ্‌ড়ামিতে কম কি ?"

"চাঁটির ভয়ে মেডেল্ ছাড়্‌বি ? সেকেন পণ্ডিতের নামে কথাটা দিলে কেমন খুসি হোতো সেকেন পণ্ডিত। সেও তো একজন এগ্‌জামিনার্।"

"তাহলে কি ঐ মেডেল একমিনিটের জন্যেও হীরুর হাত থেকে বাঁচাতে পারব ? ও যেরকম গুণ্ডা আর বদ্‌রাগী। তুই কি চাস্ যে হীরু গোরুর রচনা না লিখেই মেডেল্‌টা পাক্ ?"

বুবু তার মৌন অসম্মতি দ্বারাই বোঝায় যে সে তা চায়না, রচনার প্যারাটা সে অতঃপর শেষ করে : "অনুমান করেন যে গরুরা কোনো কালে মানুষ ছিল এবং মানুষেরা ছিল হীরু—"

অমল সংশোধন করে' ছায়—"হীরু নয় গোরু।"

"হুঁ, গোরু। এই কারণেই আমি গোরুদের চতুষ্পদ প্রাণী বলতে মোটেই রাজি নই। হয় তাদের চতুর্ভুজ বলো কিম্বা বলো যে নিষ্পদ প্রাণী।"

প্যারা শেষ হলে বুবুকে কিঞ্চিৎ ভাবান্বিত দেখা যায়। "পণ্ডিতদের কথাই আলাদা ; অনেক কিছু দেখা ওঁদের অভ্যাস, আমি কিন্তু ভাই, কোনো মানুষের হাতেই কখনো ক্ষুর দেখিনি।"

কিন্তু এক কথায় বুবুকে হতভম্ব করে' দ্যায় অমল।

"কেন, নাপিতের হাতে ? আর নাপিত তো মানুষের মধ্যেই গণ্য ?"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## গোরু ও মানুষের ব্যবধান

অমল বলে—"সেকেন্ পণ্ডিতকেও খুসি করে' দিয়েছি একটু পরেই, পড়ে ত্থাখনা। ওঁরও একটা কোটেশান্ চালিয়ে দিয়েছি।"

বুবুর দৃষ্টি সেই অংশে আকৃষ্ট হয়ঃ

"....এই সব পণ্ডিতদের কথা আমাদের মান্তে আপত্তি করা উচিত নয়, যদিও এ সব পণ্ডিতরা কোনোদিন আমাদের মারতে আসে না বা আসবে না। তাছাড়া গোরুদের সঙ্গে পণ্ডিতদের আত্মীয়তা সর্ব্বজনবিদিত..."

"দেখছিস্, সর্ব্বজনবিদিত কথাটা কেমন লাগিয়ে দিয়েছি?" বন্ধুর কাছ থেকে সমজ্দারি প্রত্যাশা করে অমল।

"এসব লম্বা লম্বা কথা লাগানো উচিত নয়, এতে 'এসে' পড়ার ইচ্ছা চলে যায়।" বুবু বলে। কথাটা উচ্চারণ করতে তাকে বেগ পেতে হয়েছে।

"...গোরুদের সঙ্গে পণ্ডিতদের আত্মীয়তা—যাক্। পণ্ডিতরা তো সব গবেষণা নিয়েই থাকেন? আর আমাদের পূজনীয় সেকেন্ পণ্ডিত মহাশয় বলেন গবেষণা কথার অর্থ হচ্ছে গোরু খোঁজা। গো+

এষণা—সন্ধি করলেই হয়, গবেষণা। এষণা মানে খোঁজা। পণ্ডিতরা গরু খুঁজতেই ব্যস্ত, সব সময়েই খুঁজচেন, কিন্তু খালি খুঁজতেই ওঁরা ভালোবাসেন, খুঁজে পেতে চান না, কেন না গবেষণা থেকে গো এসনা কিনা গোরু, ডু নট্ কাম্, এও বোঝাচ্ছে। আমার মনে হয় এই যে, পণ্ডিতরা পণ্ডিতদের মোটেই দেখ্‌তে পারেন না, মতের গরমিল হয়ে প্রায়ই তাঁদের ঝগ্‌ড়া বেধে যায়, ঝগ্‌ড়া গিয়ে মারামারিতে গড়ায়, যেমন আমাদের হেড্‌পণ্ডিত আর সেকেন্ পণ্ডিতের মধ্যে—"

অমল বলে—"উঁহু, ও লাইন্‌টা কাট্‌তে হবে, নইলে আবার এই 'এসে' নিয়েই ঝগ্‌ড়া বেধে যাবে। আমার মেডেলের দফা রফা!"

বুবু সংশোধন করে' নেয়—"প্রায়ই তাঁদের ঝগ্‌ড়া বেধে যায়, ইত্যাদি—বাদ্। এই কারণে পণ্ডিতেরা ব্যস্ত হয় গোরু খুঁজে বেড়ান। গোরুদের সঙ্গে তাঁদের ভয়ানক মতের মিল হয়। গোরুরা পণ্ডিতদের বুঝতে পারে আর পণ্ডিতরাও গোরুদের বোঝেন। এইজন্যই আমি বল্‌ছিলাম পণ্ডিতদের আর সব কথা আমরা মানি আর নাই মানি, গোরুদের সম্বন্ধে তাঁদের কথা মান্‌তে আমরা বাধ্য। কেননা গোরুদের নাড়ি নোক্‌খত্র সবই ওঁদের জানা।"

বুবু সন্দেহ প্রকাশ করে—"নোক্‌খত্র' বানান্‌টা ঠিক হয়নি বোধহয়।"

"আমিও তাই ভেবেচি। কী হবে বল্‌ত?"

"ওটা ভারি শক্ত বানান্। আমার পিসেমশাই ওটা উচ্চারণের আগে দাঁত খুলে ফেল্‌তেন, কিম্বা বল্‌তেন নখত্র। অনেক টাকায় দাঁত বাঁধিয়েছিলেন কিনা। পাছে ভেঙে যায়।"

"তাইত! কি করা যায়! মুস্কিল হোলো তো!" অমল উৎকণ্ঠিত হয়।

বুবু বলে—"নোক্‌খত্রের বদলে ভুঁড়ি বসিয়ে দে—নাহয়!"

অমল আকাশ থেকে পড়ে—"কোথায় নক্ষত্র আর কোথায় ভুঁড়ি!"

ব্যবধান যে ঘোরতর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নক্ষত্রচ্যুত হয়ে ভুঁড়ির ওপরে আছাড় খেতে অমলের আগ্রহের অভাব দেখা যায়। কিন্তু বুবু বলে, "নেহাৎ মন্দ হবে না। তাহলে কথাটা দাঁড়াবে—গোরুদের নাড়িভুঁড়ি সবই ওঁদের জানা। মানে বোঝার কিছু কি অসুবিধা হচ্ছে?"

"না তা হচ্ছে না। কিন্তু ভুঁড়ি—কথাটা?" কিন্তু অল্পক্ষণেই কপালের রেখা মুছে ফ্যালে অমল,—"যাক্‌গে। নাড়ি থাক্‌লেই ভুঁড়ি থাকে!"

"আমিও তো তাই বল্‌ছি!" বুবু সায় ছায়।

রচনা পাঠ চলে: "গোরুরা ইচ্ছা করলেই দুধ দিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ওদের দুধ দেবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত কম। দুধ ওদের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে জোর করে' আদায় করা হয়, সে এক ভীষণ ধস্তাধস্তির ব্যাপার, আমি অনেকবার স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু গোবর ওরা না চাইতেই দ্যায়। সেই গোবর থেকে আমাদের ঘুঁটে হয়, যা বেচ্‌লেই পয়সা। এইভাবে গোরুরা অনেক পয়সা অনায়াসেই উপার্জ্জন করে, কিন্তু সে পয়সা তাদের নিজেদের কাজে লাগে না। সেই অর্থ—তাদের সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থ—অপরে আত্মসাৎ করে। এটা

আমার মতে, খুব অন্যায়। তবে এবিষয়ে পণ্ডিতদের কি মত হবে আমি বল্‌তে পারি না।…”

বুবু বলে—“গোরুদের যা মত, পণ্ডিতদেরও তাই হবে।”

“গোরুর কোনো মতামত নেই এ ব্যাপারে।” অমল জানায়।

“তা কি হতে পারে? মত একটা আছেই, প্রকাশ করে না কেবল।” বুবু বলে, “গোলমাল্ করতে চায় না বলেই চেপে যায়।”

“জান্‌লেত! গোবর থেকে কি গড়ে জানেই না। ঘুঁটের খবরই রাখে না ওরা।”

“তাহলে আর কি হবে!” বুবু পুনরায় খাতায় চক্ষুনিবেশ করে:

“…গরুর দুধ খুব উপকারী, কিন্তু সুখাদ্য একেবারে নয়। দেখা গেছে উপকারী জিনিসমাত্রই একদম্ অখাদ্য। যেমন পড়ার বই। বাজে বই আমি দিনে তিনখানা শেষ করতে পারি, কিন্তু তিন লাইন পড়া করতে আমার জ্বর আসে। কিম্বা পেট কামড়ায় কিম্বা মাথা ঘোরে। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড! যে দুধ দেখ্‌লে আমি ভয়ে পালাই কিম্বা পিছনে লংজাম্প দেবার চেষ্টা করি, আমাদের বুবু সেই দুধ যে কি করে গেলাস গেলাস গেলে আমি ভেবে পাই না। ও কি আগের জন্মে বাছুর ছিল?….”

বুবু ভয়ানক প্রতিবাদ করতে থাকে—“এ লাইন এক্ষুণি কেটে দাও!”

অমল বলে—“তাকি হয়? একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত!”

“না, রাখা চল্‌বেনা কিছুতেই। তাহলে তোর সঙ্গে আড়ি!”

অমল বেজায় সমস্যায় পড়ে—“বাছুরেই তো তোর আপত্তি?”

“নিশ্চয়!”

"আচ্ছা, তবে বাছুরের জায়গায় ষাঁড় করে দিচ্ছি, কিন্তু, ষাঁড়কে কখনো দুধ খেতে দেখিনি ভাই। বাছুরেই খায়।"

"না ষাঁড়-টাড় কিছু না। একেবারে ও-লাইনটাই বাদ্।"

অগত্যা ম্লানবদনে লাইন্‌টা কেটে দেয় অমল।

"...গোরু দুধ দেয়, কিন্তু দুধ ছাড়া আর যা যা দেয়, তার মধ্যে খাদ্যের ভাগ খুব কম। যেমন গোবর এট্‌সেট্‌রা। প্রায়শ্চিত্ত করতে লোকে গোবর খায় শুনেছি। অনেক পাপ করলে তবে দুধ খাবার দুর্ভাগ্য হয়, আরো কত বেশি পাপ করলে গোবর খেতে হয়, ভগবানই জানেন। আর জানে গুব্‌রে পোকারা। গোরুর অন্যান্য দাতব্য জিনিসের মধ্যে গুঁতোটাও খাদ্যের মধ্যেই গণ্য। কিম্বা অখাদ্যের মধ্যে, যা বলো। বড়বাজারে চল্‌তে গিয়ে অনেককেই গোরু অথবা ষাঁড়ের গুঁতো খেতে হয়েছে বলে' শুনেছি।...

"...আমি ছোটবেলায় নাকি ছুরির বাঁট খেতাম। অর্থাৎ কিনা খাবার চেষ্টা করতাম। ছুরির বাঁট গোরুর হাড়ে তৈরী হয়। অন্যমনস্ক অবস্থায় এখনও মাঝে মাঝে মুখে পুরে দিই। সাহেবরা হাড় খায়। আমি বোধ হয় আগের জন্মে সাহেব ছিলাম, যেমন বুবু ছিল—"

অমল নিজেই এবার বাধা ছ্যায়—"যেমন বুবু ছিল-টা বাদ দিয়ে দে।"

আবার বাছুরত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াতে বুবু এবার অন্তরে অন্তরে খুসি হয়ে ওঠে। আনন্দ সে একেবারে ব্যক্ত করে ফ্যালে—"সত্যি তুই সাহেব ছিলি, তোর যেরকম টক্‌টকে রঙ্‌।"

"কিন্তু এজন্মে বাঙালী হয়েই ভালো করেছি, কি বলিস্?"

"নিশ্চয়, নইলে তোর সঙ্গে আমার দেখাই হোতো না, বন্ধুত্বও হোতো না তাহলে!"

"তাছাড়া ইংরিজিতে কথা বলা কি সোজা রে? সেই ভয়েই বিলেতে জন্মাই নি বোধ হয়।"

এ লাইন এক্ষুণি কেটে দাও

"তা বটে। একটা তিনবছরের ছেলেও দেখেছিস কিরকম বাংলা বলে। আর আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিতের ইংরেজি বল্‌তে হলেই দম আট্‌কে আসে। সেকেণ্ড পণ্ডিতের বয়স কত? ত্রিশ হবে?"

"তা অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে যে ত্রিশ ছিল তা নিশ্চয়।"

বুবু বলে—"না, এটা শেষ করে ফেলি। বেলা হচ্ছে।"

"....যেমন বুবু ছিল—বাদ্-বাক্—তারপর। শিশুরা ছেলেবেলায়

খুব প্রতিভাবান হয়, বড় হলে ক্রমশঃ বোকা হতে থাকে। আরো বেশি বড় হলে বুড়ো বয়সে কেবল বোকামির জন্যই তারা মারা পড়ে। এইজন্য খবরের কাগজে শিশুমৃত্যুর হার কেবল বাড়তে দেখি। আমি একটি প্রতিভাবান শিশুর গল্প বল্‌ব, শিশুটিকে আমি মাসিমার বাড়ীতে আবিষ্কার করেছিলাম, আমারই মাস্তুত ভাই। ছুরির বাঁট ছাড়াও অন্যান্য গব্যপদার্থকে খাদ্য করে' তোলার তার অদ্ভুত ক্ষমতা। আমি একজোড়া জুতো এখন আর ব্যবহার করি না, তাকে অব্যবহার্য্য করে দিয়েছে আমার সেই মাস্তুত ভাই। এবার থেকে মাসিমার বাড়ী যেতে হলে খালি পায়েই যেতে হবে।

"...জুতো পেলে আর কিছুই চায় না ছেলেটা। যেখানে রাখো না কেন, ঠিক টের পাবে, আর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কখন অজ্ঞাতসারে সেই জুতো আক্রমণ করবে। তার পরে সমস্ত মুখ কালো করে' কিম্বা বাদামী করে' চৌকির তলা কি আলমারির পেছন থেকে যখন সে বেরিয়ে আস্‌বে তখনি তুমি বুঝতে পারবে কি ব্যাপার! কিন্তু তখন তোমার জুতোর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

"....আমার সেই নতুন পাম্প্‌শু, ভাবতে গেলে এখনো আমার কান্না আসে। দাদা সেইদিনই আমাকে কিনে দিয়েছিল। সেটা অবশ্য খেতে পারেনি, একেবারে সম্পূর্ণ খতম্‌ করতে পারেনি অবিশ্যি, কিন্তু তার বার্নিশ-করা রঙ্‌ স্থানে স্থানে একেবারে সাদা করে' দিয়েছে।..."

বুবু বলে—"তা ওকে তুই দোষ দিতে পারিস্‌ নে। ছেলেদের এম্‌নিতেই খুব খিদে পায়। ছোট বেলায় আমারও খুব পেত। এখন যদিও খুব বড় হয়েছি, খুবই বড়ো হয়েছি, তবু খিদে পাওয়াটা ছাড়তে

পারিনি, বদভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে বল্‌তে গেলে।”

“খিদে পায় পাক্, তাবলে পরের জুতো খাওয়া কি ভালো? নিজের খেলেই হয়।”

“তা বটে!” অমলের যুক্তির সারবত্তা বুবুকে স্বীকার করতে হয়, “ওতে কেবল লোকে বলে হ্যাংলা!”

“না, আমিও বড় দোষ দিই না ছেলেটাকে।” অমল এবার উদার হয়, তার চর্ম্মান্তিক দুঃখও ভুলতে পারে,—“যে বয়সে ছেলেরা এসব খেতে থাকে তখন তারা কি খাবে কিছুই স্থির নেই—যাকে বলে কিংখাতব্যবিমূঢ় অবস্থা!”

বুবু ঘাড় নেড়ে সায় ছায়। অমল বলে—“আর তাছাড়া আমার জুতোর মাথা খেয়ে দিয়েছিল বলেই মাসিমার কাছ থেকে সেই য়্যালার্ম ঘড়িটা পেলুম। সেই যে দোতলায় আমার বিছানার পাশের টিপয়ে দেখেছিস্।”

স্মরণ-শক্তির সাহায্য নিতে বুবুকে বেশি বেগ পেতে হয় না। “দেখেছি, কিন্তু তোর মাসিমারা সবাই খড়ম্ পরে' থাকে বুঝি?”

“খড়ম্ কেন?”

“ছেলের ভয়ে?”

“তাদের জুতো সব তাকে তোলা।” অমল যোগ করে, “অনেক সময়ে ছেলেটা লাঠি দিয়ে পেড়ে ন্যায়। এবার গেলে আমি মশারীর চালে তুলে রাখব। কিম্বা—”

আকস্মিক চিন্তাস্রোতে অমলের বাক্য-স্রোত বাধা পায়।

“কিম্বা কি?” বুবু উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

"কিম্বা নীচেই রেখে দেব কোথাও, যাতে ছেলেটার নজর পড়ে। মাসিমাদের একটা ক্লক্‌ঘড়ি আছে, কী চমৎকার! কী মিষ্টি তার আওয়াজ! সেইটার পরে আমার লোভ রয়েছে।"

"তোকে দিয়ে দেবে?"

"এমনি ছ্যায় কখনো? আরেক জোড়া নতুন জুতো পরে যেতে হবে মাসীমার বাড়ী।"

"কিন্তু এবার ছেলেটা যদি না খায়।"

"খাওয়াতেই হবে ওকে। চক্‌চকে জুতো দেখ্‌লেই ওর লোভ হবে, আমি জানি। ভুলিয়ে বাথ্‌রুমে নিয়ে গিয়ে জুতো আর ওকে একসঙ্গে ছেড়ে দেব। তার পরের জন্যে আমার ভাবনা নেই।"

ভবিষ্যতের স্বপ্ন মানুষকে আত্মহারা করে, সেরকম দুর্ঘটনার মুহূর্তে মানুষ যা তা করে' বসে, আশ্চর্য্য নয়! এমনকি নিজের ক্ষতিও,—সমস্ত খতিয়ে দেখার তখন অবসর কোথায়? আনন্দের আতিশয্যে অমলও তাই করে' বস্‌ল—"সেই ক্লক্‌টা পেলে এই—এই য়্যালার্ম টা তোকে প্রেজেন্ট করে' দেব।"

বুবু খুসি হয়—"খুব ভালো।"

"তুই আজই নিয়ে যাস্‌ না-হয়। তোকে দিয়ে দিলুম। ক্লকতো আমি পেয়েই গেছি, কেবল জুতো কিন্‌তে যা দেরি!"

বুবু উল্লসিত হয়ে ওঠে—"এখনই নিয়ে যাব।"

"এ ঘড়িটা একটু স্বাধীনচেতা, অন্য সব য়্যালার্মের সঙ্গে মেলে না। নিজের ইচ্ছা মত যখন খুসি য়্যালার্ম দ্যায়, কোনো টাইমের ঠিক্‌ঠাক্‌ নেই। কোনো রাত্রে তিনবার বাজছে, কোনো রাত্রে একবার,

কখনো হয়ত খেয়ে ঘুমুতে যাচ্ছি যখন, আবার কখনো সকালে] ঘুম থেকে উঠেছি, তখন ঘুম ভাঙাতে সুরু করল !"

"সে তো আরো ভালো ! খুব মজা হয় তাতে।" বুবু দারুণ উন্মাদনা বোধ করে।

আমার সেই নতুন পাম্পাণ্ড

"আমি তো তাই বলি। কিন্তু দাদার ভারি অপছন্দ !" অমল বলে, "ঘড়িটা হয়েচে দাদার দু-কাণের বিষ। ভারি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় কি না !"

"তোরও ?"

"পাগল ! ওর আওয়াজে আমার ঘুম আরো গাঢ় হয়। ঘুম হচ্ছে এমন জিনিস, যে হঠাৎ ভেঙে গেলেই আরো জোরে চেপে ধরে !"

"আর তোর দাদার ?"

"দাদা অনেক রাত জেগে লেখে, তখন সেটা মোটেই উচ্চবাচ্য করে না, রাত্রে অনেকদিন বাজেই না। ঘড়িটা সাধারণতঃ চেঁচাতে থাকে সকাল হলে পরে। কে জান, আগের জন্মে মুর্গী ছিল না কি!"

"ভারি মুস্কিল তো!"

"হুঁ। দাদা খুব ভোরে ওঠে, উঠেই আবার একচোট্ ঘুমিয়ে নেয়। তখনই ঘড়িটা চেঁচামেচি করে' আপত্তি করতে সুরু করে।"

"আমি ঠিক বাগাতে পারব ওকে—" বুবু বেশ জোর দিয়েই বলে, "হীরুকেই জব্দ করেছিলাম সেদিন!" বলে' গড়্ গড়্ করে' পড়তে সুরু করে' ছায়:

"...কথায় বলে মরা হাতী সওয়া লাখ। মরা গরুর দাম ক' লাখ, কেউ বলতে পারে না। তাতেই বোঝা যায়, হাতীর চেয়ে গরু বেশি অমূল্য। আমার মতে মরা গরুর দাম জ্যান্ত গরুর চেয়ে কোনো অংশে কম হওয়া উচিত নয়। গরু বাঁচ্‌লে গুঁতো, কিন্তু গরু মরলেই জুতো।"

বুবু থামে, "এবং জুতো থেকে ঘড়ি ইত্যাদি কত কি!"

অমল বলে, "জুতো খাবার কথাটাই দিয়েছি, ঘড়ি পাবার খবরটা আর 'এসে'তে দিইনি!"

"দিলে ভালো হোতো।"

"উঁহু। জেনে নিয়ে, সবাই তখন এক এক জোড়া নতুন জুতো পরে মাসিমার বাড়ী যেতে সুরু করুক আরকি! বাজারে তো জুতোর অভাব নেই।"

"কিন্তু মাসীমার অভাব আছে। তোর মাস্তুত ভাইয়ের মত

মাস্তুত ভাইই বা কোথায় পাবে? অমন উপকারী মাস্তুত ভাই?"

"আমার মাসীমার বাড়ীই যেত রে।" অমল বলে, "একটা ছুতো নিয়ে আর এক জোড়া জুতো নিয়ে চলে যেত।"

"তাহলে ভাবনার কথা বটে। কটা ঘড়িই বা তোর মাসিমা সাপ্লাই করতে পারবে?"
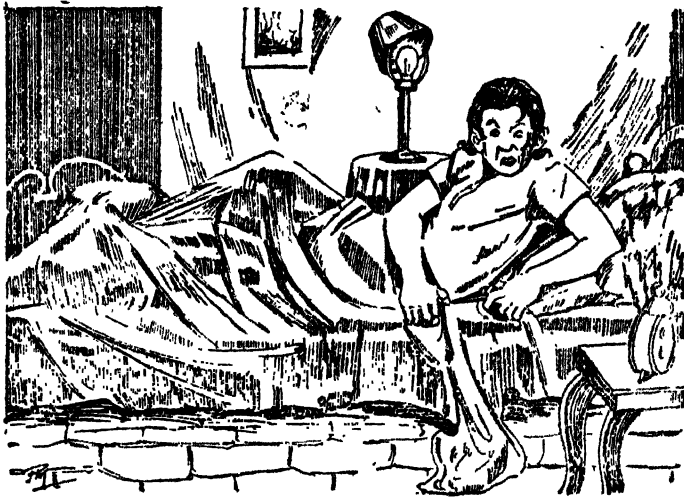
তখনই ঘড়িটা চেঁচামেচি করে' আপত্তি করতে সুরু করে

"আমার মেসোমশাইকে তাহলে ঘড়ির দোকান খুলতে হয়। সে এক হাঙ্গাম্।"

"...গরু বাঁচলে গুঁতো, কিন্তু গরু মরলেই জুতো। জ্যান্ত গরু কেবল গুঁতো দিতেই পারে, কিন্তু জুতো দেবার সাধ্য মরা গরুর ছাড়া কারুর নেই। হাতীর বা ঘোড়ার চাম্ড়ায় জুতো হয় না, গণ্ডারের চাম্ড়াতেও না। এই জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে গরুর স্থান সবার চেয়ে

উঁচুতে। শাস্ত্রে আছে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অর্থাৎ মা কি না স্বর্গের চেয়েও বড়ো। মার চেয়ে বড়ো কেউ নেই। সেই মার সঙ্গে গোরুর তুলনা করা, হয়েছে গোরুকে গোমাতা বলে'। তার কারণ গোরু স্বর্গে গিয়েই জুতো দান করে,—তাই, ভালো জুতো পায়ে দিলে স্বর্গ-সুখ হয়, পায়ে জুতো দিয়ে আমরা হাতে স্বর্গ পাই।

"...সমস্ত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে কেবল গরুকেই মা বলা হয়েছে। কিন্তু ষাঁড়কে কেউ বাবা বলে না। কি ঘোড়াকে মামা। কিম্বা একটা উটকে পিসেমশাই। যদিও কেউ কেউ মাসতুত ভাইকে গাধা বলে থাকে, আমিই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম একদিন।

"...এক বিষয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে গোরুদের ভয়ানক মিল আছে। জুতোর দিকে নয়, গুঁতোর দিকে। পণ্ডিতরাও অনেক সময় মানুষকে নাহক্ গুঁতিয়ে দেন। পণ্ডিতের শিং হচ্ছে তাঁর পাণ্ডিত্য, অদৃশ্য হয়ে থাকে, গুঁতো খাবার পরেই আমরা টের পাই। তাতে অসুবিধা এই, আগে থেকে সাবধান হওয়া যায় না, যেটা গরুর বেলায় হতে পারি। এই জন্যে গোরু থেকে দূরে থাকা যায়, কিন্তু পণ্ডিত থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন অনেকে আমরা বুঝি না। কিম্বা অনেক পরে বুঝি। সতর্ক হলেই গোরুর হাতে রেহাই পাবে কিন্তু তর্ক করেও পণ্ডিতের হাতে নিষ্কৃতি নেই, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তোমাকে পাণ্ডিত্যের শিং দিয়ে কখন্ তুলে ফেলে এইসা এক আছাড় মেরেছে! পণ্ডিতদের সঙ্গে গোরুর কেবল এই তফাৎ, পণ্ডিতের পায়ে জুতো আছে গোরুর পায়ে নেই। গুঁতোর দিকে মিল আর জুতোর দিকে গরমিল।..."

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### যঃ পলায়তি স জীবতি।

বুবু জিজ্ঞাসা করে—"তোর দাদা বুঝি পণ্ডিতদের ওপর চটা?"

"ইস্কুলের পণ্ডিতদের ওপর না, যারা সব মোটা মোটা বই লেখে, কটমট ভাষায় যত গুরুগম্ভীর তত্ত্ব, তাদের ওপরে। কথাশিল্পীদের বইগুলো সব সরু সরু হয় কি না!"

"কথাশিল্পীরাই ভালো!" বুবু সুচিন্তিত অভিমত দ্যায়, "পণ্ডিতরা কিছু না।"

অমল বলে, "যারা মোটা মোটা বই লেখে তারা মানুষ খুন্ করতে পারে।"

"হ্যাঁ, ওদের ওই বই দিয়েই খুন্ করা যায়।" বুবু খাতার পাতা ওল্‌টায়, "বাবা, কত বড়ো 'এসে' লিখেছিস্?"

"আর তো দেড়পাতা মোটে।"

"নাঃ, মেডেলটা না নিয়ে আর ছাড়্‌লি না তুই! তবু তো এখনো শেষ হয়নি বল্‌ছিস্?"

"আরেকটা প্যারা লিখে কেবল একটা ইংরিজি কোটেশান্ দিয়ে শেষ করব।"

"ইংরাজী কোটেশান্ গোরুর সম্বন্ধে ?"

"হ্যাঁ, ঐ সেই কবিতাটা—টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিট্‌ল্ ষ্টার্, হাউ আই ওয়াণ্ডার্ হোয়াট্ ইউ আর্—ঐটাই সব শেষে বসিয়ে দেব।"

"গোরুদের কি ষ্টার্ বলে ?" বুবু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, "ওটা তো নক্ষত্রের ব্যাপার !"

"মিলিয়ে দিতে পার্‌লেই হোলো। আমি মিলিয়ে রেখেছি। নক্ষত্ররা যেন আকাশের গোরু। গোরুরা মরে' স্বর্গে গিয়ে নক্ষত্র হয় কিন্তু দুধ দেবার বদভ্যাস তখনো তারা ছাড়তে পারে না। ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে সেইরকম ওদের আলো হচ্ছে ওদের সেই দুধ !"

বুবু ভাবার্থটা প্রণিধান করে। "শেষটাও বেশ হবে তাহলে," বলে' রচনার অবশেষে গিয়ে উপনীত হয়।

"...গরু অনেকটা ভগবানের মত। চর্ম্মচক্ষে তাকে দেখা যায় না, মর্ম্মচক্ষেই তার আসল রূপ ধরা পড়ে। একটা গরু দেখে তুমি মনে কর্‌ছ সামান্য একজন পথের গরু। পথিক গোরু একজন ! কিন্তু আসলে ঐ গরুর সঙ্গে চলেছে প্রায় বিয়াল্লিশ জোড়া জুতো, বেশিও হতে পারে; হাজারখানেক ছুরির বাঁট, ছুধের বাঁট বাদ দিয়েও; ঘুঁটের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না; প্রায় পাঁচ চৌবাচ্ছা ছুধ, মানে যতদিন বেঁচে থাক্‌বে তার সব ছুধ টোটাল্ করে' এবং চার হাতে চার জোড়া ক্ষুর—"

বুবু বলে—"তাছাড়া একপাটি দাঁত।"

"...এবং ঐ গরুর সঙ্গে চলেছে অন্ততঃ বিশ ত্রিশ ডজন মশা

আর মাছি আর একটিমাত্র লেজ। গরু অনবরত লেজ দিয়ে তাদের তাড়াচ্ছে। তারপরে তুমি ঐ দুধ ভেঙে দই করো, ছানা করো, মাখন করো, ঘি করো কি ঘোল করো! এ সমস্তই ঐ গরুকে ভাঙিয়ে। তা থেকে যত কিছু খাদ্যাখাদ্য সমস্তই বল্‌তে গেলে গরুর ভগ্নাবশেষ!

"····সুতরাং একটা গরু যে কত ভীমনাগ আর দ্বারিক ঘোষকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে চলেছে কে তার ইয়ত্তা করবে? কত ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ রসগোল্লা আর বোঁদে যে ঐ গরুমূর্ত্তি ধারণ করে' আছে কে বল্‌বে? কতো যে আবার খাবো, আমসন্দেশ, তালশাঁস—"

বুবু অকস্মাৎ লাফিয়ে ওঠে—"ঐ যাঃ! একদম্ ভুলে গেছি!"

"কি? কি হয়েছ?"

"দিদির কবিতা।"

"তোর দিদির কবিতাও কি গোরুর থেকে?" অমল আশ্চর্য্য হয়—এক ধাক্কায় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য হয়ে পড়েঃ "য়্যাঁ? বলিস কি?" গরুর এতদূর পরিসীমা তার কল্পনার বাইরেই ছিল।

"দিদি যে একটা কবিতা দিয়ে পাঠিয়েছে আমাকে। কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটারকে দিতে। সেই জন্যেই সকালে বেরিয়েছি আর সেই কথাই গেছি ভুলে। কী সর্ব্বনাশ!" বুবু কাচুমাচু হয়ে পড়ে।

"তোর তালশাঁসের কথায় মনে পড়ল।" বুবু শার্টের পকেট থেকে কবিতাটাকে টানাটানি করে' আনেঃ "ভাগ্যিস্! নইলে দিদি খেয়ে ফেল্‌ত।"

কাগজখানা হাতে নিয়ে অমল নাড়াচাড়া করে, "এ কি কাগজ রে?" নেড়েচেড়ে শুঁকে দেখে, "বাঃ বেশ গন্ধ তো?"

"দামী প্যাড্ না হলে দিদির কবিতা বেরয় না।" বুবু যোগ করে, "তোর দাদা কিসে লেখে রে? কোম্পানির কাগজে নয় তো?"

"দাদা? লম্বা লম্বা ফুলস্কেপে। বলে, ফুলস্কেপ্ না হলে ফুল্ স্কোপ্ পাওয়া যায় না লেখার।" কবিতাটা পড়ে' অমল ঘাড় নাড়তে থাকে, "দাদা বলে মিথ্যে না।"

"কি, ভালো হয়নি পদ্যটা?"

"বীণাদির কবিতা সত্যি সত্যি খুব ভালো," অমল মন্তব্য করে, "আমি এর আগে তো কখনো পড়ে' দেখিনি। দাদা কিন্তু অনেক পড়ে।"

"তোর দাদার তো ভালো লাগে না দিদির কবিতা, তবে পড়ে কেন?"

অমল অপ্রস্তুত হয়, "আমিও তো তাই ভাবি। বোধ হয় ভুলে পড়ে ফ্যালে।"

"এই কবিতাটা তো লাগিয়ে দিলে হয় আমার 'এসে'য়?" বুবুর মতামতের অপেক্ষা করে অমল। "বেশ চমৎকার হয়, নারে?"

"তুই তো টুইংকেল লাগাবি?"

"দূর্! বীণাদির কাছে কি সে-কবিতা লাগে! তাছাড়া এটা বেশ লাগ্‌সইও হবে। আমি এটা কপি করে' নেব, কেমন?"

বুবু বলে—"আচ্ছা", এবং সে একটু বিস্মিতও হয়। মেডেল প্রাপ্য রচনার একসঙ্গে যাবার মর্য্যাদা পাবার যোগ্যতা তার দিদির কবিতার আছে, এ সে কোনোদিনই কল্পনা করতে পারে না। দিদির পদ্য সম্বন্ধে তার মনোভাব অমলের দাদার মতই প্রায়। কেবল তফাৎ

এই, অমলের দাদা ভুলে পড়ে ফ্যালেন আর বুবুকে পড়ে ভুল্‌তে হয়।

"দাঁড়া, দাদাকে দেখিয়ে আনি," অমল উঠে পড়ে।

বুবুর বাক্যনিষ্পত্তির আগেই সে অন্তর্হিত হয়। বুবু ভাবতে থাকে, কি সর্ব্বনাশ। একেই অমলের দাদা কথাশিল্পী মানুষ,

দাদার চোখ কপালে ওঠে

একেবারে আলাদা লাইনের, কবিতার বিন্দুবিসর্গও তার বোঝবার কথা নয়, তার উপরে দিদির কবিতার ওপরে তেলে বেগুণে চটা। ক্ষেপে গিয়ে যদি ছিঁড়ে ছায় তাহলে কবিতার দফা তো এখানেই রফা, দিদির সঙ্গে কোথায় গিয়ে রফা হয় কে জানে। এডিটারকে দিয়ে আস্‌তে পারলে দিদির কাছ থেকে চকোলেট্ পাবার আশঙ্কাও

ছিল! এক ধাক্কায় কবিতা, বুবু এবং চকোলেট্ এতজনের এতখানি সর্ব্বনাশের কথা সে কল্পনা করতে পারে না।

অমল মনে মনে আঁচে কবিতার লেখক বলে' দাদার কাছে নিজেকেই সে জাহির করবে। পদ্য-লেখকদের ওপর কেমন একটা পক্ষপাত দাদার আজকাল দেখা যাচ্ছে যেন, সেটা অমল কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। তার দাদার ওপরে তারই একচেটে অধিকার থাকা উচিত, তার মধ্যে বাইরের কারো অনধিকার প্রবেশ একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার এই অধিকার ক্রমশঃ যেন যেতে বসেছে। শনৈঃ শনৈঃ শিথিল হয়ে আসছে যেন। বিশেষ করে' যেদিন থেকে বীণাদির কবিতা কাগজে বেরুতে সুরু হয়েছে সেদিন থেকে, অমলের এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, নিজের কথাশিল্পের চেয়েও বীণাদির পদ্যই যেন দাদার বেশি পছন্দ। আর প্রায় রোজই তো তাকে বীণাদির সম্বন্ধে দাদার কাছে জবাবদিহি করতে হয়ঃ কী হোলো বীণাদির ফটোর? বলেছিলে বুবুর দিদিকে সেই কথাটা? আর সে কথাও কি ছাই সোজা কথা? 'বাংলা-সাহিত্যের সিংহ ব্যাঘ্রের আর্ত্তনাদ' মুখস্ত করে' মনে রেখে বীণাদিকে যথাসময়ে জানানো অমলের সাধ্যের বাইরে। আর্ত্তনাদ করা তার ধাতে সয় না। বিশেষতঃ, এহেন মর্ম্মন্তুদ্—এরকম মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ—যার মর্ম্ম ভেদ করাই দুষ্কর। তাছাড়া, ছোটো খাটো আর্ত্তনাদ হলেও না হয় দেখা যেত, এক পাতা জোড়া আর্ত্তনাদ মাত্র একটা সেন্‌টেন্‌সের মধ্যে জমানো—তার ভেতরে কমা, সেমিকোলন, ফুল্‌ষ্টপ্ নট্‌কিচ্ছু। দাদার কাছে রিহার্সাল্ দেবার সময় সে মাথা ঘামায়, সিম্পল্, কম্পাউণ্ড, কম্‌প্লেক্‌স—কিসের মধ্যে

পড়ে সেন্‌টেন্‌স্‌টা ? হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে' জান্‌লে হয়—কিন্তু তিনিই কি বল্‌তে পারবেন ? গ্রামারের মধ্যে এরকম বাক্য থাক্‌লে তো ? সিম্পল্‌ও না, কম্পাউণ্ডও না, কম্‌প্লেক্‌স্‌ও না,—খুব সম্ভব, সেদিন সে দাদার ইংরিজি খবরের কাগজের মাথায় বড় বড় অক্ষরে যা দেখেছিল এ হচ্ছে তাই। এ হচ্ছে সেই ডেথ্‌ সেন্‌টেন্‌স্‌!

কবিতা লিখ্‌তে পারে বলেই তো বীণাদির এত খাতির ? বেশ, অমলও কবিতা লিখ্‌তে পারে। এই কবিতাটা পড়্‌লে দাদাকে স্বীকার করতে হবে বীণাদির চেয়ে কোনো অংশেই কম যায় না; কোনোদিক থেকেই খাটো নয় অমল। সিঁড়ি দিয়ে তীরবেগে নাম্‌তে নাম্‌তে চক্ষের পলকে কবিতাটা একবার সে ঝালিয়ে নেয়। সত্যি, ভারি সুন্দর হয়েছে এই পদ্যটা! পড়তে পড়তে জিভে জল জমে ওঠে। এমন না হলে কবিতা! তার পাঠ্য বইয়ে এমন চমৎকার কবিতা একটাও নেই!

কবিতাটি পড়ে' দাদার অবস্থাটা কেমন হবে অমল আন্দাজ করে। হয়তো দাদা খুসি হয়ে হঠাৎ দশ টাকা দিয়ে বসতে পারে; বল্‌তে পারে, অম্‌লা, যা তুই হগ্‌সাহেবের বাজার থেকে যা খুসি কেন্‌গে। সে তাহলে এক্ষুণি খান দশেক য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই কিনে আনে। কিম্বা বুবু আর ও মিলে বসে আইস্‌ক্রিম্‌ খায় দুজনে। দশ টাকার আইস্‌ক্রিম্‌—নিউ ইয়র্ক সোডা ফাউন্টেনে বসে'। দশ টাকা খুব কম নয়তো! আর এ যা কবিতা দশ টাকাই এর দাম—এ পড়ে' দাদা খুসি না হয়ে যায় না।

ফাউন্টেন্‌ পেনের এক প্রান্ত চর্ব্বন করলে অন্য প্রান্ত থেকে

লেখার নিঃসরণ একান্ত হয় কি না, অমলের কথাশিল্পী দাদা বোধ হয় সেই পরীক্ষাই একাগ্র মনে তখন করছিলেন, অকস্মাৎ দুপ্‌দাপ্‌ পদশব্দে তাঁর মনোযোগের ব্যত্যয় ঘটে। তিনি অমলের আবির্ভাব টের পান।

"দাদা, একটা পদ্য লিখেছি, শুন্‌বে ?" অমল হাঁফাতে থাকে।

"পদ্য ?" দাদার চোখ কপালে ওঠে।

দাদার বিস্ময় দেখে অমলের মন আনন্দে মুখর হয়। হুঁ, এখনোতো লেখাটা শোনোইনি—তাইতেই! শুন্‌লে তখন জিভ্‌ দিয়ে জল পড়বে। এ কবিতায় জিভ্‌ দিয়ে জল পড়তে বাধ্য।

"পদ্য কিম্বা কবিতা।" অমল নিজেকে সংশোধন করে, "ও একই কথা। সেই বীণাদি যা লেখে তাই। ছড়াও বল্‌তে পারা যায়।"

"বলিস্‌ কি ? কবিতা লিখেছিস! তুই নিজে, না, বই থেকে ?"

"আমি নিজে। কেন, আমি কি লিখ্‌তে পারি না ? কবিতা লেখা এমন শক্ত কি! দিদিমা তো কতো মুখে মুখেই বানিয়ে ছায়।"

"দিদিমার তো ছড়া। সে কি আর কবিতা!" দাদা হাস্‌তে থাকে।

"নিশ্চয়!" অমল দিদিমার পক্ষ সমর্থন করে, "ওইগুলোই পড়ার বইয়ে দিলেই হবে পদ্য, আর মাসিকপত্রে বসিয়ে দিলেই কবিতা।"

"তাই বল্‌ যে মামার বাড়ীর আমদানী!" অমলের দাদা আশ্বস্ত হয়, "এর মধ্যে কখন্‌ গেলি বালিগঞ্জ ?"

"বালিগঞ্জ যাবো কেন ? মামার বাড়ীও যাইনি, মাসির বাড়ীও না— এইখেনে বসেই আজ সকালে তৈরি করেছি, নিজে হাতেই বানিয়েছি।"

"বটে ? কই দেখি।" দাদা হাত বাড়ায়।

"দাঁড়াও, আমি পড়ছি।" কবিতাটাকে দাদার হাত থেকে সে বাঁচিয়ে নেয়। বীণাদির হস্তাক্ষর অমলের নিজের বলে' সন্দেহ করা দাদার পক্ষে হয়তো কঠিন হতে পারে। "আজ সকালেই লিখ্লুম। আমার সেই 'এসেটা'র শেষে লাগাবার জন্যেই লিখ্তে হোলো। কি করবো?"
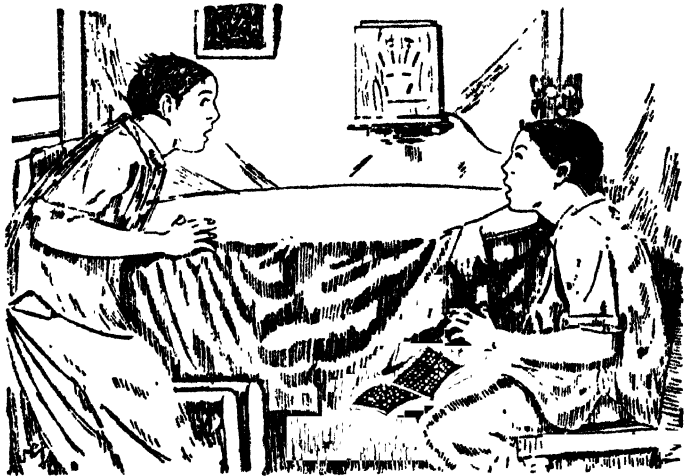
অমল ঝড়ের মত প্রবেশ করে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

মনে মনে বলে, হুম্, হাঁ-খানা যা করেছ তা এরকম কবিতাকে অভ্যর্থনা করবার মতোই বটে! দাদার বদন-ব্যাদন অমলকে পুলকিত করে। হ্যাঁ, এখন থেকে অমল কবিতা লিখ্বে—করিতাই লিখ্বে। রীতিমতই লিখ্বে। লেখা এমন কিছু কঠিনও নয়, বুবুর

সহায়তা, আর, বসে বসে নকল করার ধৈর্য্য থাক্‌লেই হোলো। হ্যাঁ, এখন থেকে অমল নিজের কবিতা দিয়েই দাদাকে ঘিরে রাখ্‌বে— সমাচ্ছন্ন করে' রাখবে ; অন্য কারু কবিতার কি অন্য কোনো কবির কিম্বা কবিণীর অনধিকার প্রবেশ অতঃপর সেখানে নিষিদ্ধ। এখন থেকে কবিও হতে হবে ওকে—কষ্ট করেও। নিজের দখল তো তার রয়েছেই, বীণাদির স্থানও তাকে পূরণ করতে হবে।

অমল সুর করে' পড়তে সুরু করে—

"তালশাঁস জিবেগজা আর গোলাপজাম
খেতে কি আরাম!
ছানাবড়া পান্‌তুয়া আর দানাদার
নানারূপ মিহিদানা—
আহা কি বাহার!"

দাদা বাধা ছায়—"দাঁড়া দাঁড়া! কী সর্ব্বনাশ! এযে সব মিলে গেছে।"

"মিল্‌বেই ত।" অমল্‌ অভিজ্ঞের মতো উত্তর ছায়, "কবিতায় ওরকম মিলে যায়। কতো মেলে!"

"কী ভয়ানক! কাল রাত্রে কি খেয়েছিলি ?"

"কি আবার খাবো ?" অমল আকাশ থেকে পড়ে।

"আমার সঙ্গে বসে যা খেয়েছিলি, তা ছাড়া বাইরে কিছু ? বুবুর বাড়ী কিম্বা রাস্তায় রেস্তোঁরায় কিনে টিনে ?"

"কই কিছু খাইনি তো।"

"গুরুপাক কোনো খাদ্য ? ভালো করে' মনে করে' ছাখ্‌।"

"খেলে তো মনে থাকবে!" অমল অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

"তা কি হয়? এমন কিছু খেয়েছ যা খেয়ে গরহজম হয়েছে। তা নইলে কি কবিতা বেরয়? কবিতা হচ্ছে চোঁয়া ঢেঁকুর। বদ্‌হজম থেকেই ওর উৎপত্তি। কই হাত দেখি।"

অমল অপ্রসন্ন মুখে হাত বাড়িয়ে দেয়। দাদা নাড়ি টিপে ভাখে —"পেটের গোলযোগ না হলে কি কেউ কথায় মিলযোগ দিতে পারে? সুস্থ লোকের কম্ম নয়। নাড়ি টিপে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, দেখি কপালটা।"

"গা তো আমার গরম হয়নি।" আত্মরক্ষার চেষ্টা করে অমল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তাকে মাথা বাড়িয়ে দিতে হয়।

অমলের দাদা কপালে করাঘাত করেন,—অমলের কপালে। "পৈটিক গোলমাল থেকেই যতো পোয়েটিক্ গোলমাল। জিভ্ দেখি।"

জিভকে বিকশিত করতে বাধ্য হয় অমল।

"হুঁ, ঠিক ধরেছি।" দাদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে থাকেন।

"তাইতো বলি! যাও, ও-ঘরের দেরাজ থেকে ক্যাষ্টর অয়েলের শিশিটা নিয়ে এসো গে।" দেরাজের চাবিটা ড্রয়ার থেকে দাদা বার করেন।

অমল কিন্তু নড়ে না।

দাদা ঘাড় নাড়েন—

"ওই ক্যাষ্টর অয়েলেই সারা দিনটা যাবে, আজ আর অন্য কিছু খাওয়া দাওয়া নেই।"

"বাঃ, আমার খিদে পাবে যে।" নিরুপায় হয়ে অমল স্বীকার করে, "ও পদ্য আমার লেখা না, বীণাদি লিখেছে।"

"আবার মিছে কথা এর ওপরে!" খাদ্য-লোভী ভাইয়ের ব্যর্থ প্রয়াস দেখে দাদা হাসেন, "নিজের লেখা পরের নামে চালানো! বটে!"

"তুমি বুবুকে জিজ্ঞেস্ করো না! ওপরে তো আছে, ডাক্‌বো?" অমল লাফিয়ে ওঠে!

এবং ঊর্দ্ধ লম্ফকে সম্বরণ না করে', তারই সাহায্যে এক মুহূর্ত্তে সেখান থেকে নিজেকে দূরীভূত করে' ফ্যালে।

বুবু ইতিমধ্যে অমলের রচনাটা প্রায় সমাধা করে' শেষ প্যারায় এসে পৌঁচেছিল।

অমল ঝড়ের মত প্রবেশ করে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি কি?" বুবুর হাত থেকে খাতার অধঃপতন ঘটে।

"দাদা ক্ষেপে গেছে। ভয়ানক ভীষণ ক্ষেপেছে।"

"কেন, কি হোলো?" বুবু ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

"কি সর্ব্বনেশে কবিতা লেখে তোর দিদি। পড়লেই মানুষের মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। আমারই তো মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কি করব ভেবে পাচ্ছি নে।"

"ছিঁড়ে ফেলে দে।" বুবু বলে, "ও ছাই কবিতা ছিঁড়ে ফেলাই ভালো।"

"দূর্, কবিতা কি হবে! কোথায় পালাই তাই ভাব্‌ছি।"

"কেন পালাতে হবে কেন?" এবার বুবুর আশঙ্কা ব্যগ্রতাকে ছাপিয়ে ওঠে।

"দাদা ক্যাষ্টর অয়েলের বোতল নিয়ে আস্‌ছে যে।" অমল বলে, "কেউ কবিতা পড়লেই তাকে ক্যাষ্টর অয়েল্ খাইয়ে ত্থায়। কি করি এখন ?"

বুবু একটা উপায় বাৎলায়, "চৌকির তলায় লুকিয়ে থাক্‌লে হয় না ? আমি বলে' দেব, অমল নেই।"

"আমাকে না পেলে তোকেই ধরে' খাইয়ে দেবে তখন।"

"কেন, আমাকে কেন ? আমি তো কবিতা পড়িনি।"

"তোর দিদিরই কবিতা তো।"

বুবু দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে—"বলিস্ কি ?"

"ঐ রকম। রাগ্‌লে দাদার জ্ঞান থাকে না।"

"তবে চল্, এক ছুটে বেরিয়ে পড়ি।" ফুটপাথে নেমে দুজনে হাঁফ্ ছাড়ে। বুবু বলে, "ততক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা যাক্। কাউকে না পেলে তোর দাদা নিজেই তখন খেতে আরম্ভ করবে। বোতল ফুরোলে তখন আমরা বাড়ী ফিরব।"

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## বাড়ী থেকে বাড়াবাড়িতে

রাস্তায় যেতে যেতে অমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে: "চল্, চলে যাই কোথাও। যেদিকে দুচোখ যায়!"

"কোথায় যাবি?" বুবু জিজ্ঞাসা করে।

"হনলুলু কি হংকং, বনহুগ্‌লি কি বন্‌গাঁ! মানে যেটা খুব দূরে।"

"হংকং থেকে ধর্‌তে গেলে বনগাঁটাই অবিশ্যি দূরে পড়ে", বুবু বলে, "অথচ যেতেও বেশিক্ষণ না। আমার পিসেমশাই বনগাঁর ষ্টেশন মাষ্টার! যাবি সেখানে?"

"যাবই তো", অমল জোর দিয়ে জবাব দ্যায়, "আমার কিছু ভালো লাগ্‌ছে না। সত্যি!"

"তবে যাই চল্!" বুবু উৎসুক হয়ে ওঠে। অমলের সঙ্গে রেলে চেপে কোথাও বেড়াতে গেলে বেশ হয়, এই সম্ভাবনাটা যেন সে অনেকদিন অনেকবার ভেবে রেখেছিল, এইরকম তার মনে হতে থাকে। গাড়ীর একটা কাম্‌রায় কেবল সে আর অমল, আর কেউ নেই—আর তাদের চোখের সাম্‌নে দিয়ে মাঠ ঘাট বন বাদাড় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে,

—হুবহু বায়স্কোপ দেখার মতনই মজার হবে অমল যদি তার সঙ্গে থাকে।

"এখুনি যাবি তো?" বুবু আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। "য়্যাঁ?"

"এক্ষুনিই তো।" অমল ফোঁস্ করে ওঠে, "যে-দাদার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও পারি, সেই কিনা আমাকে ক্যাষ্টর অয়েল্ খাওয়াতে আসে! নাঃ, বেঁচে আর সুখ নেই!—"

"বাস্তবিক!" বুবু সহানুভূতি জানায়।

"এরকম খারাপ দাদা আর আছে নাকি পৃথিবীতে? এরকম ফেথ্‌লেস?"

"খারাপ বলে' খারাপ!" বুবু আরো জোরালো হয়।

অমলের মনে বৈরাগ্য তখন ঘন হয়ে এসেছে।—"নাঃ, আমি আর বাড়ী ফিরছি না। এজন্মে না।"

বাড়ী একেবারে না-ফেরাটা বুবুর যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে বলে, "বেশ কিছুদিন পরে ফির্‌লেই হবে। এই ধর্, সাম্‌নের ভ্যাকেশন্‌টা কাটিয়ে—"

"পাগল! আবার বাড়ী ফির্‌ব? তাহলে দাদার গুমোর কিরকম বেড়ে যাবে তা ভেবেচিস্? সাতদিনের মধ্যে তো নয়ই—" সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে সে বিশুদ্ধ করে' নেয়—"মানে, জীবন থাক্‌তে নয়।"

"তবে বনগাঁতেই চল্। সেখানে গেলে তোর আর ফিরতে ইচ্ছে হবে না। পিসেমশাই যা খাওয়ায়—"

আপাদমস্তক উৎসাহিত হয়ে ওঠে বুবু।

"বনগাঁ যখন, তখন বাঘ আছে নিশ্চয়ই?" অমল প্রশ্ন করে, "বনেই তো বাঘরা থাকে সাধারণতঃ?"

"থাকা সম্ভব।" বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে বুবু।

"সুন্দরবনে তো আছে", অমল বলে, "তবে খাঁচাতেও থাকে এক এক সময়ে। বাঘেদের কথা কিছুই বলা যায় না।"

"তা, থাক্‌লো তো কি?"

"আমি বাঘের পেটেই যাবো", অমল বলে—"হ্যাঁ—নিশ্চয়।"

বুবু চম্‌কে ওঠে "বাঘের পেটে কেন? সেখানে কেউ যায় নাকি আবার?"

"হ্যাঁ, যাবই আমি। আমার আর বেঁচে সুখ নেই।" অমল নিজেকে প্রাঞ্জল করে। দাদার দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে আত্মরক্ষার সংকল্প ও একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়েছে। নিজেকে বিদূরিত কর্‌তে চায়—দাদার কাছ থেকে একেবারে সুদূরপরাহত হতে চায় ও।

অতদূর পর্য্যন্ত অমলের সহযাত্রী হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা বুবু মনে মনে ভাবে। বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগের অনেক বড় বড় কাহিনী বইয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু বাঘের পেটকে গন্তব্যস্থানের মধ্যে গণ্য করা ওর পক্ষে একটু শক্তই হয়। সে ইতস্তত করে—"কিন্তু আমি বলি কি—"

অমল ওর দিকে তাকায়।

"তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্ না। আয় আমরা অদলবদল করি। আমি না হয় তোর দাদার কাছে থাকি আর তুই আমার দিদির—"

"তাকি হয়? তুই যে বলিস্ তোর দিদি ভারি ভয়ানক?"

"তোর দাদার মতো অতো নয়। তোকে কোনোদিন ক্যাষ্টর অয়েল খেতে বল্‌বেনা সে আমি জোর করেই বল্‌তে পারি!"

"কিন্তু কবিতা শুনতে হবে তো? সে যে আরো খারাপ। ক্যাষ্টর অয়েলের চেয়েও!"

দাদার বকুনির সময় আমি তাইতো করি

"তুই কানে আঙুল দিয়ে খুব জোরে চেপে থাকিস্!"

"তাহলে আরো ভালো শোনা যায়। আমি বেশ পরীক্ষা করে' দেখেছি। দাদার বকুনির সময় আমি তাইতো করি। তাতে করে' দাদার চোস্ত চোস্ত সব গাল বেশ ছাঁকা হয়ে একেবারে সারাংশ বেরিয়ে আসে। আমি সেইগুলো আবার রচনায় বসিয়ে দিই। তা ছাড়া—" অমল চুপ করে।

বুবু উৎকর্ণ হয়!

"তা ছাড়া আমার দাদা আমার জায়গায় আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে যদি অন্য কাউকে পায় তাহলে ক্ষেপে গিয়ে তক্ষুণি খুনোখুনি করে' বস্‌বে।" অমল মুখ ভার করে: "আমার শূন্য স্থান পূর্ণ করা আর কারো সাধ্য নয়।"

"ভারি খারাপ তো।" বুবু বলে।

"হুঁ। খারাপ তো বটেই। এমন দাদাকে কি আর কাউকে দেয়া যায়? তুই কি বলিস্?"

"তবে বনগাঁয়েই চল্। পিসীমার গান্ শুন্‌বি!"

"গান্?" পা থেকে পিলে পর্য্যন্ত চম্‌কে যায় অমলের।

"কেন, কি হয়েছে? হারমোনিয়ম্ বাজিয়ে গান করে যে পিসীমা। রোজই করে।"

"তবে আর বনগাঁয়ে যাওয়া হোলোনা আমার। বাঘের পেটেও না। গান যে আরো মারাত্মক। কবিতার চেয়েও। ইস্!"

"কেন, খারাপ হোলো কিসে?" বুবু একটু আশ্চর্য্যই হয়। "জয়গান তো নয়, শুধু হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান।"

"কেবল কবিতা কেন, নাচের চেয়েও গান হচ্ছে ভীষণ। দাদা কি বলে জানিস্? বলে, যে চোখের পাতা বুজ্‌লেই খুব বড়ো নাচিয়েকেও আমরা অনায়াসে সহ্য করতে পারি, অনায়াসেই আর অকুতোভয়েই বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু গাইয়েকে? কানের পাতা বোজানোর যে কোনো পন্থাই রাখেননি ভগবান! কালারাই কেবল পেরে ওঠে ওদের সঙ্গে।"

"তা বটে।"

"নাচগানের উপর ভারি চটা দাদা, কথাশিল্পী কি না!" অমল বলে।

"কথা-শিল্পীরা বুঝি নিজের কথা ছাড়া সইতে পারে না?" বুবু জানতে চায়—"আর সবার কথাতেই ওদের বুঝি খুব চটে থাকতে হয়?"

"তা বই কি!" অমল সায় দ্যায়, "তা নইলে কিসের কথাশিল্পী!"

"তাহলে তো ভারি—"

এমন সময়ে দিগ্বিদিক্ থেকে বিরাট এক হৈ-হৈ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো, ছুটে আসে—বুবুর মুখের কথা বুদ্‌বুদের মতোই মিলিয়ে যায় তার গর্ভে। অমল একবার বুবুর ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে পিছনে তাকিয়ে ছাখে, তার পরেই, চক্ষের নিমেষে বন্ধুকে বগলদাবা করে' পাশের অট্টালিকার রোয়াকে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে। এক অতিকায় ষাঁড় —অমলের দাদার ভাষায় সিংহনাদ করতে করতে সবেগে ধাবমান আর তাকে তাড়িয়ে নিয়ে হল্লা করে' ছুটেছে একদল লোক। লোকজনের সংশ্রবে রুচি নেই, মাখামাখি করতে নারাজ, ষাঁড় না হয় সংসার ত্যাগ করেই চলেছে, অমলদের মতোই পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হয়, কিন্তু এতগুলো লোক একসঙ্গে বৈরাগ্যগ্রস্ত ও-বেচারার ওপর কেন এরকম ক্ষেপে গেল, তা কিছুতেই ওদের বোধগম্য হয় না।

"বাঘের পেটে যেতে তোর আপত্তি ছিল, এখন তো ষাঁড়ের শিং-এ যেতে বসেছিলি!" অমল বলে।

"খুব বাঁচিয়েছিস্!" বুবু শুধু বলে। তার সর্ব্বান্তঃকরণ ধন্যবাদে ভরে' ওঠে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কৃতজ্ঞতার ভাষা সে হাতে পায় না।

"দাদা বলে ঘোড়া থেকে একশ হাত দূরে থাক্‌তে হয়, শত হস্তেন বাজীনাং, আর হাতী থেকে হাজার হাত—"

"কেন হাতীর থেকে এত বেশি কেন ?"

"কামড়ে দিতে পারে, সেইজন্যে বোধ হয়। সব জানোয়ারের থেকে হাতীর দাঁত সবচেয়ে বড়ো কিনা। কথায় বলে গজদন্ত! শুনেছি, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি।"

"আজই দেখ্‌তে পাবি। আমার পিসেমশায়ের আছে।"

প্রাণরক্ষার বিনিময়ে জীবন সার্থক করার এই সামান্য সুযোগও অন্ততঃ সে বন্ধুর সামনে যে উপস্থিত করতে পেরেচে এইটুকু ভেবেই বুবু পুলকিত হয়।

"আচ্ছা, দেখব'খন। কিন্তু হাতীর নিজের গজদন্তের মতো কি আর হবে ?" এ বিষয়ে অমলের সন্দেহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে যেন থেকেই যায়, কিন্তু আপাতত সে-কথা সে চাপা দ্যায়। "আর দাদা বলে, স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনায়। আর্সোলা, নেংটি ইঁদুর, মেনি বেড়াল, পাগ্‌লা কুকুর—এরা সব দুর্জ্জনের মধ্যে। এদের উপদ্রব আরম্ভ হলে, বাড়ী ছেড়ে, চাই কি, পাড়া ছেড়েই পিট্‌টান দেবে। আর্সোলাকেই দাদার সব চেয়ে বেশি ভয়! এমন ফর্‌ফরিয়ে উড়তে থাকে, কথাশিল্প তখন দাদার মাথায় উঠে যায়!"

"আমারো। দিদিতো কবিতার খাতা টাতা ছুড়ে ফেলে খাটের তলায় সেঁধিয়ে পড়ে।"

"তুই তাহলে তো গোটাকতক আর্সোলা পুষ্‌লেই পারিস্। দিদির হাত থেকে বেঁচে যাস্ তাহলে। আমি বোতলে পুরে এনে দেব

তোকে। দিদি যদি বরাবরের জন্য খাটের তলায় থেকে যায়, তোর কি কোনো আপত্তি আছে?"

"কিছু না। ভাই ফোঁটার দিনটা কেবল বাদ।" বুবু বলে। "আচ্ছা, ষাঁড় থেকে কত দূরে থাক্‌তে হবে কিছু বলে না তোর দাদা?"

এবার ষাঁড়টাই লোকগুলোকে তাড়িয়ে আনছে

"নিশ্চয় বলে, কিন্তু মনে পড়ছে না এখন। তা, দুশো আড়াইশো হাত, তার কম কি?"

"আর গাধাদের থেকে?"

"দাদা বলে গাধার থেকে দূরে থাকা যায় না। তাহলে নিজেদের সমাজ ছেড়েই চলে যেতে হয়। তবে খুব বেশি ঘেঁষাঘেষি, মেশামেশি না করলেই হোলো।"

"এই কথাটা তোর গোরুর রচনায় লাগিয়ে দিস্। গোরু গাধাতো প্রায় এক গোত্র। গোরু বল্লে আমার যেমন রাগ হয়, কেউ যদি আমাকে গাধা বলে—"

আবার সেই বিশ্বগ্রাসী হট্টগোল! এবার ষাঁড়টাই লোকগুলোকে তাড়িয়ে আন্‌ছে। সংসারের ওপর অনুরাগ ফির্‌লে এমনই হয়; অহিংস অসহযোগ থেকে একেবারে সহিংস সহযোগিতা!

অমল ভীত হয়ে উঠে—"এইবারই সর্ব্বনাশ! ষাঁড়ের তাড়ায় বাঁচন আছে, কিন্তু মানুষের তাড়ায় নেই। এই রোয়াক্ খালি পেলেই সবাই এখানে এসে উঠ্‌বে, তাহলেই আমরা চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে যাবো।"

বুবুও সশঙ্কিত হয়। "যা বলেছিস্!"

অমল বলে, "আয়, এক কাজ করি। পাশের ঘরের এই জান্‌লাটা টপ্‌কে আয় আমরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ি—"

"পরের বাড়ী—" বুবু আপত্তির সুর তোলে: "বড়লোকের বাড়ী, দেখ্‌ছিস্ না?"

"তাতে কি হয়েছে? আমরা তো বাড়ীর মধ্যে থাক্‌ছি না। আবার এই পথে বেরিয়ে এলেই হবে। প্রাণে তো বাঁচি এখন!"

বল্‌তে বল্‌তে ষণ্ড-তাড়িত সেই বিরাট জনসঙ্ঘ ঝড়ের বেগে এসে পড়ে। এবং অমলের আশঙ্কাই ঠিক। সেই উঁচু রোয়াকেই তারা—কিন্তু তার আগেই অমল আর বুবু প্রাসাদোপম রহস্যের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

## রবার্ট ব্লেক ও মিষ্টার স্মিথ

বাস্তবিক, ঘরের মধ্যে ঢোকার পরমুহূর্ত্তেই অমল আর বুবুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখা যায়। এমনটা কি সম্ভব, সেই ঘরেরই কোথাও লুকানো কোনো প্যাঁচ্ ছিল, যে, কেউ একটা সুইচ্ টিপে দিতেই, দেয়াল তখনই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওদের গ্রাস করে' ফেলেচে আর চোর কুঠরীর মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ে' ওরা এখন আছাড়ি পাঁচোড় করছে কিম্বা ঘরের মেজেই হয়তো অকস্মাৎ বদন-ব্যাদন করে' পাতাল-পুরীর অন্দরে ওদের টেনে নিয়েছে — যার গর্ভ থেকে, যে-গহ্বরের খর্পর থেকে, উদ্ধারের উপায় অত্যন্তই সহজ, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সুদূর-পরাহত? অথবা এমনও হতে পারে যে জাম্বুবানের মতো অতিকায় দুই জানোয়ার, ওদের দুদিক থেকে, উইদাউট্ এনি নোটিশ্, এসে—? কিম্বা মঙ্গলগ্রহেই ওরা উধাও হয়ে গেল কিনা কে জানে! এমন অনেক কিছু হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিতান্তই যা হয়েছিল তা এই, অমল আর বুবু যেমন না সেই ঘর পেরিয়ে ও-ধারের বারান্দার দিকে পা বাড়াবে, ও-দিকে তিনজন লোকের প্রাদুর্ভাব দেখ্‌লে। তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে এসে সেই ঘরেরই একটা দেরাজের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে, আর কিছু নয়।

৬

লোক তিনটে সেই ঘরেই আসে। দুজন বাঙালী, গুণ্ডাগোছের চেহারা, তবে স্বশ্রেণীর মধ্যে ওদের যে কিছু আভিজাত্য আছে প্রথম-দর্শনেই সেটা পরিষ্কার হয়। তৃতীয়টি মাড়োয়ারি, তার একটি শ্রীচরণ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এবং পরিধিতে লক্ষ্য করবার মতো। দেরাজের ফাঁক্ দিয়ে অমল আর বুবু তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে।

মাড়োয়ারিটা বলছিল,—"হামি যো বোল্‌সে তোমরা বুঝুতে পার্‌সে না। হামি বোল্‌সে উস্‌কো সুধো পায়ের নেই, মুখ ভি আচ্ছাতরে বান্‌তে হোবে। কাহে নেই, উ যদি চিল্লায় তো পাড়াকা আদ্‌মি সব্ তো জান্ যায়—"

বাঙালী গুণ্ডাদের একজন বলে—"উ বহুৎ ঘড়ি বুঝে লিয়েছে, বাবুজী! তব্ তো হাম্‌লোক্ ভি পাকড়্ যায় আউর হাম্‌লোক্‌কাভি জান্ যায়।"

মাড়োয়ারি: "ঠিক হ্যায়! আভি বাৎ এহি যো রাত দো-ঢাই বজে যোই বখৎ ও ঘুম্‌তে যাবে—"

এক নম্বর গুণ্ডা বিস্ময় প্রকাশ করে—"রাত দুটোর সময় ভি ঘুম্‌বে এইসা তো কভু শুনিনি! আপ্ কেয়া বোল্‌তা, বাবুজী?"

গুণ্ডা নম্বর দুই ফিস্ ফিস্ করে: "আরে, বোল্‌তা কিরে, ভীমরুল্ বল্। পাখানা দেখেছিস্? বোল্‌তার কামড়ে কখনো অতো হয়?"

নম্বর এক: "যাঃ, গোদ্ নিয়ে ঠাট্টা করিস্‌নে, তোরও হতে পারে একদিন। তোর গলাতেই হয়ে বসবে কিনা কে জানে!"

মাড়োয়ারি: "ঠাট্টা কা কোই বাৎ নেই! ঘুম্‌তে যাবে লেকিন্ ঘুম্‌বে না। সমঝ্‌ছে না? ঘুম্‌তে যাবে লেকিন্ ঘুম্‌নে নেহি যায়গা।

সমঝ্‌ছে? টহল্‌বে না, লেকিন্‌ ঘুম্‌বে। আঁখ্‌ বন্‌ কর্‌কে এইসা—” নিজের চেষ্টার দ্বারা মাড়োয়ারিটা যথাযথ উদাহরণের দৃষ্টান্ত ছায়।

প্রত্যক্ষ-দর্শনে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়। “ওঃ, এইবার বুঝেছি। নিদ্‌ যাবে, তাই বলো।”

“হঁ, হঁ, ওহি বাৎ! তব্‌ সব্‌ তো ঠিক হোয়েসে? হাত-পা বান্‌কে ছালাকা ভিতর—সম্‌ঝেসে? মুখভি বান্‌তে হোবে। লাগন্‌দাসকো হাম টেলিফুঁক্‌ কিয়া হ্যায়— যানেসেই মোটর মিল্‌ যায় গা। আউর কেয়া?”

অনুমানপরবশ হয়ে গুণ্ডাত্নটো হাত বাড়াতেই মাড়োয়ারিটা ওদের হাতে তুখানা নোট্‌ গুঁজে ছায়। “ঠিক্‌ ঠিক্‌ কর্‌না। হাতসাফাইসে সেক্‌লে দো-দো হাজার। আও, ঘরঠো দেখ্‌লা দেই—”

ওরা চলে যেতেই অমলরা বেরিয়ে আসে। জান্‌লা ডিঙিয়ে সোজা সেই রোয়াকেই। তখন আর সেখানে জনতার বাধা নেই। ষাঁড়ের নেতৃত্ব স্বীকার করে' নিয়ে বহুক্ষণ আগেই তার পেছনে পেছনে তারা রওনা দিয়েছে।

নেমে এসে অমল প্রকাণ্ড বাড়ীটার গেটের প্রস্তর-ফলক লক্ষ্য করে। তাতে লেখা আছে শুধু: কৃতান্ত চাঁদ লোহিয়া।

বুবুকে জিজ্ঞাসা করে—“কি বুঝ্‌লি?”

“গোদ, আবার কি?” অবহেলার সঙ্গে উত্তর দ্যায় বুবু। “ওই জিনিষ পিঠে হলেই কুঁজ আর গলায় হলেই গলগণ্ড।”

“তুই কিচ্ছু বুঝিস্‌ না! নেহাৎ তুই ছেলেমানুষ।” অত্যন্ত হতাশ হয়েই অমল বলে: “নিতান্তই নেহাৎ—।”

"আবার বোঝাবুঝির কি আছে?" বুবু অবাক হয়ে যায়। "তবে কি ও গোদ্ নয়? গুণ্ডাটা যে বল্ল গোদ্ই ওটা।"

"ধুত্তোর গোদ্। তোর মাথায় কিচ্ছু নেই! তোকে নিয়ে যদি কোথাও যেতে হয় তাহলে মারাই পড়্বো দেখ্ছি। চাঁদে কিম্বা মঙ্গলগ্রহে তোর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা বাতিল করতেই হোলো।"

এত বড়ো প্রলুব্ধকর যাতায়াতটা হঠাৎ কেন স্থগিদ হয়ে গেল, তার কোন্ বিশেষ অপরাধে, বুবু তা ভেবে পায় না।

"ওই নাম-লেখা পাথরখানা দেখেছিস্?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

"কতো মণ?" বুবু জান্তে চায়ঃ "তাই জিগ্যেস্ করচিস্?"

"মণ না তোর মুণ্ডু! যতো বলি য়্যাড্ভেঞ্চারের বই পড়্ তা তো পড়্বিনে, মাথা খুল্বে কিসে? দাদা ওই জন্যেই আমাকে কত বই কিনে ছায় আর হরদম্ পড়তে বলে।"

বুবু গুম্ হয়ে থাকে, তার দস্তুরমতো রাগ হয়েছে তখন।

"পাথরে নামটা দেখেছিস্?" অমল বলেই চলে, "মাড়োয়ারি। আর মাড়োয়ারি হলেই খুব বড়লোক। এই কৃতান্তচাঁদ লোকটাও নিশ্চয় খুব বড়লোক। আর ঐ যে গোদালো মাড়োয়ারিটা দেখ্লি ওটাও এই বাড়ীর। ও হোলো গে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ও করেছে কি, এই ভাড়াটে গুণ্ডার দলকে হাত করেছে টাকা দিয়ে, ওদের সাহায্যে আজ রাত দুটো আড়াইটার সময় বেচারা কৃতান্ত'র মুখ হাত পা বেঁধে মোটরে করে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও, খুব নির্জন কোনো পোড়োবাড়ি কি ভূতুড়ে বাড়িতে,—ভূতুড়ে হলেই

ভালো হয়, য়্যাডভেঞ্চারটা সেখানেই বেশি জমে' ওঠে—ভূত আর গুণ্ডা দুদলে মিলে কিলোকিলি বেধে গিয়ে খুব রোমাঞ্চকর হয় কিনা!—"

কৌতূহলের আস্বাদে বুবুর রাগ ততক্ষণে জল হয়ে এসেছে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। তারপর ভূতুড়ে বাড়ীতে কৃতান্তচাঁদকে নিয়ে গিয়ে মা কালীর কাছে বলি দেবে, এই তো?"

"পাগল! দশ বিশ বছর আগে হলে তাই করত বটে, কিন্তু এখন অন্যরকম কায়দা। ওকে বলি দিয়ে কি করবে? ওর মাংস তো খাওয়া যাবে না। পাঁঠা তো নয়, একেবারেই অখাদ্য যে! ওকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গুম্ করে' রাখ্‌বে। এদিকে চিঠি দেবে কৃতান্তচাঁদের আত্মীয়দের কাছে যে এত টাকা পেলে—এক লাখ কি দুলাখ কি দশলাখ কি জানি—ওকে ছেড়ে দেবো নতুবা না। এ-সমস্ত কালই জান্‌তে পারা যাবে। কালকেই! সব খবরের কাগজেই বেরুবে কিনা। বড় বড় হেড্‌লাইনেই বেরিয়ে যাবে।"

"বলিস্ কি? তুই কি করে' য়্যাতো জান্‌লি?"

"আমি জান্‌তে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সমস্ত সহরে কি রকম সোরগোল্ পড়ে' যায়, দেখিস্ কাল।"

"তাহলে আর বনগাঁয় আমাদের যাওয়া হচ্ছে না?" একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বুবু বলে।

"এই অপরিচিত ভদ্রলোককে আসন্ন বিপদের মুখে ফেলে আমরা যাবো বনগাঁয়? তুই বলিস্ কি?" অমল হাঁ হয়ে যায়।

"পুলিসে খবর দিয়ে গেলেই হয়। আর খবরের কাগজ? সে তো বনগাঁতেও পাওয়া যায়, আমি জানি।"

"হ্যাঃ! পুলিস! পুলিসে এ সবের কিনারা করতে পারে না কি? তাদের আর পারতে হয় না! যারা ডিটেক্‌টিভ্‌ বই লেখে, কেবল তারাই পারে, আর পারে যারা সে সব বই পড়েছে — তাছাড়া আর কারু কম্ম না!"

"বেশ তো, আমরা বনগাঁ থেকেই না হয় এর কিনারা করব। কাগজ পড়ে' পড়ে' মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে করা যাবে।"

"তা কি হয়? আমরা আসছি আবার এখানে রাত ছুটো আড়াইটার সময়। বেচারা কৃতান্তচাঁদ! খুব সম্ভব বৃদ্ধ, আর আমার বিশ্বাস, খুব অমায়িক-প্রকৃতি। প্রায়ই এই রকম হয় এই সব নিরীহ ব্যক্তিরা। বেচারা কৃতান্তকে বাঁচাতেই হবে আমাদের।"

"কি করে' বাঁচাবো আমরা? কতগুলো গুণ্ডা আছে কে জানে! আমি তো ভাল বক্সিংও জানি না! যুযুৎসু তো নয়ই!"

"সে দেখিস্‌ তুই তখন! আমিই তো বাঁচাবো। জানিস্‌ তো আমার নাম? অমলকুমার! 'বিমলকুমারে'র আমি মাস্তুত ভাই—তা জানিস্‌?

"থাক্‌, থাক্‌, আর বলতে হবে না—" বাধা দিয়ে বুবু বলে।

ফুলিয়ে-ওঠানো বুককে আবার চুপসে আনে অমল। "ছদ্মবেশে আসতে পারলেই ভালো হয়। অদলবদল করে' নেব না হয়, আমার কাপড় জামা তুই পরিস্‌, আর তোর কাপড়-জামা আমি পরবো। তাহলেই ছদ্মবেশ হয়ে গেল। একজোড়া করে' নকল গোঁফ্‌ পেলে তো কথাই ছিল না। নেহাৎ না মেলে, অগত্যা, কালি লাগিয়েই কাজ সারতে হবে—"

গোঁফের প্রস্তাবে বুবুর আগ্রহ হয়—"সে আমি করে' দেব

তোর। করে' দিতে পারব। কলমের পেছন দিয়ে আমি দিব্যি গোঁফ্ আঁকতে পারি। একদিন দিদি অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, আমি দিদির করে' দিয়েছিলাম, বাবার মতই বেশ লম্বা-চওড়া জাঁদ্রেল্ গোঁফ্ একখান্! জেগে উঠে দিদির সে কী রাগ!" বাব্বাঃ!

"ঠিক্ ঠিক্ করনা! হাত সাফাইসে সেক্‌লে দো-দো হাজার"

"আচ্ছা, সে হবে এখন গোঁফ্। গোঁফের জন্যে অতো ভাবনা নেই। ছদ্মবেশই হোলো গিয়ে আসল! তারপর এখানে বসে', এই আড়ালটায়, মোটর আসার অপেক্ষা করব আমরা। তারপর কি কি করতে হবে তা তখন মাথা ঘামিয়ে বার করা যাবে।"

"লগিন্দাসের মোটর, আমার বেশ মনে আছে।"

"একটা নোট্‌বই কিনে ফেল্‌তে হবে এক্ষুণি। কতক্ষণই বা মনে থাকবে এসব কথা? চট্‌পট্‌ টুকে ফেলা চাই সঙ্গে সঙ্গে।"

"চাই-ই তো।" বুবুও মুখখানাকে ডিটেক্‌টিভের উপযোগী গুরু-গম্ভীর করে' আনে।

"আরেকটা কথা।" আঙুল কাম্‌ড়ে বলে অমল। "ছদ্মবেশের সঙ্গে ছদ্মনামও যে দরকার। অমল-বুবু বলে' ডাকাডাকি চল্‌বে না তো।"

"চল্‌বেই তো না।" বুবু ঘাড় নাড়ে।

"আমি দুটো নাম ঠিক করেছি—"

"ভালো নাম তো?"

"চমৎকার! তোর নাম হোলো গিয়ে স্মিথ্‌—কেমন?"

"বেশ। আর তোমার?"

"আমার? আমার নাম ব্লেক্‌, রবার্ট ব্লেক্‌!"

স্মিথ্‌ যে ব্লেকের সাক্‌রেদ্‌। অমলের চেয়ে খাটো হতে বুবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। এই নামকরণে ও সুখী হতে পারে না। ওকে ব্লেকত্ব দেওয়া হলে খুসী হতে পারত বরং।

"উঁহু। ও ভালো নয়। য্যাতো স্বদেশী নাম থাক্‌তে বিদেশী কেন? আমি নাম ঠিক করেছি।" বুবু বলে।

"কী শুনি?"

"আমার নাম হোলো গিয়ে গোবিন্দরাম।"

পাঁচকড়ি দে'র বইগুলো পড়া ছিল বুবুর। অনেকদিন আগেই পড়া ছিল। গোয়েন্দার নামটা আগেভাগেই সে আত্মসাৎ করে' রাখে।

"আর আমার নাম?"

বুবু সমস্ত মন হাতড়ায়, স্মৃতিশক্তি তোলপাড়্ করে' তোলে, কিন্তু পাঁচকড়ির বই থেকে আর কোনো গোয়েন্দাই ওর মানস-পটে উঁকি ঝুঁকি মারে না। অমলের কাছ থেকেই ধার করে' কবে পড়ে' পার করেছে—এতদিনে কি আর ওসব মনে থাক্‌বার? তবু, যথাসাধ্য, বইগুলোর নাম মনে করে একে একে, ওর মধ্যে কোন্‌টা অমলের সঙ্গে খাপ্ খাবে, মনে মনে ভেবে ছাখে।

মায়াবী? মনোরমা? নীলবসনা সুন্দরী? নীলবসনা—? উঁহু, এ-নাম তো কিছুতেই দেওয়া যায় না, দিতে গেলে এক্ষুণি ক্ষেপে গিয়ে পিট্‌তে সুরু করে' দেবে অমল। জীবন্মৃত রহস্য? হত্যাকারী কে? হরতনের নওলা? নাঃ, এসবের কোনোটাই ওর মনঃপূত নয়। ওর নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না, অমলের কি হবে — ও তো আরো বেশী সৌখীন! তাহলে?

অবশেষে যেন একটু আলোকের ইঙ্গিত পায়: "আচ্ছা, তোর নাম কেন থাক্ না, বিষম বৈসূচন?" পাঁচকড়ির একখানা বইয়ের নাম ওর খুব লাগ্‌সই লাগে।

"বিষম বৈসূচন?"

"হ্যাঁ,—এমন মন্দ কি?"

"তুমি গোবিন্দরাম আর আমি বিষম বৈসূচন?" কালবৈশাখীর মতো বিষম ঘোরালো হয়ে আসে অমলের মুখ। "বটে?"

"ক্ষতি কি তাতে?" ভয়ে ভয়ে বুবু বলে।

"গোবিন্দরামগিরি বের করছি। বড্ড বাড়্ হয়েছে তোমার।" অমল ভয়ানক রেগে যায়, কিন্তু কী যে করবে ভেবে পায় না। এক

ঘুসিতে স্মিথ্‌কে এক্ষুণি ব্ল্যাক্‌স্মিথ্‌ বানিয়ে দিতে চায়, কিন্তু তাহলে ওর নিজের চলে কি করে'? আজ রাত্রে কৃতান্তকে উদ্ধার করার আশা নিতান্তই ছাড়তে হয় যে তাহলে। একা কি অতো দায়িত্ব নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব—আর যদি সম্ভবও হয়, তা কি সঙ্গত? স্মিথ্‌ ছাড়া কি ব্লেকের কখনো চলেছে? স্মিথ্‌কে তার প্রাপ্য গৌরব থেকে ব্লেক্‌ কি বঞ্চিত করতে চেয়েছে কোনোদিন?

অবশেষে অনেক বিবেচনা করে' নিজেকে সে সাম্‌লে আনে। "ওসব আমি জানি টানি না। আমার শেষ কথা। আমি ব্লেক্‌ আর তুমি স্মিথ্‌। এতে যদি রাজি না থাকো তো তোমার সঙ্গে এই শেষ। জন্মের মত আড়ি।"

"তাহলে তুমি শুধুই ব্লেক্‌, আমি কিন্তু মিষ্টার্‌ স্মিথ্‌?" বুবুর নরম গলায় সন্ধির অভিসন্ধি।

"বেশ তাই।" অমল হাসিমুখেই মিষ্টারত্ব ছেড়ে দ্যায় বুবুকে। অম্লানবদনেই ছেড়ে ছায়। দুজনের সম্পর্ক ফের আবার মিষ্টি হয়ে ওঠে।

## নবম পরিচ্ছেদ

"এপথ গেছে কোন্ খানে?
কে জানে ভাই কে জানে—!"

রাত দেড়টা কি দুটোই হবে, মিষ্টার স্মিথ্ সমভিব্যাহারে রবার্ট ব্লেক্ কৃতান্তচাঁদের বাড়ীর উপকণ্ঠে হাজির হয়েছেন।

রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে নোট-বুক্‌টা খুলে চট্ করে' দেখে নিয়েই ব্লেক্ বলে' ওঠেন—"দো-ঢ়াই! এখনো দেরি আছে।"

"কিসের দেরি?" স্মিথ্ জিজ্ঞাসা করে।

"সেই গোদালো মেড়োটা সকালে বল্‌ল না যে রাত দো-ঢ়াই বাজে' কাজ সার্‌তে হবে? মেমারি ষ্টেশন্‌টা কি বাড়ীতে ফেলে এসেছ মিষ্টার স্মিথ্?"

"হ্যাঁ, তোমার দাদার জিম্মায়!"

"ভালো কাজ করো নি। পদে পদেই এখন মাথার দরকার।"

ইতিমধ্যে মোড়ের গির্জ্জার ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নেয় স্মিথ্—"বাবা! এখন যে মোটে এক-ঢ়াই! এখনো একঘণ্টা!"

বাড়ীটার কাছাকাছি, সকালের নির্ব্বাচিত সেই আব্‌ডাল-করা জায়গাটায় দু'জনে গিয়ে বসে। পাশের ড্রাইংক্লিনিং-এর দোকানের

হাত-আঁকা লম্বা সাইন্‌বোর্ডটায় গ্যাসের আলো-কে আড়াল করেছে সেইখানে, তারই অন্ধকার ঘুপ্‌টির মধ্যে অনেকটা আত্মগোপনের সুবিধা রয়ে গেছে।

ব্লেক্ ফিস্ ফিস্ করে' বলেন—"এখান থেকে আমরা সবাইকে দেখ্‌তে পাব, অথচ আমাদের কেউ দেখ্‌তে পাবে না। এখন আমাদের বিশেষ করে' লক্ষ্য কর্‌তে হবে সবাইকার গতিবিধি, কার্য্যকলাপ, চালচলন। সব কিছুই লক্ষ্য করতে হবে। খুব সামান্য জিনিস—একটুক্‌রো ইঙ্গিতও ফেল্‌না নয়—কী থেকে কোন্ ক্লু পাওয়া যায় কেউ বল্‌তে পারে না।..."

পাঁচকড়ি দে কিম্বা দীনেন রায়ের কোন্ বইটা থেকে ব্লেক্ গড়্‌গড়্ করে' আউড়ে যাচ্ছেন, স্মিথ্ মাথা ঘামবার চেষ্টা করে।

একটু দম নিয়েই ব্লেকের আবার সুরু হয়—"হ্যাঁ, সবার উপরেই লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে আমাদের। যারা এই রাস্তা দিয়ে যাবে, বাড়ীটার দিকে কটাক্ষ করবে, কিম্বা একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করবে না, কিম্বা যেতে যেতে কাশ্‌বে, হেসে দেবে, কিম্বা হাস্‌বে না—বুঝ্‌তে পেরেচ? এমন কি আশপাশের বাড়ীর লোকদের পর্য্যন্ত আমরা রেহাই দেবনা। মোড়ের পাহারোলাটাও বাদ না—কী জানি সেও হয়ত এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। সেটা অবশ্য তত সম্ভব নয়, তবে ও আসল পাহারোলা কি না তাই বা কে বল্‌বে—হয়ত ওদেরই দলের কেউ পাহারোলা সেজে পাহারা দিচ্ছে। তাও হতে পারে। এমনো তো হয়। হয় নাকি?..."

ব্লেক্ বলেই চলেন, কিন্তু স্মিথের কোনো সাড়া-শব্দই নেই। সন্দিগ্ধ হয়ে ফিরে' তাকান্ ব্লেক্। এ কি! স্মিথের দেহ নিস্পন্দ

কেন? একেবার অসাড়, দেয়ালে হেলান-দেয়া যদিও, তবু প্রাণের চিহ্নমাত্রই নেই। বেঁচে আছে তার কোনো দুর্লক্ষণই নেই যেন! ব্লেকের বুক কেঁপে ওঠে, ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ ওকে খুন করে' গেল নাকি? তার বক্তৃতার ইত্যবসরে? ব্লেকের পিলে পর্য্যন্ত চম্‌কে যায়!

অমলের চোখ কপালে ওঠে—"তোমার গাড়ী? বারে!"

নোটবুক্ খুলে দুর্ঘটনাটা যথাযথ টুক্‌বার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্লেকের হাত কাঁপ্‌তে থাকে। চোখ ছল্ ছল্ করে' আসে, কান্না পায় ব্লেকের।

গায়ে হাত দিতেই ধড়মড় করে' ওঠে স্মিথ—"কী কিরে অম্‌লা?"

এবার ব্লেক যায় চটে—"য়্যাঁ? এই কি স্মিথের মতো কাজ? দারুণ দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এইভাবে নাক ডাকানো?"

"বড্ড ঘুম পাচ্ছে ভাই।" স্মিথ্ বলে।

"ভাই? আমি তোমার ভাই নই, তা জানো? এত কষ্ট করে' আমাদের ছদ্মবেশধারণ সব তুমি ব্যর্থ করে' দেবে দেখ্‌চি—" ব্লেকের রাগ কিছুতেই বাগ মানে না।

"ভুল হয়েছে রবার্ট ব্লেক্! যেতে দাও।" স্মিথ্ এবার কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে—কিন্তু তার কাঁচুমাচুতা কতক্ষণের? পরমুহূর্ত্তেই নিদ্রালু প্রাণ তাকে উপদেশপ্রবণ করে' তোলে। "এস না কেন, এই ফাঁকে আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই। দো-ঢ়াইয়ের তো দেরি আছে। ততক্ষণ তোফা একচোট্ হয়ে যাবে এখন। আর মোটর এলে হর্ণ দেবেই, আওয়াজ্ পাবই আমরা—আপ্‌না থেকেই তখন জেগে উঠ্‌ব। তুমি বলো কি ব্লেক্?"

অমল আপত্তি করে—"তা কি করে' হবে?" এতখানি দায়িত্বের গুরুভার মাথায় নিয়ে সে কি কখনো অকাতরে ঘুমোতে পেরেছে এর আগে? নিজের প্রাচীন ইতিহাস যতই সে খুঁটিয়ে ভাখে, ততই তার অভ্যন্তরে ব্লেকের আত্মা প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠে।

"সজাগ ভাবে ঘুমোলেই হয়।" স্মিথ্ জানায়। "লোকে ভাব্‌বে আমরা ঘুমোচ্ছি কিন্তু আসলে আমরা চোখ বুজে জেগে থাক্‌ব। তাতে করে' তাদের চালচলন লক্ষ্য করা কতো আরো সহজ হবে!"

ব্লেক্ একটু চিন্তা করেন। ঘুম তাঁরো যে না পাচ্ছিল তা নয়। স্মিথের কথাই তাঁর সমীচীন মনে হয়। তিনি কিছু বলেন না, কিন্তু কয়েক্ মুহূর্ত্ত পরেই, রাস্তার লোকেদের ভার রাস্তার উপরেই ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের কথা বেমালুম ভুলে, ডিটেক্‌টিভের

দারুণ দায়িত্ব হজম করে' ঢুলন্ত স্মিথের গায়ে নিজেও অবিলম্বে ঢুল্‌তে সুরু করে' ছ্যান্—

ওই দুই ঢোঢুল্যমান বালককে দেখে, ওরা যে শার্লক্ হোম্‌সের প্রতিদ্বন্দ্বী, ঘুণাক্ষরেও কি কেউ সন্দেহ করতে পারে? উঁহু! পারে না। ওরা যে গোয়েন্দাগিরিতে রীতিমতই পেকেছে, এই থেকেই তার প্রমাণ। ওরা যা নয় ঠিক তাই লোকে টের পাচ্ছে, ওরা যা তার ধার-কাছ ঘেঁসেও কারও আন্দাজ যাচ্ছে না—এই খানেই ওদের বাহাদুরি! দুঃখের বিষয়, ওদের এই বাহাদুরি লক্ষ্য করবার কেউ ছিল না, কেন না ওদের চোখ বোজার আগেই, পাড়ার সবাই তখন অচির-নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে।

ওদের ছদ্মবেশ একেবারেই নিখুঁৎ বল্‌তে হবে। ব্লেকের কাপড় জামা স্মিথ্ পরেছে এবং স্মিথের ব্লেক্। মায় স্লিপার্ পর্য্যন্ত, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। গোরুর গাড়ীর চাকার কেন্দ্রস্থল থেকে তেলকালি নিয়ে ছদ্ম-গোঁফ বানাতেও ওরা গেছ্‌ল কিন্তু গাড়োয়ানের কাছ থেকে ব্যাঘাত পেয়েছে। আরেক জায়গায় এক দারোয়ানের সামান্য আপত্তিতে এক পিপের অন্তর্গত আলকাৎরা ওদের গোঁফে পরিণত হবার সুযোগ পায়নি।

চাকার তেলকালি সংগ্রহের সময় কথা কাটাকাটিও কম হয়নি।— "যার গাড়ী সে তো কিছু বল্‌ছে না, তুমি কেন বাধা দাও বাপু?" বলেছে অমল।

"আমারই তো গাড়ী!" গাড়োয়ান বল্‌তে চায়। একটু অবাক হয়েই সে বলে।

অমলের চোখ কপালে ওঠে—"তোমার গাড়ী ? বাঃ ! বল্‌লেই হোলো ! তুমি কি গোরু ? গোরুর গাড়ী তো এ !"

বুবু ব্যাখ্যা করে' দিয়েছে—"গাড়ীর জমিদার হোলো গোরু, তুমি কেবল চালিয়ে থাক ; তুমি তার ম্যানেজার মাত্র, বুঝেচ ?"

বোঝে কি না সে-ই জানে, কিন্তু আর বাক্যব্যয় এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে', জমিদারি হাঁকিয়ে সটান সে চলে যায়।

কিছুদূর গিয়ে, তারপরে, এক গুদামের সামনে মুখখোলা এক আলকাৎরার পিপে ওরা দেখতে পেয়েছে। 'গোঁফ্‌কা বাস্তে দরকার' গুদামের দারোয়ানকে একথা বলতেই, আনন্দের আতিশয্যে দারোয়ানটা যেন উথ্‌লে ওঠে, সমস্ত পিপেটাই দিয়ে দিতে চায় তক্ষুনি। অসাধারণ বদান্যতায় অসামান্য হয়ে পড়ে।

"নেহি নেহি, খুব জারাসে হোলেই হোবে।" ওরা বলেছে।

"লেকিন্ থোরা মুস্কিল আসে খোকাবাবু—" আলকাৎরা দিয়ে গোঁফ বানানোর ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করে দারোয়ান। এই গোঁফ নাকি একেবারে জাঁকিয়ে বসে থাক্‌বে চিরদিনের মতো, কিছুতেই আর ওঠানো যাবে না ওকে। তাহলে তো ভয়ের কথাই বটে !

অমল জিজ্ঞাসা করেছে বুবুকে—"তাহলে কি আমাদের আসল গোঁফ আর উঠতে চাইবে পরে ? লজ্জা পাবে হয়তো ! এ-গোঁফকে হটিয়ে ঠেলে ফেলে উঠতেই পার্‌বে কি না কে জানে ! তুমি কি বলো স্মিথ্ ?"

একটা সমস্যাই বটে। বুবুও মুখখানা যথাসাধ্য সামস্যিক করে'

আনে—"আর যদিই ওঠে সেও তো এক বিপদ! ডবল গোঁফ নিয়ে আমরা মুখ দেখাব কি করে' ?"

অতএব গোঁফ-লাভ ওদের আর হয়নি, কিন্তু ওটা বাদ, ওদের ছদ্মবেশে কোথাও কোনো বিচ্যুতি আছে একথা কেউ বল্‌তে পারবে না। এবং ওরা যে এ-মুহূর্ত্তে ঢুল্‌ছে এও হয়তো বিশ্বাস করা শক্ত।

একলাফে উঠে পড়ে পেছনের পাদানির ওপর

খুব সম্ভব ওটা একটা পাকা চাল্ ওদের; আগাগোড়াই অভিনয়, সবাইকে জানাতে চচ্ছে যে ঢুল্‌ছে, কিন্তু আসলে ওই কায়দা করেই সবার উপরেই ওরা নেক্‌নজর রেখেচে।

রাত প্রায় তিনটা, এমন সময় একটা বাস্ প্রায় নিঃশব্দেই এসে দাঁড়ায় বাড়ীর গেটে। ব্লেক্ আর স্মিথ্ তখন দেয়ালের গা বেয়ে

গড়িয়ে পড়েছেন রাস্তায়। সেইখানেই তাঁরা তথাকথিত সজাগ অবস্থায়, ড্রেনের কিনারায়, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে একেবারে জড়ীভূত। বাসের আগমন ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তাঁরা।

বাসের হেড্‌লাইট্‌ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেই নিবে যায়। সাম্‌নের রাস্তাটা কতখানি এবং কতদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার সেই আলোয় স্পষ্ট হয়। সদর গেট্‌ খোলাই ছিল, দুজন লোক বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, বাসের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। ড্রাইভার নেমে এসে ছেলে দুটিকে ধাক্কা মারে—"এই, এই! এখানে রাস্তায় শুয়ে কেন রে? এ কি শোবার জায়গা নাকি? ওঠ্‌ ওঠ্‌, ভাগ্‌ এখান থেকে। চাপা পড়্‌বি। পালা!"

ধড়্‌মড়িয়ে ওরা ওঠে। চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতেই সমস্ত পরিস্ফুট হয়। এই সেই গাড়ী। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্য্যকলাপ এতক্ষণ সব সুরু হয়ে গেছে বোধহয়।

পাশের একটা ছোট্ট চোরা গলির মুখে গিয়ে ওরা দাঁড়ায়। রুদ্ধনিশ্বাসে অতঃপরের অপেক্ষা করে।

"মিষ্টার্‌ স্মিথ্‌—"

"হ্যালো ব্লেক্‌!"

"কী বুঝছ ব্যাপার?"

"সুবিধের নয়!'

চাপা-গলার পরামর্শ এতদূর পর্য্যন্ত এগিয়েছে, এমন সময় সেই চারজন লোক ফিরে আসে। এসে ড্রাইভারকে সঙ্গে করে' নিয়ে আবার ভিতরে যায়।

"এখন ত কেউ নেই, আয় আমরা টায়ার্ ছ্যাঁদা করে' দিই !" স্মিথ্ বলে, "তাহলে আর নিয়ে যেতে পারবে না।"

"তা কি হয়?" ব্লেক আপত্তি করেন, "তাহলে তো কিছুই হোলো না !"

"লোকটা তো বেঁচে গেল।"

"বিপদে পড়ার আগেই উদ্ধার? মজা হোলো কই ? মজাই তো আসল।"

"ভাই ব্লেক, বাস্খানা দেখেছিস্? কেমন অদ্ভুত রকমের !"

"তাইত ভাব্ছি, এ ধরণের বাস্ তো কলকাতায় বড় চলে না।"

সত্যি, অনেকটা য়্যাম্বুলেন্সের মতো কি রকম যেন বাস্খানা, পেছন দিয়ে প্রবেশ-পথ, বেশ প্রশস্তই পাদানি আছে সংলগ্ন। দুধারেই কয়েকটি করে' জানালা, কিন্তু খড়্খড়িরা সব ভেতর থেকে বন্ধ। বাসের মাথায় ঘোড়ার গাড়ীর ছাউনির রেলিংএর মতো বারান্দা দেয়া। বোধ হয় মালপত্র—ওরফে বামাল-পত্র—রাখ্বারই জন্যেই।

এমন সময়ে সেই পাঁচজন লোক বস্তাবন্দী কৃতান্তচাঁদকে ধরাধরি করে' নিয়ে আসে। গাড়ীর পেছনের দরজা খোলাই ছিল, তার ভেতরে ফেলে দেয়, দিয়ে দরজা এঁটে বাহির থেকে তালা লাগায়। ড্রাইভার মোটরে ষ্টার্ট দিলে, ওদের দু'জন বাড়ীর ভেতরে চলে যায়, গিয়ে সেই মুহূর্ত্তেই সদর গেট্ বন্ধ করে। বাকী দু'জন সাম্নে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে।

ব্লেক্ আর স্মিথ্ তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে আসেন চোরা গলি থেকে। একলাফে উঠে পড়েন পেছনের পাদানির ওপর। বাস্ ছেড়ে

দেয়; ফাঁকা রাস্তায় বেশ সজোরেই চল্‌তে থাকে। এত কাণ্ড সমস্তই এক পলকের মধ্যে ঘটে যায়।

বাস্‌ চল্‌তে থাকে। এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে হাওড়ার পুলে গিয়ে পড়ে, পুল পেরিয়ে, ষ্টেশন ছাড়িয়ে চল্‌তে থাকে। তারপর এক অদ্ভুত রাস্তায় এসে পড়ে,—ব্লেক কিম্বা স্মিথ্‌ এ পথে কোনদিন আসেননি। প্রকাণ্ড রাস্তাটা যেন সরীসৃপের মত অগাধ-সম্মুখে নিজেকে সুবিস্মৃত করেছে। তার দুধারেই বড় বড় গাছ, যতো দূরই যাও, যতো জোরেই চলো, এ-রাস্তার যেন আর অন্ত নেই।

"বুঝ্‌তে পেরেছি,—" স্মিথের কানে কানে বলেন ব্লেক্‌, "ইতিহাসে পড়িস্‌নি? এই সেই গ্রাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক্‌ রোড্‌! ট্রাঙ্ক্‌দের গ্র্যাণ্ডত্ব দেখেই টের পেলাম। সেরশাহ্‌ বানিয়েছিলেন এই রাস্তা। দিল্লী পর্য্যন্ত চলে গেছে এম্‌নি বরাবর।"

"তাহলে কি আমরা দিল্লী যাচ্ছি নাকি?"

"কে জানে! ভেতরে আধসের শাহের অবস্থা কী, তাই বা কে বলবে।"

## দশম পরিচ্ছেদ

### রহস্যজনক পদ-বৃদ্ধি !

এতক্ষণ ঝড়ের বেগে ছোটার পরে গাড়ীর গতি এখন দক্ষিণ সমীরণের মতো মৃদুমন্দ হয়ে আসে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের দৌড়ঝাঁপ্ গেছে, অমল মনে মনে আন্দাজ করে। দৌড় কমার সঙ্গে সঙ্গে জোর জোর হর্ণ বাজে, ঘন ঘন বাজ্‌তে থাকে, এবং একটু পরেই অনতিদূর থেকে অত্যুগ্র টর্চ্চের আলো এসে পড়ে গাড়ীর ওপর।

ডানদিকে পাঁচীলঘেরা বেশ বড়ো বাগান, তার পাশ দিয়েই গাড়ী এখন চলেছে। বাগানের সদরগেট্ এইমাত্র খুল্‌ল, দেউড়ি অন্ধকার করে' দাঁড়িয়ে যমদূতের মত একজন লোক, বোধকরি মালীটালিই হবে, পুঞ্জীকৃত অন্ধকারকে টর্চ্চার্ করছিল তার টর্চ্চ্ দিয়ে।

মুহূর্ত্তের জন্যও না থেমে, সোজা মোড় ঘুরে গেটের ভেতর দিয়ে সটান্ বাগানের মধ্যে চলে যায় গাড়ী। গেটও বন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অমল আর বুবু ভাববারও অবকাশ পায় না। রাস্তায় থাক্‌তে থাক্‌তেই লাফিয়ে নেমে পড়ে' পালাবার কথা ওদের মনে উদিত হবার আগেই, নিজেদের ওরা দেখতে পায় বাগানের মধ্যে

এবং একেবারে বাগানোর মাঝখানে। অবিচলিত ভাবে ভীত হয়েই গ্যাখে এই বিপর্য্যয়।

ওদের আকস্মিক অভ্যুদয়ে গুণ্ডারাও কম অবাক হয় না। এরা আবার এল কোত্থেকে? ড্রাইভারটি ভালো করে' লক্ষ্য করে' বলে—"এদের আমি যেন লোহিয়ার বাড়ীর সাম্‌নে দেখলাম—ঠিক এই রকম—আমার বিল্‌কুল্‌ মনে হচ্ছে।"

"এত রাত্রে ওখানে কি কাজ ছিল ওদের?" গুণ্ডাদের একজন প্রশ্ন করে: "কি করছিল ওরা?"

অন্যজন উত্তর দেয়, "ভদ্রলোকের ছেলে বলেই তো দেখাচ্ছে! তারপর কে জানে!"

ড্রাইভারের মনে কিন্তু সংশয় জাগে—"টিক্‌টিকির বাচ্চা নয় তো?"

ওদের অন্যতম তখন জিজ্ঞাসা করেই বসে—"এই, তোরা কারা রে?"

"টিক্‌টিকি গির্‌গিটি নই, কারু কাচ্চা-বাচ্চা তো নয়ই।" অমল জবাব দেয়।

"যেই হও বাপু, আজ রাত্রে আর ছাড়ান্‌ নেই তোমাদের। রাত্রের মতো তো বামালের সঙ্গে বন্ধ থাকো এক ঘরে—তারপর কাল্‌কের কথা কাল। সে তখন দেখা যাবে!"

"উঁহু, এখন মোটেই ওদের ছাড়া হচ্ছে না।" অন্যজন বলে, "পুলিশেরা আজকাল বাচ্চা বাচ্চা সি-আই-ডি লাগায় তা জানিস্‌? দরকার কি, কদিনের আর মামলা? এই কটা দিন এঁরাও থাকুন ঐ র-কলে, উনিও থাকুন! তিন জনেই—হ্যাঁ।" এই বলে',

বাসের মধ্যে অবরুদ্ধ কৃতান্তচাঁদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে লোকটা।

"চল্, হতভাগাদের নিয়ে ঘরে বন্ধ করে' আসি আগে। তারপরে মাল খালাস হবে। তিনটেই থাক্‌বে মালীর হেফাজতে, ও একাই ওদের সাম্‌লাতে পারবে। খুব।"

বাগানের মাঝামাঝি একটা ছোট্ট বাড়ী, তারই একখানা ঘরের চাবি খুলে অমল আর বুবুকে ওরা ঠেলে দেয় ভেতরে। অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে ওরা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে। একটু পরে, আরেকটা গৃহ-প্রবেশের ভারী আওয়াজে, কৃতান্তচাঁদের আগমনও ওরা টের পায়। পর মুহূর্ত্তেই বাইরে থেকে দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ কানে আসে।

"অমল!"

"কিরে?"

"এই লোকদুটো কিন্তু সেই দুটো লোক নয়।" আস্তে বলে বুবু "যাদের সকালে আমরা দেখলাম তারা নয়।"

"তাদেরই দলের। তারা কর্ত্তা আর এরা সাক্‌রেদ্।"

"কৃতান্তবাবুর কোনো সাড়া-শব্দ নেই তো! মারা গেল নাকি ভদ্রলোক?"

"এতক্ষণ যা ধকল্ গেছে, আশ্চর্য্য নয়!" অমল বলে, "কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস্? উনি যে উচ্চবাচ্য করছেন না তার কারণ আছে।"

"ধরা পড়বার ভয়ে?" বুবু উৎসুক হয়ে ওঠে।

"ধরা তো পড়েইছেন, এর বেশি আর কি ধরা পড়বেন ? তা নয়, মুখ বাঁধা যে।"

"ও, হ্যাঁ ! তাই বটে !" বুবুর মনে পড়ে যায়।

বুবু চাপা গলায় বলে, "ফোঁস্ ফোঁস্ করছেন শুন্‌তে পাচ্ছিস্ ? ভারি মুষ্‌ড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।"

"ওঁকে সান্ত্বনা দেয়া দরকার।" অমল ডাক দেয়—"কৃতান্ত বাবু ! ও কৃতান্ত বাবু !"

কৃতান্ত নীরব।

"আপনাকে কোনো প্রত্যুত্তর দিতে হবে না। জানি আপনার মুখ বাঁধা। কিন্তু কান বাঁধা নয় নিশ্চয়ই। আমাদের কথা শুন্‌তে পাচ্ছেন ত ? আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা এখানেই আছি। আপনার নিকটেই, আপনার সঙ্গে এক ঘরেতেই রয়েছি। আমাদের আপনি আত্মীয়ের মতই ভাববেন। আমরাই আপনাকে উদ্ধার করব। আপনি একটুও বিচলিত হবেন না।" গড় গড় করে' অমল বলে' যায়।

বুবু সুরু করে তারপর।—"রবার্ট ব্লেক্ ও মিষ্টার স্মিথের নাম আপনি অবশ্যই শুনেছেন। শুনে না থাকলেও বইয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। খুব বিখ্যাত দুজন ডিটেকটিভ। আমরা হচ্ছি তারাই। আপনার উদ্ধার আসন্ন, সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই।"

অমল বলে, "আপনি যে কোথায় ঠিক আন্দাজ পাচ্ছি না। নইলে এখুনি গিয়ে আপনার মুখের বাঁধন খুলে দিতাম। অজানা ঘরে অন্ধকারে নড়তেও ভয় করছে। না, ভয় ঠিক নয়, তবে অন্ধকারে

নড়া-চড়া সমীচীন না তো? আপনি যদি আমাদের আওয়াজ শুনতে পেয়ে থাকেন, মানে, আপনার কান খোলা থেকে থাকে, তাহলে স্বচ্ছন্দে আমাদের কাছে চলে আসতে পারেন—"

বুবু বলে, "আপনি তো গট্ গট্ করেই ঘরে ঢুক্‌লেন শব্দ পেলাম তখন। তাহলে বস্তা থেকে নিশ্চয় আপনাকে তারা বের করে' দিয়েছে নিশ্চয়। আমাদের কাছে চলে আসুন, পা চালিয়ে চলে আসুন, ভয় কি আপনার?"

তথাপি অন্য তরফ থেকে তেমন উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হয় না। অমল বলে—"সাহস পাচ্ছেন না? ঘর অন্ধকার বলে' বুঝি? আচ্ছা, অত তাড়া কি, তাড়াহুড়ার কি দরকার, সকাল আর হতে কতক্ষণ? তখনি আপনার সুব্যবস্থা করা যাবে। এইটুকু সময় চোখকান বুজে কোন রকমে কাটিয়ে দিন্।"

বুবু অনুযোগ করে—"না হয় মট্‌কা মেরে পড়ে থাকুন্ ততক্ষণ।"

অমল বলে, "বড়লোকের কী দুর্দ্দশা ছাখ্। না বড়লোক হয়, না বস্তাবন্দী হতে হয়, না মুখ-বাঁধা হয়ে পড়ে' থাকতে হয় অন্ধকার ঘরে ড্যাম্পো মাটির ওপর।"

"হ্যাঁ, ভারি অসুবিধে। তুই যেন বড়লোক হোস্‌নে।" বুবু অমলকে সাবধান কর্‌তে চায়।

"দরকার কি হবার আমার!" অমল জবাব দ্যায়, "আমার দাদা থাকলেই হোলো। আর চাইনে কিছু।"

আলাপ-আলোচনার ফাঁকে-ফোকরে কখন্ ওদের চোখ জড়িয়ে আসে, ওরা ভূমিশয্যায় সুবিস্তৃত হয়। প্রথম ঘুম ভাঙে বুবুর, চোখ

মেলেই সে ছুট্‌পাট্ করে' ওঠে, ধাক্কা মারে অমলকে—"এই! এই অম্‌লা! ব্লেক্! ব্লেক্!"

'উঁ।' উঁ-র বেশি নিজেকে উঁচু করে না, উঠ্‌তেও চায় না ব্লেক্।

"কৃতান্তর কী হাল্ হয়েছে ছাখ্!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমলকে উঠতে হয়, উঠেই সে চম্‌কে যায়—"য়্যাঁ, এ কি! এ কে?"

"কৃতান্তর আর দুটো পা গজিয়েছে ছাখ্!"

"ভারি আশ্চর্য্য তো! কি করে' এ হোলো?"

"আবার একটা ল্যাজও!"

"এ কি সেই ভদ্রলোক? আমার দারুণ সন্দেহ হচ্ছে। রাতারাতি আর কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসল না তো?"

"পাগল! নিশ্চয় সেই! সে ব্যতীত আর কে? আমাদের সঙ্গেই ঘরে পুরে দেওয়া হোলো।" বুবু জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, "তাছাড়া মুখ বাঁধাই রয়েছে, দেখছিস না? সে না হয়ে যায়?"

"তা বটে। তবে রাতারাতি চেহারা এমন বিচ্ছিরি রকম বদ্‌লে যাবার মানে?" রবার্ট ব্লেকের প্রশ্ন হয়, "তুমি এ সম্বন্ধে কি বল্‌তে চাও মিষ্টার স্মিথ্?"

"আমার মনে হয়", স্মিথ মুখখানাকে গুরুগম্ভীর করে' আনে,—"কৃতান্তচাঁদ ছদ্মবেশ ধারণ করেননি তো আমাদের মতন?"

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### নেপালী গোরুর কপালে

"পাগল! কৃতান্ত না, এ নিতান্তই গোরু!" অমল হাস্‌তে থাকে। "বিশ্বাস না হয়, ল্যাজ্ টেনে দেখলেই পারিস্। ছদ্মল্যাজ্ হলে খুলে আস্‌বে তো? পরচুলার মতন তোর হাতের মুঠোতেই এসে যাবে।" অমল আরো যোগ করে—"আর না হয়, ওর শিঙের কাছে গিয়েই ছাখ্ না! গুঁতো থেকেও একটা আইডিয়া পেতে পারিস্।"

"কোনো দরকার নেই" বুবু বলে, "আসল গোরু কি না ওর ভাষা থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌ব। গোরুদের ল্যাংগোয়েজ্‌ই আলাদা, চিন্‌তে দেরি হয় না। দাঁড়া দেখছি।"

বুবু গিয়ে মুখের বাঁধন খুলে দিতেই, সেই বিকল্পে কৃতান্তচাঁদ, প্রাণ ভরে' এতক্ষণ পরে এক ডাক ছাড়েন—"হাম্বা!"

তবুও সন্দেহ থেকে যায় বুবুর—"কি বল্ল ও? হাম্ হ্যায়? হিন্দুস্থানী করে' বল্ল না?"

অমল বলে, "উত্তমপুরুষে উত্তর দিল। গোরুরাই সব সময় ফার্স্ট পার্সনে কথা বলে। দাদা বলে, ওটা গোরুদের দস্তুর। সবতাতেই

কেবল আমি আর আমি। অহঙ্কারের সীমা নেই ওদের। আবার বিনয়ের অবতার ওরাই নাকি! দাদার মতে সেটাও এক ছদ্ম-অহঙ্কার।"

"তোর দাদা যখন বলেছে তখন—" বুবু এবার সিদ্ধান্ত করে' ফ্যালে, "এ গোরু না হয়ে আর যায় না। তাহলে কৃতান্তর বদলে গোরু কেন এখানে? ওরা কি ভুল করে' কাকে আন্‌তে কাকে এনে ফেলেছে বলে' তোর মনে হয়?"

"দাদা বলে, গোরুর রহস্য অনন্ত। প্রায় ব্রহ্মের মতই।" অমল তার বক্তৃতার রেলগাড়ী চালিয়ে যায়ঃ "ব্রহ্ম কী, জানিস্? অনেকটা ডিমের মতই। ডিম দেখে কি ডিমের রহস্য বুঝতে পারিস্? কোন্‌টা পচা কোন্‌টা তাজা? সেইজন্যই বলে ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মের ডিম অর্থাৎ কিনা ঘোড়ার ডিম। কেবল তফাৎ এই, আসলে যেমন, ঘোড়া আছে ঘোড়ার ডিম নেই কিন্তু ব্রহ্মের বেলা, ঘোড়ার ডিমটাই রয়েছে, অথচ ঘোড়াই নেই। বুঝেচিস্?"

"তোর দাদার কথা ভারি শক্ত", বুবু ঘাড় নাড়ে, "দিদিই বুঝ্‌বে কিনা কে জানে!"

"যাক্‌গে ওসব।" বলে' ওঠে অমল, "এখন এই-গোরুর রহস্যটাই আগে ভেদ করা দরকার।"

তারপর থেকে দুজনে মিলে ঘোরতর মাথা ঘামায়, মাঝে মাঝে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে, অমল নোটবুকে কি সব টুকে নেয়, আবার গুম্ হয়ে ভাব্‌তে থাকে। এমনি করে' সকাল থেকে বিকেল গড়িয়ে আসে। মাঝে মালীটা, দরজা খুলে' দয়া করে' খবরের কাগজে মুড়ে' চারটি ভাত আর শাকের একটা ঘ্যাঁট্ ফেলে দিয়ে গেছে,

আর গোরুটাকে এক আঁটি শুক্‌নো বিচালি; তাই গলাধঃকরণের পর থেকে ওদের গাম্ভীর্য্য গুরুতর সীমায় উঠেছে। ওদের তিনজনেরই।

"একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস্?" অমল বলে' ওঠে হঠাৎ—"আমরা যখন চুপ্‌চাপ্ থাকি, কিচ্ছু করে না গোরুটা। কিন্তু কথা

পাগল! কৃতান্ত না, এ নিতান্তই গোরু!

বল্‌লেই মাথা নাড়্‌তে থাকে। কি রকম অদ্ভুত মাথা নাড়া, দেখেছিস্? ওই ছাখ্ আবার নাড়্‌ছে।"

"কারু কথা শুন্‌লে মাথা চালা বোধ হয় ওর ব্যায়রাম।" বুবু বলে, "কিম্বা হয়ত মানুষে বকাবকি করে, এটা ওর পছন্দ নয়।"

"তাই হবে।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফ্যালে অমল, "সেই যে তখন এক ডাক ছেড়েছিল, তারপর আর ডাকে নি তো! মৌনব্রত নিয়েছে যেন। গোরুটার আধ্যাত্মিকতা আছে। দাদা বলে, ওটা গোরু মাত্রেরই থাকে।"

"আধ্যাত্মিকতা! সে আবার কি?" বুবু জিজ্ঞাসা করে, "দ্বিতীয় ভাগে তো পাইনি একথা!"

"পাবি কি করে'? দাদার বের-করা যে! দ্বিতীয় ভাগ আবিষ্কারের অনেক অনেক পরে।" অমল ব্যাখ্যা করে' ছায়, "আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে স্পিরিটের কী সব ব্যাপার। দাদার কাছেই জানিস্ বরং!"

"আহা, তুইই বল্ না।" বুবু ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

"স্পিরিট্ জানিস্ তো? মেথিলেটেড্? স্পিরিট্ হচ্ছে দেশলাইয়ের ওপর চটা, কাছাকাছি ঘষ্‌লেই দাউ দাউ করে' জ্বলে উঠ্‌বে, একেবারে ফেটেই পড়ে কিনা কে জানে। আধ্যাত্মিকতাও তাই, আধ্যাত্মিক লোকদের কাছে গিয়ে দেশের কথা বলে' ছাখ্ না! তক্ষুণি জ্বলতে সুরু করেছে—হয়তো মাথাই ফাটিয়ে বস্‌বে তোমার!"

"ও বাবা!" বুবু ভীত হয়, "ভারি খারাপ তো?"

"তা আর বল্‌তে! ষ্টোভ্ জ্বালিয়ে ডিম ভাজা ছাড়া আর কোনো কাজ হয় না স্পিরিটে। আধ্যাত্মিকতায় তাও হয় কিনা কে জানে!"

এঁটো খবরের কাগজের একটা জায়গায় অমলের চোখ পড়ে যায় হঠাৎ—সন্তর্পণে কাগজটা তুলে ধরে' পড়বার চেষ্টা করে সে। বড় বড় হেড্‌লাইন্-দেওয়া:

# COW'S LAUGHTER

"গোরুর হাসি!" দুজনেই বলে' ওঠে একসঙ্গে, "সে আবার কিরে?"

"পড়েই দেখা যাক্ :—

A special session of cow conference is shortly going to be held—"

বুবু বাধা দেয় মাঝখানে, "গোরুরাও আজকাল সভাসমিতি করছে নাকি? আশ্চর্য্য তো!"

অমল বলে—"গোরুরাই তো করে ওসব। দাদা বলে—"

দাদার কথা না বলে' খবরের প্রতিই ও মনোযোগ দেয় আপাততঃ,

"going to be held at the residence of Mr. Kritantachand Lohia, a wealthy Marwari merchant to devise ways and means for the prevention of the slaughter of cows, of course, advice on this point will be very eagerly sought from the wise cow—"

খবরটা এখানেই ছিঁড়ে গেছে।

"কৃতান্তচাঁদের বাড়ী। কিছু clue যেন পাওয়া যাচ্ছে।" অমল লাফিয়ে ওঠে, "কিন্তু কাগজটা যে ছেঁড়া। যেখানে ছেঁড়া উচিত ছিল না ঠিক সেইখানটাতেই ছিঁড়েচে।"

"Wise cow আবার কী রে ব্রেক্?"

"আহা, cowরাই তো wise। গোরুর চেয়ে আর জ্ঞানী কে? জ্ঞানী ছাড়া আবার গোরু কে?" অমল বলে, "দেখি তোর এঁটো

পাতাটা। ওটা তো বাংলা কাগজ, দেখি ওতে যদি কোনো সন্ধান পাওয়া যায় আরো।"

তন্নতন্ন খোঁজাখুঁজির ফলে এই সংবাদটা বেরোয়ঃ

"কৃতান্তচাঁদ লোহিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মাড়োয়ারি। তিনি সম্প্রতি নেপাল ভ্রমণে গিয়া উহার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক মহর্ষি এবং এক গোরুর দর্শন লাভ করেন। গাভীটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সে নাকি মুনি-ঋষিদের মতই ত্রিকালজ্ঞ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্তই বলিতে পারে। অবশ্য মুখে কিছু বলে না, মাথা নাড়িয়া জানায়। যে কোনো বিষয়েই হউক্ না, প্রশ্ন করিলেই আপনি তাহার সদুত্তর পাইবেন। কৃতান্তচাঁদ নানা স্তবস্তুতি ও সেবার দ্বারা মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিয়া এই গাভীটি বর-লাভ করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন আগামী ঘোড়দৌড়ের সময়ে এই গাভীকে কাজে লাগাইবেন, ইহার সাহায্যে কোন্ রেসে কোন্ ঘোড়া জিতিবে আগেই জানিয়া লইয়া বাজি জিতিবার তাঁহার সংকল্প। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে লক্ষপতি কৃতান্তচাঁদ অচিরেই নিযুতপতি হইয়া উঠিবেন। জলেই জল বাধে, সৌভাগ্য হইতেই সৌভাগ্যলাভ হয় ইহা কে না জানে?

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই গোরুটিকে কৃতান্তচাঁদ তাঁহার শয়নকক্ষের পাশেই অট্টালিকার পঞ্চম তলে, উপযুক্ত প্রহরীদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কে বা কাহারা কৃতান্তচাঁদকে শাসাইয়া চিঠি দিয়াছে যে তিনি যদি অবিলম্বে একলক্ষ মুদ্রা দুর্ব্বৃত্তদের দিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে তাহারা যে কোনো উপায়েই হোক তাঁহার গোরুটিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেই

যাইবে। কৃতান্তচাঁদ প্রহরীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং সতর্ক রহিয়াছেন।'

"এখন তো বুঝ্‌তে পারলি সব?" অমল বলে।

"হুঁ।" বুবু মাথা নাড়ে।

"কৃতান্তচাঁদের জায়গায় এই গোরুকে বসিয়ে দিলেই সব ঠিক্ ঠাক্ মিলে যাবে এখন।"

"বেচারা কৃতান্তচাঁদ! গোরুহারা হয়ে এতক্ষণ হাহাকার করছে হয়তো।"

"ঠিক যেমন করছে তোর বাবা!" অমল বলে।

"আর তোর দাদা!" বুবু যোগ করে' ছায়।—"আমি একাই বুঝি গোরু হবো? বারে!"

"আমার দাদা কথশিল্পী, কারু জন্যেই হাহাকার করে না। কি বলে জানিস্ তো? 'বিশ্ব যদি চলে কাঁদিতে কাঁদিতে, আমি একা বসে রবো কথাশিল্প দিতে'।"

"বিশ্বটা কে রে? আমাদের পাড়ার বিশু নাকি যে গোলে খ্যালে?"

"উঁহু! কোনো সম্পাদক টম্পাদক হবে বোধ হয়।"

"তোর দাদার লেখা পড়ে' সম্পাদকরা সব বুঝি কেঁদে ফ্যালে?"

"কাঁদ্‌তেই হবে। কি রকম লেখা এক একখান্!" বুক ফুলিয়ে বলে অমল।

তারপর তারা গোরুর সমস্যায় ফিরে আসে ফের।—"এখন তো বুঝ্‌চিস্ যে সেই গোদালোটাই যতো নষ্টের গোড়া। কৃতান্তচাঁদ

তো প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন, সে এদিকে তাদের ঘুমের আরক খাইয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছে। একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে হয়, তারপর দেখি একবার সে-ব্যাটাকে!” আকাশের গায়ে ঘুসি মারে অমল।

“একটা কিন্তু খট্‌কা লাগছে আমার!” বুবু নিজের কপালে রেখাপাত করে,—“cow's laughter কী ব্যাপার বুঝলুম না তো?”

“ঐ যে, ঐ খবরটাতেই লিখে দিয়েছে তো। cow slaughter বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা। গোরুরা সব হাস্‌ছে সেইজন্যে!”

“হাসছে কেন?”

“স্লটারকে ওরা থোড়াই কেয়ার্ করে, মারা যেতে মোটেই ভয় খায় না ওরা।”

“ভয় না খাক্, কিন্তু মারা যাওয়াটা কি হাসির ব্যাপার হোলো?”

“হ্যাঁ, গরুদের কাছে অন্ততঃ।” অমল বিজ্ঞের মত বলে, “ভয়ানক হাসির বইকি! তুই আমি মারা গেলে হয়ত কেঁদেই ফেল্‌ব। ওরা কিন্তু তা নয়। হাস্‌তে হাস্‌তেই প্রাণ দেয় গোরুরা। গোরুরাই পারে।”

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### গৌ—গাবৌ—গাবঃ!

তারপরের পরের-দিন প্রাতঃকালে অমল আর বুবুকে লোহিয়া-প্রাসাদের দরজায় ব্যতিব্যস্তরূপে দেখতে পাওয়া যায়। দারোয়ানও ওদের যেতে দেবে না, ওরাও ছাড়বে না কিছুতেই!— এই মুহূর্ত্তেই কৃতান্তচাঁদের সঙ্গে দেখা করা ওদের চাই-ই, একেবারে নাছোড়বান্দা।

দারোয়ান ওদের বোঝায়,—"আবি ভিতর্‌মে গৌসভা হোতা, বাহারকা আদ্‌মি যানেকো মানা হ্যায়।"

বুবু বলে, "গোরুদের মিটিং কি না, তাই মানুষের 'প্রবেশ নিষেধ'।"

অমল ঘাড় নাড়ে—"বুঝেচি। সেই কাউ-কন্‌ফারেন্স।" তারপর দারোয়ানের দিকে ফেরে—"ও হাম্ বুঝ্‌তে পার্‌তা। কিন্তু গোরুসে তো হাম্‌কো কাজ নেই, হামারা দরকার কৃতান্তবাবুকে।"

"ম্যালিকভি উ সভামেই বৈঠল্ বা!" দারোয়ান খৈনি ডলায় সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে।

"হাম্‌ভি আতা হ্যায় এক গোরুকা তরফ্‌সে।" অমল এবার মরীয়া হয়ে উঠে: "নেপালকা গোরু। বহুৎ জরুরি কাম কিনা, আভি দরকার। জান্‌তা হ্যায়?"

"ও! সমঝ্ লিয়া। গৌ-সভাকো কাম্‌মে?" দারোয়ান এবার উদ্ব্যস্ত হয়ে ওঠে, "উ তো পয়লা বোল্‌না চাহিয়ে। আইয়ে ভিতর্।"

তৎক্ষণাৎ সভাস্থলে ওদের নিয়ে গিয়ে সভাপতির মঞ্চের কাছা-কাছি হুটো চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়।

অমল বুবুর কানে ফিস্ ফিস্ করে—"এদের মধ্যে কে যে কৃতান্ত জিজ্ঞাসা করা হোলো না তো!"

"জেনে নিতে কতক্ষণ? সভার হাঙ্গামাটা শেষ হোক্ না, তারপর [illegible] হবে কৃতান্তকে।"

সভার চারধারে তাকিয়ে দ্যাখে ওরা। হুজনেই ভারি বিস্মিত হয়—"একি! গোরু কোথায়? সবই তো মানুষ দেখচি। চার-দিকেই তো মানুষ!"

"একটাও গোরু নেই, অথচ কাউ-কন্ফারেন্স!" অসন্তোষ চেপে রাখা কঠিন হয় বুবুর পক্ষে।

"খবরের কাগজের সব কথাই মিথ্যে,"—অমল বলে, "কেবল ধাপ্পা!"

"তোমরা কোন্ কাগজ থেকে আস্চ ভাই?" পাশের একজন লোক অমলকে জিগ্যেস করে।

ওদের চেয়ে বয়সে খুব বেশি নয়। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী থেকে তাকে ভদ্রলোক না বলা ভারী শক্ত। কিছুতেই ভদ্রবালক বলা যায় না, যদিও তার দাড়ি উঠেচে কি না সন্দেহ। অমল চোখ তুলে তাকায়—"কি বল্লেন?"

"তোমরা কি কোনো খবরের কাগজ থেকে আস্চ?" আবার প্রশ্ন হয়।

অমল একটু ঘাবড়েই যায়। কী জবাব দেবে খুঁজে পায় না। যে কাগজগুলোতে এ-ক'দিন তাদের খাওয়া-দাওয়া চলেছে তাদের নাম

করে' দেবে কি না একবার ভাবে। বুবু জবাব দ্যায়—"না তো!"

অমল জিজ্ঞাসা করে—"আপনি?"

"আমি আস্‌ছি 'হট্টগোল' থেকে। আমি একজন জার্নালিষ্ট। পড়েচ নিশ্চয় 'হট্টগোল'?"

"খুব।" বুবু উৎসাহ প্রকাশ করে, "ওতে বসে' খেলাম পর্য্যন্ত! বেশ টেঁকসই কাগজ। ছেঁড়ে না সহজে!"

"হুঁ। খুব চল্‌তি কাগজখানা।" আপ্যায়িত হয়েই উত্তর দেন ভদ্রলোক—বা, সেই ভদ্র বালক।

"আপনি কী, কি বল্লেন—আপনি?" ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেতে চায় অমল।

"জার্নালিষ্ট। ওর মানে হচ্ছে, যার-না-লিস্‌ট্। কোনো তালিকা-তেই যিনি নেই, অথচ এমনি লীলা, সব তালিকাতেই তিনি আছেন। সব রকম তালে। গোল আলু যেমন,—ঝালে, ঝোলে, অম্বলে, ভাজায়, ভাতে—ঠিক তেমনি আর কি!"

"ওঃ!" সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বুবু।

"আচ্ছা, এসব লোক কারা মশাই? সবাই কি ঐ যে কি বল্লেন—?" কিন্তু এই মাত্রই কথাটা সে ভুলে যায়, অগত্যা বাংলা করেই বলে—"সবই কি গোল আলু?"

"না না, গোল আলু কেন হবে।" অমলের কথার জবাব দ্যান্ তিনি, "সব গোলালু না! এর মধ্যে রাজা, মহারাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, প্রোফেসর, ইস্কুল মাষ্টার, ডাক্তার, মোক্তার, বড়লোক, মাঝারি লোক, ছোট লোক সকলে আছেন।"

"মাড়োয়ারিও আছে, আবার বাঙালীও রয়েছে অনেক।" বুবু [illegible]। সুসম্পূর্ণ করে' স্থায়।

"কিন্তু গোরু কই?" অনেকক্ষণ থেকেই সন্দেহ-ভঞ্জনের প্রয়োজন অনুভব করছে অমল। "গোরু কই এর মধ্যে? শুনলাম এটা একটা কাউ-কন্‌ফারেন্স্।"

"কেন? এ-সবই তো গোরু!" সহজ সুরেই ভদ্রলোকের উত্তর আসে।

"গোরু!" দুজনেই হতবাক্ হয় বিস্ময়ে। "সব্বাই?"

"গোরু ছাড়া আর কী!" নিজের নিঃসংশয়তার জোরে ওদের নিশ্চিন্ত কর্‌তে চান্ তিনি। "পরিচয় পেতে দেরি লাগ্‌বে না তোমাদেব।"

"আশ্চর্য্য!" অমলের কানে কানে বলে বুবু। তাব কণ্ঠস্বর, কমলালেবু এবং পৃথিবীর মতই উত্তর-দক্ষিণে চাপা। "কিন্তু কি করে' যে এরা ফিফ্‌টি পার্‌সেন্ট্ পা আর সেন্ট্ পার্‌সেন্ট্ ভয়েস্ চেপে রেখেচে আমি তাই ভাবচি।"

"Voice চাপ্‌লে কি হবে,—moodএই ধরা পড়ে যাবে।" অমলের উত্তর হয়,—"দাদা কি বলে জানিস্? গোরুদের ঐ একটাই mood,—ইণ্ডিকেটিভ্ মুড্। ইম্পারেটিভ্, ইন্‌টারোগেটিভ্, এসব ওদের নেই।"

"কিন্তু পা চাপ্‌ল কি করে'?"

"পায়ের কথা আর বলিস্ না। ও আর এমন শক্ত কি? পাশের এই বিচ্ছিরি লোকটাকেই ছ্যাখ্ না, কেমন করে' আমার ফর্‌টি পারসেন্ট্ পা চেপে বসে আছে।" বুবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অমল। "এমন্ লাগছে আমার—কি বল্‌ব!"

"খুব কষে' এক চিম্‌টি কাট্‌ না!" বিপন্ন বন্ধুর প্রতি বুবু সহানুভূতি-সুলভ ব্যবস্থাপত্র বাৎলায়। এবং অমলের হয়ে নিজেই একটা চিম্‌টি কেটে ছায় সঙ্গে সঙ্গে।

"উঃ, কী ছারপোকারে এ জায়গাটায়! বাপ্‌!" এই কথা বলে' পরমুহূর্ত্তেই পাশের লোকটা অমলের প্রতিবেশিত্ব পরিত্যাগ করে।

"বুবু, কী কাণ্ড করেই না পালিয়েছি আমরা!" সকালের কথা অমলের মনে পড়ে যায়: "গোরুটা ঐ রকম কায়দা না করলে কি ছাড়া পেতাম আজ?"

"মা কি বলেন জানিস্‌? গুরুর কৃপা ছাড়া মুক্তি হয় না।" বুবু সমালোচকের পদে নিজেকে অভিষিক্ত করে—"কিন্তু মার কথা ভুল। ওটা হবে গোরুর কৃপা।"

"কেন দাদার ব্যাখ্যা তোকে বলিনি? গুরু আর গোরু যে একই বস্তু রে! একাধারে দুই, দুই আধারে এক—আলাদা কি? উহুঁ। আবার ভেবে ছাখ্‌, গোরুর খাদ্য হোলো শস্য আর গুরুর খাদ্য হোলো শিষ্য। তারাও কিছু আলাদা নয়।"

বাস্তবিক, গবর্ষির সহযোগিতা ছাড়া, এত শীঘ্র এবং সহজে ওদের মুক্তি হোতো কি না সন্দেহ। গবর্ষি নামকরণ হচ্ছে বুবুর, গো ছিল ঋষি ইতি গবর্ষি। সংবাদপত্র-পাঠে জানা যায়, নেপালের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, গহন জঙ্গলের মধ্যে, এই মহাপ্রাণীটি কোনো ঋষিবরের আশ্রমেই নাকি ছিলেন। বুবুর মতে, অতএব ও ঋষিই বটে। জমিদারের দেউড়িতে যে থাকে সে যেমন জমাদার—প্রায় জমিদারের সমান-সমান, তাই নয় কি? আওয়াজের এবং আধিপত্যের কিছু কি

'তাফত' আছে ওদের মধ্যে ? তাই থেকেই, জোর করে' জাহির করেছে বুবু—গোরু নয়, ও গবর্ষিই। অমলও মেনে নিয়েছে মতটা।

আজ ভোর হতে না হতেই, উক্ত চতুষ্পদ ব্যক্তিটি এমন চেঁচামেচি শুরু করেছিল। বিচালি নিয়ে ছুটে আস্‌তে হোলো মালীকে, খিদের জন্যই এত হাঁকডাক তার হোলো আন্দাজ। কিন্তু কদিন ধরে' কেবল বিচালি খেয়ে খেয়ে মনে মনে ভারি চটেই ছিলেন গবর্ষি ; দরজা খুলে মালীর প্রাদুর্ভাব হতেই, কথাবার্ত্তা নেই, তাকে গুঁতোতে শুরু করে' দিলেন। গোরুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমাসে কেবল বামুনরাই পারে, গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ বলে' নাকি কথায় আছে। কিন্তু বেচারা মালী পেরে উঠ্‌বে কেন ? অল্পক্ষণেই সে কাৎ হয়ে পড়েছে। অমল আর বুবু, সেই সুবর্ণ-সুযোগেই, দরজা ফাঁক্ পেয়ে, বে-তালা গেট্ পেরিয়ে, বাগান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। পর মুহূর্ত্তেই গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড্ দিয়ে ধাবমান কলিকাতাগামী একটা প্যাসেঞ্জার বাস্‌এ ওদের উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা গেছে।

"আচ্ছা কাউস্ লাফ্‌টারটা কী মশাই ?" পাশের গোল আলুটিকে প্রশ্ন করে বুবু। "গোরুতে আবার হাসে নাকি ?"

"হাসে বই কি !" তিনি উত্তর দ্যান্, "হাসে, গান গায়, বক্তৃতা ছায়। আবার বইও লেখে এক এক সময়, বেশির ভাগই ইস্কুলপাঠ্য। গোরু তিন প্রকার, laughing cows, coughing cows, আর bluffing cows, অর্থাৎ কি না, হাস্যকর গোরু—"

বুবুও একটার অনুবাদ করে' দেয়, অযাচিতই, "কাস্যকর গোরু।"

"এবং bluffing cows। ওর মানে হবে—এই—এই কি বলে গিয়ে ভাব্যকর গোরু !" গোল আলু ব্যক্ত করেন।

ইতিমধ্যে সভামঞ্চে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি, সোজা হয়ে ওঠেন।

"শোনো, শোনো! আমাদের একজন নেতা উঠেছেন। বক্তৃতা করবেন।" গোলআলু বলেন।

"নেতা কি মশাই?" বুবু জানতে চায়।

"নেতা জানো না? নেতা বলতে পারো, আবার ন্যাতাও বলতে পারো। ন্যাতা, যা বুলায়, এইবার বুঝলে?"

"না তো!"

"উনি একজন দেশনেতা। দেশের উপর বুলান; পা খুব কমই, নামমাত্রই, না বল্লেই চলে, হাতই বেশি। কখনো দেশের মাথায়, কখনো পিঠে, কখনো বা পকেটে।"

"আমি কেবল দুএকজন অভিনেতার নাম শুনেছি।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' বলে বুবু!

"ও দুই একই, নেতা আর অভিনেতা।" ভদ্রলোক বিশদ করে' দ্যান্—"কংগ্রেসস্কোয়ারে হলেই নেতা, আর থিয়েটারে হলেই অভিনেতা—!"

বলতে না বলতে দেশনেতা বেশ হাত-পা নেড়েই শুরু করে' দিয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই: "দেশের আজ ঘোরতর দুর্দ্দিন! আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের সৌভাগ্যের বলে, যে মহাপুরুষ, সামান্য গোরুর কলেবর নিয়ে, আমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর করবার জন্য আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য যাঁর লাঙ্গুলের ছায়ায় আমরা আজ সমবেত হতে চেয়েছিলাম, তিনি আজ অন্তর্হিত। দুর্বৃত্ত দশাননরা তাঁকে হরণ

করে' নিয়ে গেছে, হায়, কোথায় আজ সেই হনুমান,—সেই মহাবীর, যে তাঁকে উদ্ধার করে' আন্‌বে ?—"

"এই যে আমরা আছি।" চারধার থেকে সোরগোল উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়ে যায়।

"নাঃ, আপনারা নন্, এই কৃতান্তচাঁদই সেই হনুমান। রামের অবর্ত্ত-মানে রামরাজ্যে—রামরাজ্যে—" ভদ্রলোকের তোড় যায় আট্‌কে··· "রামরাজ্যে কী হয়েছিল হ্যা ?"

একজন ধরিয়ে ছায়—"হাহাকার পড়ে গেছল !"

"উহুঁঃ, হাহাকার না।" বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করেন মহা বক্তা —"রামের অভাবে রামরাজ্যে হয়েছিল কি ?"

এবার বুবুর দুঃসাহস হয়—"ব্যায়বাম।"

"তোমার মাথা ! রামচন্দ্রের অবর্ত্তমানে রামরাজ্য যেমন ভরতচন্দ্র শাসন করেছিলেন, তেমনি আমাদের সেই পুণ্যশ্লোক গবচন্দ্রের অবর্ত্তমানে, তাঁর সভাপতির শূন্য সিংহাসনে আমরা অভিষিক্ত করি তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য এবং সেবায়েৎ শ্রীমান্ কৃতান্তচন্দ্রকে !"

আবার জোর হাত-তালি। এবার কৃতান্তচাঁদ ওঠেন। অমল জিজ্ঞাসা করে—"এ কে ?"

"এই ত কৃতান্তচাঁদ। অঢেল্ টাকা !" গোলআলু জানিয়ে দ্যান্, "গোরুর কৃপাতেই সব—!"

"য়্যাঁ ! এই নাকি !" আকস্মিক ধাক্কা সাম্‌লানো শক্ত হয় অমল আর বুবুর। "এ যে সেই গোদালো লোকটারে—!" বিস্ময়ের আতিশয্যে ওরা নিস্ব হয়ে পড়ে।

কৃতান্তচাঁদের বক্তৃতা সুরু হয় খুব। [illegible]: "হামি গৌমুনিকা সিংহাসনে বৈঠ্‌বার লায়েক্‌ না। দুষ্‌মন্‌ লোক উন্‌কো পাকড়্‌ লিয়েসে। লেকিন্‌ হাম্‌ভি দুষমন্‌কা পাশ হামার আদ্‌মি ভেজেসে। লাখ রুপেয়া ভি দেনে মে তৈয়ার আসে। এই হামারা চেক্‌বুক্‌, হামারা হাতমে। হামি বোলে যে উস্‌মে কেয়া হুয়্‌কৎ? লাখো রুপেয়া তো? ও থোড়েই হ্যায়। হাম্‌ আভি দেঙ্গে। গৌমুনি রহণেসে হামারা কেৎনা ক্রোড়ো রুপেয়া আ জায়গা। লেকিন্‌ আগারি রেস্‌কা টাইম্‌ তো আনে দেও! আপলোককো বহুৎ ঘড়ি ঠাহরনে হোবে না, হাম্‌রা আদ্‌মি গেসে, আভি গৌমুনিকে লিয়ে চোলে আস্‌লে।—"

শ্রোতাদের মধ্যে ভয়ানক হৈ চৈ হয়। কৃতান্তের কথায় সমস্ত সভায় উৎসাহের সাড়া পড়ে যায়। অকস্মাৎ বাহির থেকে বিপুল জয়ধ্বনি আস্‌তে থাকে। ক্রমশঃই এগিয়ে আসে। অমল আর বুবু তাকিয়ে ছাখে, সেই গুণ্ডাদুটো, এক নম্বর আর দু'নম্বর, যাদের একদা কৃতান্তচাঁদের সেই ঘরে দেখেছিল, তারাই আস্‌ছে, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই—গবর্ষি!

"গৌমুনি আগয়ি, গৌমুনি আগয়ি!" কৃতান্তচাঁদ লাফাতে সুরু করে' দ্যান্‌। গোদা পায়েই লাফাতে থাকেন।

সভার লোক সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে, কেউ কেউ দণ্ডবৎ হয়ে গবর্ষির চার পায়ের ধূলো নেয়। সকলের কণ্ঠেই জয়-নিনাদ!—"জয় জয়, গৌমুনির জয়!—" গবর্ষি সবাইকেই ল্যাজ তুলে প্রতি-নমস্কার জানায়।

গুণ্ডাদুটো এসে বসে অমলের পাশেই। একটু আগে আরামপ্রিয়তার পক্ষপাতী পা-চাপানো সেই ভদ্রলোক যেখানে বসেছিল, তার

পরিত্যক্ত সেই আসনে। চেক্‌বই খুলে প্রতিশ্রুতি রাখতে প্রস্তুত হন্ কৃতান্তচাঁদ। "কেয়া নাম আপ্ লোগোঁকো?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কোন্ নামসে হাম্ চেক্ কাটিবে?"

এক নম্বর দু' নম্বরকে ঠেলা দেয়, দু' নম্বর এক নম্বরকে। পরস্পরের নাম জানতে চায় ওরা।

"ভারি হাঙ্গামা করলে তো ব্যাটা!" নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে, "নাম বলে' কি ফ্যাসাদে পড়ব শেষে? এখন কী বলা যায় বল্ তো? একটা নাম তো বল্‌তে হবে।"

"কই, কিছু তো ছাই মনে আস্‌ছে না আমার!" দু' নম্বর মাথা চুলকোতে থাকে।

"অন্য নামটাম যাহোক্ একটা মনে কর্ না চট্‌পট্!"

"নিজের নাম দূরে থাক্, বাপের নামই ভুলিয়ে দিচ্ছে—বল্‌ব কি?"

"তাই তো! ভারি মুস্কিল হোলো।" কিন্তু মরুভূমির পাশেই এক নম্বর যেন ওয়েসিস্ দেখতে পায় হঠাৎ—"এই, তোদের নাম কি রে?"

"অমল আর বুবু।" জিজ্ঞাসিত হয়ে জবাব দেয় অমল।

তখন এক নম্বর দাঁড়িয়ে উঠে ঘাড়-মাথা চুল্‌কে, লজ্জায় আরক্ত হয়ে নিজেদের নাম ঘোষণা করে।

"পে টু অমল য়্যাণ্ড বুবু।" কৃতান্তচাঁদ চেকে নামসই করেন। "রুপিজ্ ওয়ান্ লাখ। বেয়ারার্ চেক্ দিয়া, ক্রস্ ভি নেহি কিয়া। হাম্ যব্ দেতা হ্যায়্ এইসা দেতা হ্যায়!"

কৃতান্তচাঁদ থেকে হাতাহাতি হয়ে চেক্‌টা যথাস্থানে পৌঁছে যায়। চারদিকেই ধন্য ধন্য রব ওঠে। এই মহান্ দানশীলতার সমারোহে

সকলেই দাতাকে সাধুবাদ দিতে থাকে। বেজায় বাহবা পড়ে যায়।

এক নম্বর অমলের পিঠ চাপড়ে দেয়; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও সে পায় না। চেক্‌টা গুঁজে দেয় ওর হাতে —"এই নে! খেলা করিস তোরা।"

কতো আর অবাক হবে অমল? বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কা! তবু সে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। লাখটাকার চেক্ ওর পকেটে! খুব সুবিধের কথা নয় তো!

এর পর সকলে গবর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেতে চায়।

যার যা প্রশ্ন, যা যা সমস্যা, একে একে উত্থাপিত হতে থাকে; সেগুলো কৃতান্তর ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গবর্ষির কানের কাছে পুনরুক্ত হয়। গবর্ষি অমনি মাথা নাড়েন। যতবার মাথা নড়ে, গুনে', যদি জোড় হয় তাহলে 'হ্যাঁ', আর যদি বিজোড় হয় তবে 'না'—এই হোলো জবাব জানার পদ্ধতি।

আশ্চর্য্য! উত্তরও সব ঠিক মিলে যেতে থাকে। এবার অবাক হন্ স্বয়ং গোলআলু। "ত্রিকালজ্ঞ গোরু দেখ্‌চি! য়্যাঁ! এ বলে কি?"

"গোরুই তো ত্রিকালজ্ঞ, মশাই!" বুবু সমর্থন করে, "কেন নয় বলুন্? ত্রিকাল-অজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, তাই তো? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সম্বন্ধে গোরুর মতন এমন অজ্ঞ আর কে?"

হঠাৎ অমলের খেয়াল হয়, সে দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করে' বসে —"আমি কি বড়লোক হবো কখনো? খুব বড়লোক? কোনোদিন হবো কি? যদি হই তো কবে? খুব তাড়াতাড়ি হওয়া যায় না?"

একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নাঘাত। গবর্ষির মাথায় তুমুল আন্দোলন

লেগে যায়। উক্ত শিং নড়ার অনুবাদ করে' দ্যান্ কৃতান্তচাঁদ—"তুম্ লাখপতি হোবে।"

"আচ্ছা, আউর্ এক্‌ঠো। হামার্ দাদার কী সাদি হোয়েসে?" অমল এবার গুরুতর প্রশ্নপত্র গোরুর সম্মুখে আনে, দস্তুরমত পরীক্ষা করতে চায় গবর্ষিকে।

জবাব আসে—"হোয়েসে।"

"হোলো না, মিলল না! বিয়েই করেনি আমার দাদা!" চেঁচিয়ে বলে অমল, "কথাশিল্পীরা 'ক আবার বিয়ে করে? ধ্যাৎ!"

কৃতান্তচাঁদ কিন্তু দম্‌বার পাত্র নন্—তিনি আরো জোরে চেঁচান্—"তুম্ কেৎনা বখৎ কোঠিসে নিকালা জী? যা-কে দেখো এতনা বখৎ হোয়ে গেসে। জরুর সাদি হোয়েসে। গৌমুনি কভি ঝুট্ বোলে না।"

সভার সকলেই গবর্ষির পক্ষ নেয়, "যাও যাও হে ছোক্‌রা, বাড়ী গিয়ে দ্যাখো গে', এতক্ষণ তোমার বৌদি মাছের ঝোল চাপিয়েছেন উনুনে। বাজে ধাপ্পা ঝেড়ো না এখানে। বুঝলে?"

ভোটে হেরে গিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে অমল। বুবুও।

অতঃপর দেশনেতার দিক থেকে প্রস্তাব হয়: "এই দেবগাভীর সুবিধা একজনের ভোগ করা উচিত নয়। দেশের আজ ঘোরতর দুর্দিন—ইত্যাদি। গৌমুনির কৃপালব্ধ বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার একজনের হতে পারে না, এর অধিকার সমস্ত দেশের, সকলের। দেশের এই দুর্দ্দিনের কারণ কি? দারিদ্র্য। দারিদ্র্য কার? তোমার, আমার, যাবতীয় লোকের। এই দারিদ্র্য দূর হয় কেবল টাকা [illegible]।" কিন্তু টাকা আস্‌বে কোত্থেকে? কাঁচা টাকা—

"কর্‌করে টাকা? ঐ রেস্‌ থেকেই। অতএব ঘোড়াই টাকা দেবার মালিক। (অবশ্য ওড়াবার মালিক গাধারাই বটে!) সেই ঘোড়দৌড়ের অতি নিগূঢ় কূট রহস্য ভেদ হবে কার দৌলতে? এই গৌমুনির কৃপায়। অতএব এই গৌমুনিকে নিয়ে এক ন্যাশ্‌নাল্‌ ট্রাষ্ট করা হোক্‌, আমি হই তার ট্রাষ্টি—কৃতান্তচাঁদকে অনেক বলে'-কয়ে' বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি রাজি করেছি। নামমাত্র মূল্যে,মাত্র আড়াই লাখ টাকা পেলেই, উনি গৌমুনিকে, জাতির হাতে সম্প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন।..."

তৎক্ষণাৎ সেই সভাস্থলেই চাঁদা উঠ্‌তে থাকে। মাড়োয়ারিরা লম্বা লম্বা চেক্‌ কেটে ছায়। রাজা-মহারাজারা মুক্তহস্ত হন্‌। সাহেব সুবোরাও বদান্য হয়ে ওঠে। বাঙালী কেরাণীরাও কার্পণ্য করে না। ইতর ভদ্র সকলেই হাত ঝেড়ে ছায়—য্যারিষ্টোক্র্যাট্‌ ব্যারিষ্টোক্র্যাট্‌দের তো কথাই নেই! আড়াই লাখ উঠতে লাগে মোটে আড়াই মিনিট্‌!

তারপর সভা-ভঙ্গ। গবর্ষিকে পুরোভাগে নিয়ে বিরাট এক শোভাযাত্রা বেরয়। রাজা-মহারাজার, উকীল-ব্যারিষ্টারের, প্রোফেসার-মাষ্টারের, ডাক্তার-মোক্তারের, বড়লোক-মেজলোক-ছোটলোকের সারবন্দী প্রশেসান্‌! গোলআলুও যায় পেছনে পেছনে। সে এক দৃশ্যই বটে!

কেবল অমল আর বুবু তাতে যোগ দেয় না। "কতবড়ো একটা গবাযাত্রা, দেখেছিস?" অমল বলে, "একটা গোরু, ছটো গোরু—শত শত গোরু।"

"গৌ—গাবৌ—গাবঃ।" অমলের সমর্থনে, ব্যাকরণ কৌমুদীকে একবার ঝালিয়ে নিতে হয় বুবুর।

## শেষ পরিচ্ছেদ

### অমলেটেন সমাপয়েৎ!

এক নম্বর ও দুনম্বরকে নিয়ে কৃতান্তচাঁদ সভাস্থল থেকে মন্ত্রণাকক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন দেখতে পেয়ে অমল আর বুবু সবেগে বহির্গত হয়। আগে থেকেই সেই রোয়াক্ ডিঙিয়ে উক্ত খোলা জানালার সুযোগ নিয়ে, দেরাজের পেছনে গিয়ে বিরাজ করে। তার ঠিক পরমুহূর্ত্তেই সেখানে তিন মূর্ত্তির আবির্ভাব।

"চেক্ লেগা?" কৃতান্তচাঁদ জিজ্ঞাসা করেন।

"নেহি, চেক্ নেহি।" তারা বলে, "কেশ্ দিজিয়ে।"

"উ চেক্ কেয়া কিয়া?"

"ফেক্ দিয়া।" তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করে' নেয় এক নম্বর— "নেহি, ফেক্ নেহি দিয়া। খেল্‌নে দিয়া বাচ্চা লোগ্‌কো।"

"যানে দেও।" কৃতান্তচাঁদ মুক্তহস্ত হন্, "এই, তুম্ লেও দোহাজার! আউর্ তুম্ লেও দোহাজার! হুয়া তো?" দুটো তোড়া ফেলে দ্যান্ তিনি।

পুলকিত হয়ে ওরা সেলাম করে। "লেকিন্ একঠো পুছ্‌না হ্যায়," দুনম্বর বলে, "এইসা গোরু কভি নেহি দেখা। তাজ্জবকা বাৎ! নেপালকা—সাচ্ হ্যায়?"

"নেহি, নেহি—নেপাল নেহি। নেপাল কভি নেহি গিয়া হাম্। হুগ্‌লিকা উধার্ হরিপাল্ হ্যায়, জান্‌তা? উ হরিপালকা গোরু, দুধ উর্দ্ কুছ্ নেহি দেতা,—কুছ্ কামকা নেহি, খালি শির্ হিলানা উস্‌কা কাম! উ ভাগা, হামারা লছ্‌মী ভি আয়া।" কৃতান্তচাঁদের বত্রিশ পাটি দন্ত একসঙ্গে বিকশিত হয়—"তুম্ লোক লিয়া চার হাজার, লীডর্ বাগায়া দো হাজার, এক হাজার গিয়া পাবলিসিটিমে, আউর মহাজনকো হাম্‌কো দেনা পড়েগা পাঁচ হাজার। তব্ ভি হামারা নাফা রহা দোলাখ্ বিয়াল্লিশ হাজার। কল্ হাম্ দেশ চলা যাগা। আউর হিঁয়া নেহি! আউর্ কাহে কো?"

"দেশ চলা যাংগে?" এক-দুই নম্বর দুজনেই অবাক হয়, "সে কি! আপ্‌কা এ কোঠিকা কেয়া হোগা?"

"এ কোঠি-ভি হামারা নেহি। মহাজন্‌সে কেরায়া লিয়া। এক কম্বল্ লেকে আয়া। হরিপাল মিলায়া। গোরুসে আমদানি কিয়া—আভি ঘর চল্‌না হ্যায়।"

কৃতান্তচাঁদের অট্টহাসির আকর্ণ বিস্তার কমতে চায় না।

বাইরে এসে বুবু হাঁফ্ ছাড়ে—"দেখ্‌লি। লোকটাকে একেবারে রাজা করে' দিল সামান্য একটা গোরুতে। দেখ্‌লি ত?"

"একটায়, না, অনেকগুলো মিলে?"

"যাই হোক্!" বুবু বলে।

"আর ওদের মধ্যে সামান্য আবার কে? সবাইতো অসামান্য গোরু!"

"যাই হোক্!" বুবুর পাকা কথার কোনো নড়চড় নেই।

রাস্তার একধারে সরে' গিয়ে বুবুর কানে কানে বলে অমল—

"গোরুদের কথা ভারি সত্য হয়! ফলে যায় ভারি! জানিস্ আমাকে তো বলেছে যে খুব বড়লোক হবো? লক্ষপতি হবো, তাই না? এই ছাখ্!"

চেক্‌খানাকে পকেট থেকে সে বহিষ্কৃত করে।

"কে দিল তোকে?" বুবুর চোখ বড় হয়ে ওঠে, "কোথায় পেলি?"

"গবর্ষির কৃপায়।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো কি! যেম্‌নি না গবর্ষির বলা, অম্‌নি আকাশ থেকে পড়ল—একেবারে আমার পকেটের মধ্যেই!"

"যা-যা! আকাশ থেকে পড়ল না ছাই! আমি বুঝি আর দেখিনি? এইতো কৃতান্তচাঁদের সই-করা রয়েছে। সেই এক নম্বরকে তখন লিখে দিল না চেক্‌খানা? কিন্তু আমাদের নাম এল কি করে' এতে?"

"সেইতো গবর্ষির কীর্ত্তি!" ভক্তিতে ভারিকি হয়ে ওঠে অমল, "কীর্ত্তি বল্ আর মাহাত্ম্যই বল্! মহিমাও বল্‌তে পারিস্!"

"চল্, চেক্‌খানা ভাঙিয়ে আনি।" বুবু শুধোয়, "ভাঙাতে জানিস্ তো?"

"কতো!" অমল বলে' তাচ্ছিল্য অবহেলায়, "দাদার কত চেক্ ভাঙিয়ে আনি ব্যাঙ্ক থেকে। আমিই তো আনি, আর কে আনবে? এমন শক্ত কি আর? কেবল বানান্ মিলিয়ে এর পিঠে একটা সই করা বই তো নয়।"

অতুল ঐশ্বর্য্যের আসন্নতায় ভারাক্রান্ত, অমল আর বুবু ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হয়।

ব্যাঙ্কের লেজার্-কিপার্ কিন্তু চেক্‌খানা দেখেই ফেরৎ দেন—"এত-টাকাই নেই কৃতান্তচাঁদের। লাখ টাকার চেক্ কেটেছেন, পাঁচশো টাকাই আছে কিনা সন্দেহ!"
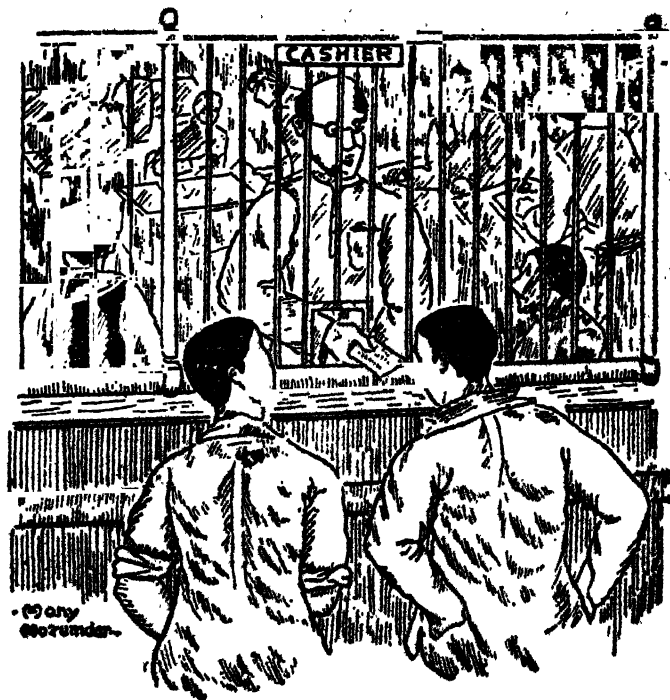
এত-টাকাই নেই কৃতান্তচাঁদের, লাখ টাকার চেক্ কেটেছেন!

"বলেন কি মশাই! আপনি ভালো করে' দেখুন্ তো?" অমল বলে; "মস্ত বড়লোক যে লোকটা!"

এবার ভালো করে' দেখেই কর্ম্মচারীটি বলেন, "হতে পারেন বড়লোক। কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্কে বেশি টাকা রাখেন্‌নি। মোটে পাঁচ হাজার টাকার য়্যাকাউন্ট্‌ খুলেছিলেন, তার পাঁচশো টাকাই কেবল পড়ে আছে। ঠিকই বলেছি।"

"তাহলে আর কি হবে!" অমল বলে, "চলে যাই চল্‌। এটা বাঁধিয়ে রাখ্‌বো নাহয়। তোর আস্‌চে জন্মদিনে উপহার দেব তোকে। লাখ টাকার চেক্‌! পেলে তুই খুসিই হবি।"

"অমন ছকোটি টাকার চেক্‌ তোকে আমি লিখে দিতে পারি—" বুবু বলে, "কেবল বাবার চেক্‌ বইটা যদি একবার হাতে পাই। ড্রয়ারের ভেতর চাবি-বন্ধ থাকে কি না!"

"আমার দাদার কিন্তু টেবিলের ওপর পড়ে থাকে, দু' একটা পাতা সই-করাই। যদি দাদা বাড়ী না থাকে আর আমার হঠাৎ টাকার দরকার হয়, মানে খুব বেশি টাকার, আমাকে বলাই আছে, আমার নামে পে-টু আর টাকার কথা লিখে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে। যত টাকা আমার খুসি! আমার যখন যা দরকার আমি তুলে নিই, দাদা দেখ্‌তেও যায় না, জান্‌তেও চায় না।"

"কত টাকা তুলেছিস্‌ তুই?"

"তা অনেক। তার কি আর হিসাব আছে? তবে একবারই খুব বেশি তুলেছিলাম। প্রায় পনেরো টাকা! সেই ক্রিকেট ব্যাট্‌টা কিন্‌লুম যেদিন।"

"আমাদের চেক্‌ যে বাইরে রাখ্‌বার যো নেই—" দুঃখের সঙ্গেই বুবু বিস্তারিত করে, "দিদির ভয়েই তো। কবিতা লেখার খেয়ালে তো

হুঁস্ থাকে না। হয়তো চেক্ বইয়েই লিখে বসেছেন !” আপনা থেকেই ওর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। “দিদির জন্যে কি মুস্কিলই যে হয়েছে আমাদের ! কাঁকতালে যে একখানা চেক্ ভাঙাব তারও উপায় নেই।”

অমল সান্ত্বনা দেয়—“তোর যখন টাকার দরকার হবে আমাকে বলিস্। দাদার চেক্ ভাঙিয়েই তোকে আমি দিয়ে দেব। তাতে আর কি ! দাদার টাকা সে আমারই টাকা ! আর আমার টাকাও যা তোর টাকাও তাই। তুই তো বন্ধুই আমার !”

ওরা চলে যেতে উদ্যত হয়েছে এমন সময়ে ব্যাঙ্কের লোকটি বলে —“ওহে দাঁড়িয়ে যাও। এই মাত্র কৃতান্তচাঁদের অনেক চেক্ জমা পড়েছে। ক্লিয়ারিং থেকে এলেই তোমাদের টাকাটা পেয়ে যাবে। কতো আর দেরি ? এই ঘণ্টাখানেক।”

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে একশ'খানা হাজার টাকার জলছবি পকেটে করে' ওরা বেরোয়।

“দেখ্‌লি তো, গোরুর কথা কেমন সত্যি হোলো ?”

বুবুও সায় দেয়—“হ্যাঁ, ভারি ফলে' যায় ওদের কথা। মিথ্যে কথা কাকে বলে জানেই না গোরুরা, বল্‌তেই পারে না। সেইজন্যেই মা বলেন যে, গোরু হাঁচ্‌লে মানুষ মারা পড়ে ! গোরুর হাঁচির ধারেকাছে যাওয়া আমার বারণ। কখন হেঁচে ফেল্‌বে ঠিক নেই তো, এইজন্যে গোরুর কাছেই আমি যাই নে।”

ডালহাউসি স্কোয়ারে একটা বড়ো গাছের ছায়ায় গিয়ে দুজনে বসে।

‘বড়লোক তো হলাম !” অমল বলে, “গবর্ন্নির একটা কথা তো ফল্‌লো। তাহলে—তাহলে কি তার আরেকটা কথাও—য়্যাঁ ?—দাদা

কি—দাদা কি—" কথাটা শেষ করতে পারে না অমল। সহসাগত সমস্যার ভারে ভারি ভাবিত হয়ে পড়ে।

"এই ক'দিনের মধ্যে?" বুবু মাথা নাড়ে, "পাগল! তা কি হয় কখনো? বিয়ে! সে যে এক হুলুস্থুল ব্যাপার! কত কাণ্ড হয় তাতে—কত বাজ্‌না বাজে, লোকজন খায়—মা'র বিয়েতে হয়েছিল, আমি কিন্তু দেখ্‌তে পাইনি। দিদির সময় দেখ্‌ব।"

অমল উৎসাহ পায় না, ম্লান মুখ্‌ করে' থাকে।

বুবু ওকে ভরসা দিতে চায়—"দূর্! এই ক'দিনে বিয়ে হয় কখনো? বিয়ের কথা কইতেই এক বছর লাগে, বাবা বলেন। দিদির ক'বছর লাগ্‌বে কে জানে! কবিতার কথা শুনেই যে পিছিয়ে যায় সবাই। কবিতায় ভারি ভয় খায় বররা। দিদি বলে, বর্ব্বররা।"

তবু চুপ্‌ করে' থাকে অমল। কী যে ভাবে!

"অমল, কেন ভাব্‌চিস্ তুই? আমি বল্‌চি হয়নি—"

"না, হয়ে গেছে। হয়েছে নিশ্চয়ই! গোরুর কথা কখনো মিথ্যে হয় না। আমি জানি দাদাকে—বেশ ভালোরকম চিনি—আমার উপর চটে গিয়ে—" অমল প্রকাশ করে,—"রাগের মথায় ঠিক বিয়ে করে' বসেছে। দাদা সব পারে।"

"তাহলে আর কি হবে!" এখন বুবুরও বিশ্বাস জন্মায়—সেই বিশ্বাস ক্রমশই বদ্ধমূল হতে থাকে। কে জানে অমলের দাদার বিয়েটা ইতিমধ্যে বেধে যাওয়া হয়তো তেমন খুব অসম্ভব নয়। কেননা, দিদিদের বিয়ে হওয়া যতই সুকঠিন হোক্, দাদাদের বেলা হয়তো তত দুঃসাধ্য নয় ব্যাপারটা।

"কেন যে পালালাম!" অমলের চোখ ছলছল করে—"আমার ক্যাষ্টর্ অয়েল্ খাওয়াও যে ভালো ছিল! এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল!" অমলের কণ্ঠ শোকাবহ হয়ে আসে। "বাড়ী গিয়ে কী দেখ্‌ব কে জানে!"

"কেন, বৌদি তো ভালোই রে! খুব আদর করে বৌদিরা।" বুবু প্রেরণা দিতে চায়, "মন্দ কি এমন?"

"ভালো না ছাই!" কোনো কথাই তার প্রাণে লাগে না,—"যদি বাড়ী গিয়ে দেখি যে দাদা ছাড়া আরো একজন রয়েছে তাহলে এমন মন খারাপ কর্‌বে আমার—" অমলের চোখ্ দিয়ে টপ্ টপ্ করে' জল পড়ে। টপাটপ্ পড়্‌তে থাকে।

"কাঁদ্‌ছিস্ তুই!" বুবু আশ্চর্য্য হয়, "কাঁদ্‌ছিস্ কেন?"

"নাঃ, টাকায় আমার কাজ নেই। আমি দাদাকে চাই, বড়লোক হতে চাই নে। এসব আমি বিলিয়ে দেব সবাইকে, এক্ষুণি বিলিয়ে দেব। আবার আমি গরীব হয়ে যাব। খুব গরীব হবো। তাহলে—তাহলে তো বিয়ে আট্‌কাবে, তুই কি বলিস্?"

"যদি হয়েই গিয়ে থাকে তাহলে আর কি করে' আট্‌কাবে?" বল্‌তে গিয়েও এই কথা আট্‌কে যায় বুবুর মুখে। সে চুপ্ করে' থাকে।

"এই নে, তোর পঞ্চাশ হাজার।" পঞ্চাশখানা নোট ওর হাতে গুনে' দ্যায় অমল, "তুই যখন আমার বন্ধু, আমার যা টাকা তার অর্দ্ধেক তোর। চল্ একটা ট্যাক্সি ভাড়া করি, ক্লাসফ্রেণ্ডদের বাড়ী বাড়ী যাই। প্রত্যেককে দেব এক এক হাজার। এর কিছু আমি রাখ্‌ব না।"

ট্যাকসিতে বসে' বুবু বলে—"ক্লাসফ্রেণ্ড আর ক'জনাই বা আছে। প্রায় সবাই তো আমাদের ক্লাস-ফো। তাদেরও দিবি?"

"নিশ্চয়। যদি দয়া করে' টাকা নিয়ে আমায় বাঁচায় — তারাই আমার বন্ধু আজ।"

ফ্রেণ্ড আর ফো মিলিয়ে উনপঞ্চাশ জনকে বাড়ীতে পাওয়া যায়। তারপর তারা ফেরে অমলের বাড়ী। "এ নোটখানা ট্যাক্সিওয়ালাকেই দিয়ে দেব। এর শেষ রাখ্ব না।" অমল বলে, "আবার আমি ফতুর হয়েই বাড়ী ঢুক্ব। দাদার টাকাই আমার টাকা, আর টাকা আমি চাই না।"

অমল পা টিপে টিপে ভেতরে যায়, একটু পরেই আবার তেমনি করেই বেরিয়ে আসে। বলে—"এই! তোর দিদিকে দেখলাম দাদার কাছে! গড়্গড়্ করে' পদ্য আওড়াচ্ছে আর দাদা শুন্ছে হাঁ-করে'।"

"তাহলে কি দিদির সঙ্গেই—?" বুবু দুর্ঘটনাটা ইঙ্গিতেই জান্তে চায়।

"কে জানে! দাঁড়া, জেনে আসি ব্যাপারটা। এখনো দেখা দিইনিতো! কিন্তু—কিন্তু—বল্ব কি, বড় ভালো বোধ হচ্ছে না আমার!"

বুবু বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। এবার বেরুতে দেরি হয় অমলের। বুবু দাঁড়িয়েই থাকে।

বেশ খানিক পরে অমল বেরয়। গুরুগম্ভীর মুখ নিয়েই বার হয়।

"—কি কি?—" উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে বুবু।

"এখনো হয়নি বটে।" ভুরু-কপাল কুঁচ্কে অমল বলে,—"তবে না হয়ে আর যায় না—একে গোরুর বাক্য, তারপর তোর দিদির কাব্য

একেবারে এপিঠ-ওপিঠ! এতে য়্যাক্‌সিডেন্ট না হয় কখনো? ভারি খারাপ তোর দিদির পদ্য! মানুষকে কাবু করে' ফ্যালে একেবারে!"

"হোলো কি করে'? আমার দিদি তো তোর দাদাকে জান্‌তও না—!" বড় বড় চোখকে বুবু আরো বিস্ফারিত করে।

"পালিয়েই যে মাটি করেছি আমরা। তোকে খুঁজতে এল তোর দিদি, আমাদের বাড়ীই তুই পালিয়ে রয়েছিস্ ভেবে। তারপর এল তোর দিদির খাতা। ভয়ানক ভয়ানক বিচ্ছিরি যত পদ্য! তারপর যা হবার তাই হয়েছে—আর কি হবে?"

"যাক্, যা হবার হয়ে গেছে।" বুবু অমলকে সান্ত্বনা ছায়। "যেতে দে! কি আর কর্‌বি? ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই।"

"ভালোর জন্যে না ছাই!" অমল তবু গুম্‌রাতে থাকে।

"কত ভালো হোলো ভেবে ছাখ্। এবার থেকে ক্যাষ্টর অয়েল্, তোকে আর খেতে হবে না। হাতের কাছে দিদিকে পাবে, তাকেই ধরে' খাইয়ে দেবে। তুই কেমন বেঁচে গেলি—"

মিশ্‌কালো মেঘের রূপালী রেখার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অমলের। ক্ষীণ হাসির আলো ওর মুখে খেলা করে।

"তারপর ছাখ্, আমিও বেঁচে গেলাম। মন দিয়ে পড়্‌তে পাব আমি। এখন থেকে যত রাজ্যের পদ্য তোর দাদাকেই শোনাবে দিদি! না শুনিয়ে ছাড়বে না তো।"

"আমার দাদার মাথা খারাপ হয়ে না যায়, আমি ভাব্‌ছি!" মর্ম্মান্তিক আশঙ্কা মনের মধ্যে মুষ্‌ড়ে রাখা অমলের পক্ষে কঠিন হয়: "যতো সব পাগল-করা কাক-তাড়ানো কবিতা!"

"এই তোরা কি কর্‌ছিস্ রে বাইরে!" বুবুর দিদি বেরিয়ে আসেন, "আবার পালানোর পরামর্শ হচ্ছে বুঝি? আয় খাবি আয়; অম্‌লেট্‌ও করেছি—যা তোরা খুব ভালোবাসিস্।" দুজনকেই তিনি ভেতরে টেনে নিয়ে যান্—"বুবু, ছোটো বেলায় কি বল্‌তিস্, বলে' দেবো অমলকে? কি থেকে অম্‌লেট্ হয়—সেই কথাটা বলে দেবো?"

"না, না দিদি! কক্ষণো না!" শশব্যস্ত হয়ে উঠে বুবু, "তোমার দু'পায়ে পড়ি দিদি!"

"আচ্ছা, আচ্ছা!" হাস্‌তে হাস্‌তে ওদের নিয়ে লাঞ্চের টবিলে গিয়ে বসিয়ে দ্যান্।

অম্‌লেট্ পেটে পড়্‌তেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে অমল। "ভালোই হোলো! এবার থেকে ক্যারম্ খেলা যাবে খুব!" সে বলে, "চার-জনই তো হয়েছি।"

মিশ্ কালো মেঘের রুপালী পাড় ক্রমশই আরো জ্বল্‌জ্বলে হতে থাকে। অন্ধকার ব

অমলের দাদা আমি কেন? তোমরা খ্যালো তিনজনে। থাশিল্পের সঙ্গে ক্যারম্, তা কি চলে? আ[illegible]

"বাঃ, তাও কি হয়!" বলেন বুবুর দিদি, "যদি কবিতার সঙ্গে ক্যারম্ চল্‌তে পারে, তবে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা! সে হবে এখন,—পরে একদিন হবে এক সময়ে। ভারি হেরে যাবো কিন্তু। শুনেছি খুব ভয়ঙ্কর খ্যাল্‌লে ওরা।"

"খেলুক্ না। ভয় কিসের! আমরা দুজনে বস্‌ব নাহয়," অভয় দ্যান্ বুবুর দিদি। "তুমি আর আমি এক সাইডে বস্‌ব।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। হবে এখন, সন্ধ্যের পরেই বসা যাবে নাহয়।" অমলের দাদা সাহসী হয়ে ওঠেন — "না-হয় হেরেই যাবো। নিল্ গেম্‌ই খাবো হয়তো। পর-পরই খাবো নাহয়! ভয় কিসের?"

ক্যারম্ খেলা ঘণ্টাখানেকের জন্য উহ্য রেখে অমল আর বুবু বেড়াতে বেরয়। বুবু পাঁচিশখানা নোট্ অমলের পকেটে গুঁজে ছায়— "আমার যা টাকা তার অর্দ্ধেক তো তোর—তুই যখন আমার বন্ধু! পরীক্ষা পাশ করে' এই টাকায় পৃথিবী-ভ্রমণে বেরুব দুজনে। কেমন?"

"আচ্ছা, সে হবে'খন। পরে হবে।" কথাশিল্পীর কায়দায় বলে অমল। "এখন বল্ দেখি, ছোটো বেলায় কি বল্‌তিস্ তুই অম্‌লেটের কথায়?"

"সে বলা যায় না—"

"না, বলতেই হবে তোকে।" অমল চেপে ধরে।

"তখন সবে আমি ভর্ত্তি হয়েছি তোদের ইন্‌ফ্যান্‌ট ক্লাসে। তোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে, আমাদের বাড়ী তুই আস্‌তে সুরু করেছিস্, সেই সময়ের কথা—"

"তা বল্ না—"

"সেই সময়ে দিদিকে জিগ্যেস্ করতুম"—আর বল্‌তে চায় না বুবু। তারপর অনেক পীড়াপীড়িতে লজ্জায় লাল হয়ে বলে—"বল্‌তুম, অমল থেকে অম্‌লেট্, না দিদি?"

শেষ

প্রবোধকুমার সান্যালের
১৸০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবি (বর্দ্ধিত ২য় সং) ৩৷০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরণ্যক (২য় সং) ৪৷০
বন্দী বিহঙ্গ ২৸০
(২য় সং) ৫৲
দিলীপকুমার রায়ের
আবার ভ্রাম্যমাণ ৫৲
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ইউরোপ, ১৯৩৮ ৫৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর
মা (৫ম সং) ৫৲
NATIONAL FLAG 5/-
ডক্টর্ সুরেন্দ্রনাথ সেনের
OFF THE MAIN TRACK 4/8/-
অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভারত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ ২৲
শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্রের
ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক ৷৷০
দেশবিদেশের ধর্ম্ম ৷৷০
দেশবিদেশের লেখাপড়া ৷৷০